চন্দ্রধর

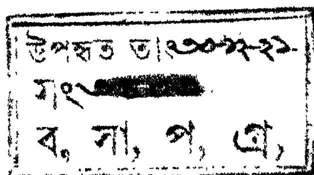
শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী

চন্দ্রধর

কাব্য

শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী

প্রণীত



প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা

৫নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত

১৩১২ সাল

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া



পিতামহীঠাকুরাণীর শ্রীচরণকমলে।

দেবি,

চন্দ্রধর ও বিপুলা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব, বড়ই আদরের ধন। তাই বঙ্গদেশের প্রায় বিভাগই ইঁহাদিগকে খাস আপনার করিবার নিমিত্ত বহুকাল হইতে চেষ্টা করিতেছে। বর্দ্ধমানের চম্পক নগর ও বেহুলা নদী, মালদহের চাঁপাই নগর ও নেতা ধোপানীর ঘাট, বীরভূমের বিপুলার মেলা, ত্রিপুরার চাঁদ সদাগরের বাড়ী এবং চট্টগ্রামের চাঁদ সদাগরের দীঘী ও কালু কামারের ভিটা ইত্যাদি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। আপনি বাঙ্গালীর গৃহলক্ষ্মী ছিলেন, ইঁহাদের চরিত্রগাথা যে আপনার বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ আমি জানি মনসাকাব্য আপনার অতিশয় প্রিয় ছিল, ইহা আপনার হৃদয়ে ঋষি-প্রণীত ধর্ম্ম গ্রন্থের স্থান অধিকার করিয়াছিল। এখনও বঙ্গদেশে এই কাব্য নারী-হৃদয় হইতে প্রাণরস আকর্ষণ করিয়া জীবিত আছে এবং সমাজের প্রাত্যাহিক জীবনে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আপনাকে এই অকূল সংসারে সতী বিপুলার ন্যায় নির্ভীকা নিঃসহায় ভাসিতে ভাসিতে অতি কষ্টে [illegible]

কূল পাইতে হইয়াছিল ; তাই ভরসা আছে, আমি চিত্রাঙ্কণে দক্ষ না হইলেও এই কাব্য আপনার হৃদয়রঞ্জন ও প্রীতিবর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইবে। সেই সাহসে আপনারই জলসেকে বর্দ্ধিত উদ্যানের এই ক্ষুদ্র কুসুমটী ভক্তি সহকারে আপনার পবিত্র চরণে উৎসর্গ করিলাম।

দেবি, আপনি স্বর্গে গিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক বা সামাজিক আধিপত্য হইতে আপনার হৃদয় নির্ম্মুক্ত হইয়াছে। তাই আমি আশা করি, এই কাব্যে আপনার ঐহিক ভক্তি ও বিশ্বাসের অল্পাধিক বিরোধী কোন কোন বিষয়ের সমাবেশ, এবং বিপুলার বিশেষতঃ চন্দ্রধরের চরিত্রের কোন কোন স্থলে পরিবর্ত্তন আপনার কোন প্রকার ক্ষোভের কারণ হইবে না। প্রাচীন কবিগণের দেবী-মাহাত্ম্য-প্রচারই একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সময়োপযোগী করিতে গিয়া মনুষ্য-মাহাত্ম্য প্রচারই এই কাব্যের লক্ষীভূত করিয়াছি। মনুষ্যত্বের উপরই দেবত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা—ইহাই এই কালের আদর্শ। কাল ও অবস্থাভেদে রুচি ও আদর্শের অনেক বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে, এমন কি সময়ানুরোধে মানুষ স্বীয় মনোগত ভাব যথাযথ ব্যক্ত করিতেও শঙ্কিত হয়। আমার বিশ্বাস চন্দ্রধরের প্রাচীন কবিরাও সেই সমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা স্থিরসঙ্কল্প চন্দ্রধরের দ্বারা মনসাকে প্রকৃত ভক্তের পূজা দিতে সাহস করেন নাই,—সময়ের বাতাস অনুসারে পাল খাটাইয়া কোন মতে তরী চালাইয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের শেষ অংশে চন্দ্রধরের যেরূপ মনসাপূজা দেখা যায়, তাহা চন্দ্রধরের পক্ষে যতদূর অগৌরবকর হয় নাই, মনসার দেব-প্রতিভা তদপেক্ষা সহস্রগুণ খর্ব্ব করিয়াছে। বাস্তবিক চন্দ্রধরের বামহস্তে পদ্মার অর্চ্চনা, এবং বিপুলার সতীত্ব পরীক্ষা ও তৎকালীন বিপুলা-লক্ষীন্দরের আকস্মিক তিরোভাব প্রাচীন মনসা-

কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া রাখিয়াছে। এই বিষয় প্রতিপাদন করা বা মনসার দেবত্বের লাঘব করা আমার উদ্দেশ্য নহে, আমি চন্দ্রধরের প্রকৃত ছবি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

১৩১২ সাল, ২৯শে বৈশাখ
পটীয়া, চট্টগ্রাম

আপনার স্নেহের
বিপিন।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	৪	থাকিত'রে	থাকিত যে
১৬	১০	মুক্তহস্তে	মুক্তহস্ত
১৭	১৯	শক্তিধব	শক্তিধর,
১৮	৯	মঞ্জুষা	মঞ্জুষ
"	১৬	ওষধি	ঔষধি
১৯	১১	সুধাময়	সুধাময়,
২১	১২	মণিময়	মণিময় ;
২২	৭	দাঁড়াইয়া	দাঁড়াইলা
"	১৫	আসিয়াছ	আসিয়াছ
২৩	১২	আজি	আছি
২৪	৩	অরণ্য	অগণ্য
"	১১	পূজে	পূজে চাঁদ
২৯	৯	জ্বালিবে	জ্বালাবে
৩১	১১	কণিবর	ফণী বর
৩২	৬	জগতে	জগতে।
৩৩	১৪	ক্লান্ত	ক্লান্তি
৩৯	৮	শিখিকুল	শিখিকুল উচ্চ
৪১	১৯	হেরি	হরি
৪৩	১০	বুহে	বুলে
৫১	৭	নাহি	নহি
৫২	২	আলায়	বালায়
৫৮	৯	পুরে	পুরে,
৫৯	১০	বীজমন্ত্রে	বীজমন্ত্র
৬১	৬	জিনে	জিন
"	১৫	প্রাণেশ্বর	প্রাণেশ্বর
৬৯	৯	মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্যুঞ্জয়,
৭০	১৮	সূর্য্যাকারে	সূর্য্যাকরে,
৭১	১০	ভূতভয়	ভূতভয়,
৭২	৮	সুরঞ্জনী	সুরঞ্জনী,

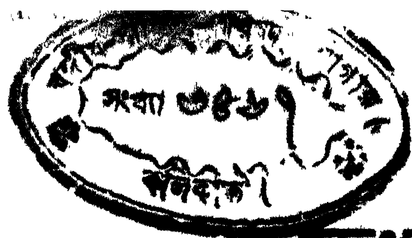
পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২	১২	বাড়াইল	বাড়াইয়া
”	১৪	পদ্মিনীর	পদ্মিনীরে
৭৪	৩	কুটীরে	কুটীর
৭৫	১৭	কে	সে
৭৯	৯	শতযত্ন	যত যত্ন
”	১৩	ছিনু।	ছিনু
”	২০	হয়	হয়ে
৮১	১৮	দেখিয়া	দেখি না
৮২	১৮	দখিলা	দেখিলা
৮৬	১১	সর্জ্জা	সজ্জা
৮৯	১৫	কভু,	কভু
৯০	১৫	স্বরূপ	স্বরূপ
৯১	৫	স্তব	স্তব,
”	৬	‘ইঙ্গিত মম’	ইঙ্গিত মম
৯২	১০	নভস্পর্শী	নভস্পর্শী,
৯৩	৪	করুণ	বরুণ
৯৬	৯	সুদর্শনের	সুদর্শনে
”	১১	কুলপতি	কুলপতি
১০১	৮	মতি	মতা
১২৭	৩	নহি	নাহি
”	৩	স্বগপুরে	স্বর্গপুরে
১৩২	১৭	লাগিল	জাগিল
”	”	লাগিয়া	জাগিয়া
১৪০	২	শ্বশ্রু	শ্বশ্রূ
১৫৭	১১৬	”	”
১৫৮	১১	জীবনকাহিনী।	জীবনকাহিনী
১৭০	১৭	শ্বশ্রু	শ্বশ্রূ

সূচিপত্র ।



	বিষয়		পৃষ্ঠা
	উৎসর্গ	...	।/০
১ম সর্গ	সূচনা	...	১
২য় সর্গ	মন্ত্রণা	...	১৫
৩য় সর্গ	দংশন	...	২৭
৪র্থ সর্গ	অনুমতি	...	৩৯
৫ম সর্গ	ভাসন	...	৫৫
৬ষ্ঠ সর্গ	আশ্বাস	...	৬৯
৭ম সর্গ	বর	...	৮৪
৮ম সর্গ	দৌত্য	...	১০০
৯ম সর্গ	প্রাণদান	...	১১৫
১০ম সর্গ	সম্মিলন	...	১২৯
১১শ সর্গ	পরিচয়	...	১৪৩
১২শ সর্গ	শান্তি	...	১৬২





চন্দ্রধর

প্রথম সর্গ

সূচনা

অতীত খনির গর্ভে কত রত্নরাজি
লুণ্ঠিত, হে শিল্পিরাণি, কল্পনে আমার,
তুলে না লইলে যত্নে তুমি দয়াবতি,
(কার হেন শক্তি তুলে ?) ঘোর আবর্ত্তনে
প্রোথিত করিত কাল চির অন্ধকারে,
একি পরিণতি-সূত্রে শুক্তি ও মৌক্তিকে।
সেই তপস্যার দিন দীন আর্য্যভূমে
আর কি ফিরিবে দেবি, দেখিব কি আর
জ্ঞাতিত্বে ভ্রাতৃত্বে বদ্ধ মর্ত্ত্য ও ত্রিদিবে,
শৃঙ্খলিত নরামর অভেদ্য শৃঙ্খলে ?
এ দুর্দ্দিনে তবু যবে নন্দনবাসিনি,
ধ্বনিতেছে ক্ষীণ ধ্বনি সুপ্ত অতীতের

সূচনা

সুধাপ্লুত, খোল দ্বার পশি ও অঞ্চলে—
দরিদ্র জুড়ায় আঁখি রাজার ভবনে।
  সাজাইয়া পুষ্পাধার সুগন্ধ কুসুমে
শোভাময়, সরিতেছে রজনী সুন্দরী
সসঙ্কোচে, সরে পাছে সেবিকা যেমতি
হেরি দ্বারে রাজগৃহে রাজার মহিষী।
তুলিয়া মঞ্জীরধ্বনি উড়ায়ে অঞ্চল
মন্দ মন্দ, ধীরে আসি প্রবেশে মন্দিরে
ঊষারাণী রক্তাম্বরা সিক্তকলেবরা,
পূজিতে সবিতৃপদ মধুর প্রভাতে ;
শরতের নীলাম্বরে স্বর্ণ আলিপনা
আঁকিলা, কাকলীস্বরে ধ্বনিল আরতি;
চূর্ণিত হীরকাঞ্জলি অর্পিয়া চরণে
ভক্তিভরে বিভাবসু পূজিলা হরষে।
ঊষার অর্পিত অর্ঘ্য সহস্র কিরণ
টানিয়া সহস্র করে ছুটিলা উল্লাসে
স্বর্ণ রথে, পদ্মবনে জাগিলা পদ্মিনী'
আলাপি ফিরিছে কুঞ্জে গুঞ্জরি আকুল
অলিকুল, সন সন সমীর সঞ্চরে,
উড়িতেছে মর্ম্মরিয়া পল্লবের মালা,

বিজয়ীর কেতু যথা বিবিধ বরণে।
উদ্যানে আরতি অন্তে শিবের মন্দিরে
চম্পকেশ চন্দ্রধর চন্দ্রচূড়ে পূজি
সমাসীন, বসে যথা শ্মশানের তীরে
ভোলানাথ ভস্মকুণ্ড সম্মুখে লইয়া।
জীবন্ত ধৈর্য্যের মূর্ত্তি, প্রশস্ত ললাট,
উন্নত বিশাল দেহ, শুভ্র শ্মশ্রুরাজি
বিলম্বিত বক্ষপরে সিন্ধুবক্ষে যথা
ফেনরাজি, কিম্বা অভ্র মধ্যাহ্ন আকাশে।
নাহি বিষাদের চিহ্ন, গম্ভীর বদনে
ভাসে তেজঃ, জ্বলে জ্যোতিঃ নয়ন যুগলে।
ত্রিবলী অঙ্কিত রেখা শোভিছে কপালে
সুশোভন, শোভে যথা ধূর্জ্জটির ভালে
শিশু সোম; দলমল লম্বিত উরসে
শঙ্খমালা মন্দাকিনী ধারার মতন।
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ আবৃত গৈরিকে,
উত্তুঙ্গ ধবল শৃঙ্গ সূর্য্য করে যথা।
রুদ্রাক্ষ জড়িত করে বিল্বদল ধরি
স্থিরচিত্ত, স্থাণু সম নিষ্কম্প নিশ্চল।
হেনকালে আসি ধীরে সনকা মহিষী

সূচনা

সে মন্দিরে, বন্দি ভূপে দাঁড়াইলা পাশে
ম্লানমুখে,—বারিভরা কাদম্বিনী যথা
পর্ব্বতের কক্ষদেশে—কহিলা কাতরে—
"শুনেছি অমাত্যমুখে চম্পক-ঈশ্বর
লক্ষ্মীর বিবাহ তরে করেছ মনন,
শ্রুতমাত্র তাই দাসী আসিয়াছে আজি
ও চরণে, নিবারিতে বিবাহ এখন।"
গম্ভীরে কহিলা চাঁদ—

"কেন এ নিষেধ

কহ রাণি, কহ শুনি কিসের তরাস!
শিখিয়াছে পুত্র মম ক্ষত্রোচিত যত
অস্ত্র শিক্ষা, পড়িয়াছে শাস্ত্র কুলোচিত
যথাক্রমে, জানি পটু বাণিজ্যে কুমার;
রাজ্যভার অর্পি [illegible]
যোগাশ্রমে—করি [illegible]
তরুণ যৌবন [illegible]
রূপবান্, বীর্য্যবা[illegible]
জানিয়া কুমারে [illegible]
সাধুরাজ চাহে [illegible]
এই কি উচিত [illegible]

গভীর উচ্ছ্বাসে
শিরে করাঘাত করি কহিলা মহিষী—
"এ দাসী পাষাণী নহে, নহে বা রাক্ষসী
অভাগিনী, কহ প্রভু দেখেছ কি কভু
কোন বামা হইয়াছে হেন কার্য্যে বাম ?
বাছা কি তোমার শুধু, কহ নরমণি,
এ পোড়া অঞ্চল নিধি নহে লক্ষ্মী মোর ?
হায়, যে অঙ্কুর প্রভু রোপিয়া যতনে
বাড়াইনু, অবশেষে নাশিতে কি তারে ?
ছিলনা কি পোড়া হৃদে তিলেক বাসনা
বসিতে ছায়ায় তার ? ছিলনা কি আশা
পল্লবে প্রসূনে ফলে পূর্ণ দেখি তারে ?
কি চায় মায়ের প্রাণ বেশী এ জগতে।
উদ্বিগ্ন মায়ের মন বিঘ্ন আশঙ্কায়,
দুঃখিনী জননী তাই আসিয়াছে আজি
রাজপদে, নিবেদিতে বিগত নিশীথে
যে কুস্বপ্ন হেরিয়াছে বিভীষিকাময়।
হেরিলাম নাথ, বসি শিয়রে আমার
কোন দেবী রক্তাম্বরা, ভুবনমোহিনী
অতুলনা, চুম্বিতেছি এ পোড়া কপাল

সূচনা

স্নেহময়ী, শীতলিয়া শিশির যেমতি
পরশে সরস করে ঘুমন্ত কুসুমে।
এক হাতে জয়মাল্য, অন্য হাতে শূল
জ্বালাময়, স্বর্গজ্যোতিঃ জ্বলিছে নয়নে।
কহিল দাসীর কাণে—

"কিসের উৎসব
তব পুরে মা আমার পূজিবে মনসা ?"
—"কেমনে মা পতি বৈরী পূজিবে এ দাসী
কহ মোরে।"

উত্তরিলে করিল গর্জ্জন
"পতি বৈরী! তবে কেন এ আনন্দ আজি!"
সত্রাসে কহিনু ধীরে—

"পুত্রের বিবাহ
করে ইচ্ছা নৃপবর, তাই ইচ্ছাময়ি,
প্রজাবৃন্দ করিতেছে আনন্দ ঘোষণা।"
পুনশ্চ কহিলা দেবী

"জান ইচ্ছাময়ী!
তবে কেন এত তুচ্ছ তব এ পুরীতে ?
যদি চ না কর [illegible] বিবাহের আগে
মনসারে, মনস্বিনি, জানিও নিশ্চয়

বিবাহ বাসরে দংশি কাল ভুজঙ্গিনী
আত্মজে নিভাবে আলো চির অন্ধকারে,
—কর পূজা, ছত্রধর হইবে কুমার।”
বলিতে বলিতে রাণী বসিলা ভূতলে—
শুনি মাত্র চন্দ্রধর উঠিলা দাঁড়ায়ে
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে করি ভর, কহিলা গম্ভীরে
সবিষাদে ক্ষোভে রোষে গভীর ধিক্কারে।
“মনসা, মনসা! কে সে দুষ্টা “মায়াবিনী”
চক্রান্তে পেতেছে ফাঁদ বাঁধিতে তোমারে
অবলা, মায়ার মায়া পার না বুঝিতে।
কাটিতে মায়ার পাশ পূজি দিবানিশি
মহেশ্বরে, কেন বল ছাড়ি সদাশিবে
করিব মায়ার সেবা? সুধার পিপাসী
মুখে দিব হলাহল? হায়রে কপাল—
মায়ার অঞ্চলে ঢাকে জ্ঞানের আকাশ
সুবিশাল! রসাতলে ডুব হে বসুধে।
তুমি হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, জ্ঞানভাণ্ড হর,
এ কি কাণ্ড হেরি প্রভু কহ এ দাসেরে।
বিরূপাক্ষ, চক্ষুহীনা দেখাইবে পথ
অন্ধজনে? চন্দ্রমুখি, চন্দ্রধর তব

সূচনা

"অন্ধারে পূজিবে সাধ ? এ কোন বিধান !
কে সে দেবী ? "কাণী" বলে ঘোষিছে সংসারে
কীর্ত্তি যার, সেই হবে আরাধ্যা চাঁদের !
হা কি লজ্জা স্মরিতেও শিহরে অন্তর।
দেবতা খুজিছে সেবা মানবের কাছে
কোন কথা ? কিবা হেতু এ দুর্গতি দেবে ?
দেবত্ব কি মিলে কভু ভিক্ষা ব্যবসায়ে ?
হা রাণি, খনির হীরা সাগরের মণি
ধরা দিতে দেখেছ কি ? অমন্থনে সুধা ?
মানুষ খুজিছে রত্ন, রত্ন খোজে কারে।
দেবতা কি এত লোভী ? মিলিবে সংগ্রামে
দেবত্ব কি ? কি যন্ত্রণা দেবী কুহকিনী ?
দেখা পেলে প্যাপিনীরে কেমন অমরী
সুধাতেম, হৃত স্বর্গ করিতে উদ্ধার
পেতেছে কি ষড়যন্ত্র মানবীর সাথে ?
হা লজ্জা সহে না প্রাণে এ দুর্নাম ঘোর
দেবতার,—মাগে পূজা মানবীর কাছে
দিতে বর ! হা শঙ্কর, একটী জীবন
তোমার চরণ ধ্যানে বিসর্জন করি
কেন পাইল না দেখা দীন চন্দ্রধর !

"দেবী যদি করে দয়া মানবীরে এত,
মানব পাবে না কেন দেবের আশ্রয় ?
ধনলোভে রাজ্যলোভে পুত্রলোভে কি বা
যে সাধনা, কি সাধনা কিবা মূল্য তার
কহ মুঞ্চে, হায় দ্বন্দ্ব ঘুচিল না মোর।
ধনে ধর্ম্ম উপার্জ্জন শুনিয়াছি সতি,
শুনিনি ত ধর্ম্মে ধন কিনিয়াছে কেহ।
বাঁচিবে মরিবে পুত্র যাবে রাজ্যভার
কিবা দুঃখ ? নিয়তির কে করে খণ্ডন।
থাকে সে ত বিধাতার শুভ আশার্ব্বাদ—
সাধিবে তাহার কাজ, না থাকে যদ্যপি
কিবা ক্ষতি, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের ভার
ন্যস্ত কি করেছে বিধি অধমের হাতে ?
সুখ দুঃখ শুধু ভ্রান্তি মনের কল্পনা
সরলে, অস্তিত্ব তার কি আছে কোথায়।
দেখ সতি হারায়েছি ছয়টী সন্তান,
হয়েছি নির্ধন, বল কিবা বিপর্য্যয়—
যথা তুমি তথা আমি রয়েছি তেমতি।
কাঁদিয়াছি বহুদিন, ভাসিয়াছ সতি
অশ্রুনীরে, সত্য বটে নিভিয়াছে চিতা,

সূচনা

"নিভে নাই আমাদের চিত্তের আগুন।
তথাপি উন্মত্ত আজি পুত্রের বিবাহে
প্রিয়তমে, তুমি স্নেহে এসেছ বারিতে।
নিত্য সুখ ধ্রুব শান্তি থাকিত'রে যদি
হইত রহস্যপূর্ণ হেন অভিনয়?
কি কাজ অনন্ত সিন্ধু মন্থিয়া আমরা
দুর্ব্বল, অনন্ত স্রোতে চল যাই ভাসি
অর্পি বিধাতার পদে সুখ দুঃখ যত,
কি শক্তি রোধিব সতি প্রাক্তনের গতি।"
এত বলি চন্দ্রধর মন্দির ভিতরে,
চন্দ্রধরে একদৃষ্টে রহিলা চাহিয়া।
রবির কিরণপাতে কমল যেমতি
অশ্রুভরা তোলে আঁখি প্রভাত আলোকে,
তেমতি তুলিয়া শির কহিলা সনকা।
"মানি আমি মানবের অদৃষ্ট দুর্ব্বার
সর্ব্বকালে, কিন্তু বল, রক্তমাংসে গড়া
মার বুকে জাগে যবে পুত্রের মরণ
অকালে, যখন নাথ পুত্রবধূগণ
হবিষ্যান্ন নিয়ে আসি বসে অভাগীর
পুরোভাগে, ম্লান মুখে যবে দুঃখিনীরা

"পুত্রের তর্পণ করে পূর্ণ আঁখি নীরে—
দুরন্ত হিমানী দাপে পদ্মিনী যেমতি
সরোবরে, ঘুরে দ্বারে আভরণ-হীনা
ছিন্নমূলা লতা যেন বসন্ত আগমে
শূন্যআশা, নরনাথ আরও কি তখন
অবলা-হৃদয় মানে জ্ঞানের শাসন ?
যে দিন করাল সিন্ধু গ্রাসিল তোমার
পণ্যতরী, সেই দিন হতে পরিম্লান
পুরবাসী আসি এ দাসীরে শোকোচ্ছ্বাসে,
কেহবা পুত্রের কথা কেহবা পতির
ভ্রাতার সংবাদ কেহ তিতি অশ্রুনীরে
সুধায়, বিদরে হিয়া নারি প্রবোধিতে
নারী আমি, ইচ্ছা হয় ছাড়ি রাজ্যসুখ
গহন কান্তারে পশি কাটাই জীবন।
ইতোধিক দুঃখভার পারে না সহিতে
ক্ষীণপ্রাণা, কিসে বল সে কুস্বপ্ন যদি
ভাগ্য-দোষে হয় সত্য বাঁচিবে অভাগী।
স্বেচ্ছায় কে পাতে শির অশনির মুখে
পাতোন্মুখ, কহ নাথ কে চায় স্বেচ্ছায়
ডুবিতে জলধি জলে তরী উপেক্ষিয়া।

সূচনা

"হোক সত্য মানি আমি মায়া সে মনসা
মায়াবিনী, কিন্তু প্রভু কহ এ দাসীরে
কে পারে মায়ার পাশ কাটিতে সংসারে?
এ যে মাতিয়াছ তুমি উৎসবের রোলে
মহামতি, নহে সে কি মায়ার বন্ধন?
তবে কেন এত তুচ্ছ মনসা তোমার।"
ঈষৎ হাসিয়া চাঁদ উত্তরিলা ধীরে—
"অদৃষ্ট দুর্ব্বার যদি বুঝিয়াছ প্রিয়ে
তবে কেন সুখ দুঃখ? তবে কেন বল
অজ্ঞ মোরা দুর্জ্জেয় যা চাহিব জানিতে?
সত্য বটে জীবকুল আবদ্ধ সতত
মর্ত্ত্যভূমে,—কর্ত্তব্যের সূত্রে অবহেলি
কেন বৃথা বদ্ধ হব মায়ার শৃঙ্খলে?
—মায়া সে যে সর্ব্বগ্রাসী, ভরে না উদর
সৌর বিশ্ব ঢাল যদি,—স্বার্থপর সদা;
কর্ত্তব্য সহস্র হাতে বিলাইতে চায়
আপনারে, দীপ যথা রেণু রেণু করি
অন্ধকারে আপনারে দেয় বিলাইয়া।
কর্ত্তব্য বিধির বিধি জীবের আশ্রয়,
কর্ত্তব্য পালন ধর্ম্ম, ইচ্ছা বিধাতার

"ব্যক্ত হয় কর্ম্মরূপে জীবের সহায়ে।
পুত্রের বিবাহ দিব কর্ত্তব্য আমার
করি আমি, শুভাশুভ বিধাতার হাতে ;
কি সাধ্য আমার তাহা ভাঙ্গিব গড়িব ?
আপন পরিধি যত বাড়াইতে চাও
তত দুঃখ, সুখ শুধু আপনা বিস্মৃতি ;
যত বোঝা তত ভার, কি দুঃখ তাহার
মমত্ব কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ যে পারে করিতে ?
সর্ব্বথা অপূজ্যা মায়া অনার্য্যা মনসা,
কর্ত্তব্য আরাধ্য মম পূজ্য বিশ্বেশ্বর।
তবে দৈববাণী যদি শুনিয়াছ কাণে
অমঙ্গল, জীব আমি, বিবেক বিজ্ঞান
তাঁরি দান, তাঁরি কার্য্য যত্নে সমাহিতে
করিব সহস্র যত্ন।   সে কালসাপিনী
নাশিবে লক্ষ্মীর প্রাণ বিবাহ-বাসরে ?
—রচিব অভেদ্য গৃহ, রাখিব ঔষধ
স্তরে স্তরে, স্থলে স্থলে পুষি অহিভুক্‌,
থাকিবারে সাবধানে, এই মাত্র শুধু
হাতে মোর, ততোধিক কি সাধ্য আমার
কহ সাধিব, অতঃপর ইচ্ছা বিধাতার।

সূচনা

"শীঘ্রগতি যাও সতি নমি মহেশ্বরে
স্বমন্দিরে, মন্ত্রিবরে জানাও আদেশ
করিতে বিবাহসজ্জা, রচিতে কৌশলে
অভেদ্য মণ্ডপ রাণি মণ্ডিত অয়সে"।
রাজার বচন শুনি আভাহীন মুখে
ভাতিল বিমল জ্যোতিঃ, বসন্ত-মারুতে
শীতের কুজ্ঝটি যেন সরে গেল দূরে,
ধীরে উত্তরিলা রাণী—
"যে আজ্ঞা তোমার
বিজ্ঞবর, তুমি প্রভু ইচ্ছাময় মোর,
কি আছে দাসীর ভাগ্যে দেখি পরীক্ষিয়া,"
এত বলি চলি গেলা সনকা মহিষী।

দ্বিতীয় সর্গ

মন্ত্রণা

বহিল প্রভাতানিল জাগিল চম্পক
মহোল্লাসে, দ্বিজকুল গাইল প্রভাতী।
ছুটিল আনন্দ-স্রোতঃ নিরানন্দপুরে
নগরের, শোকচিন্তা সরিল অন্তরে
সে উচ্ছ্বাসে, তাপশীর্ণা স্রোতস্বিনী যথা
প্লাবনে ভাসায় দূরে আবর্জ্জনারাশি।
শোভিতেছে দ্বারে দ্বারে সুনম্র কদলী
মাঙ্গলিক, হেমকুম্ভ সুচারু রঞ্জিত
সপল্লব, গৃহচূড়ে উড়িছে কেতন—
উড়ে শুভ্র বদ্ধ পঙ্‌ক্তি বলাকা যেমতি,
তরঙ্গের শত জিহ্বা সিন্ধুমুখে কিবা
মধুর অব্যক্তস্বনে। সাজিছে সৈনিক

সুনিপুণ—অস্ত্রে শস্ত্রে শিরস্ত্রাণ শিরে।
সাজায় মাতঙ্গ অঙ্গ বিবিধ ভূষণে
সুশোভন, তুরঙ্গম সজ্জিত সুবেশে,
বাজিছে মঙ্গল বাদ্য গম্ভীর আরাবে
ঘনরোলে, ততোধিক নরকণ্ঠধ্বনি
উঠিতেছে, মুহুর্মুহুঃ ফাটি নভঃস্থল।
অতিথি ভিখারী দ্বারে কাতারে কাতারে
ফিরিতেছে, ফিরে যথা পূর্ণিমা নিশিতে
উল্লাসে চকোর-বৃন্দ। চন্দ্রাতপতলে
মুক্তহস্তে চন্দ্রধর, বন্দীর সঙ্গীত
উঠিতেছে, জয়ধ্বনি বধিরি শ্রবণ।
ঘুরিছে প্রকৃতিপুঞ্জ, কেহ বা কুঞ্জর
হেরিতেছে, কেহ অশ্ব হেরে মন্দুরায়,
কেহ বা সৈনিকসজ্জা, বরসজ্জা কেহ।
চলিতেছে রাজ্যময় বাণিজ্য কথার,
কল্পনার পণ্যে ভরা চম্পকনগরী।
আনন্দে যুবকবৃন্দ করিছে বাখান
মন্দার কুসুম সম সুন্দরী ললনা
বিপুলার, প্রশংসিছে কেহ ভাগ্যধর
চন্দ্রসুতে, ঈর্ষানলে জ্বলিতেছ কেহ,

দিতেছে ধিক্কার শত অদৃষ্টে আপন।
অতুলা রূপসী বালা বিপুলা ভূতলে
গুণবতী, শুনি কোন গর্ব্বিণী যুবতী
দর্পণে হেরিছে নিজ অঙ্গের ভঙ্গিমা
ঘন ঘন, মনে মনে জিনিছে সংগ্রামে।
পুত্রহারা জননীর হেরিয়া লক্ষ্মীর
বরবেশ, লুপ্তস্মৃতি উঠিছে জাগিয়া
মর্ম্মতলে, ধরাবক্ষে সলিল যেমতি
প্রবেশি ঘটায় তীব্র ভীম ভূকম্পন।
দিতেছে মঙ্গল সজ্জা অসহ্য বেদনা
বাল-বিধবার বুকে, পূর্ব্ব কথা স্মরি
অতর্কিতে চক্ষুভরি আসে অশ্রুজল
অভাগীর; বর্ষীয়সী কেহবা বিষাদে
কহে অন্যে—
সে কুস্বপ্ন ফলে যদি হায়
কেমনে ধরিবে প্রাণ সনকা জননী।"
ঘন জনতার মাঝে কি ঐ শোভিছে
কমনে, সমুদ্রগর্ভে মৈনাক যেমতি
শক্তিধর কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি ধরাতলে।
আবিষ্ট দর্শকবৃন্দ হেরিছে বিস্ময়ে।

মন্ত্রণা

বাসর মন্দির ওকি ! মনসার ক্রোধ
বিমুখিতে চন্দ্রধর করেছে নির্ম্মাণ
সুনিপুণ, বিশ্বকর্ম্মা অশনি যেমতি
ভীষণ অসুরত্রাস, দেবাসুর-রণে
গড়েছিল মহাশক্তি দৈত্যপরাভবে।
একটী কপাট শুধু অদ্ভুতদর্শন
লৌহময়, নাহি সাধ্য করে ভেদ বজ্রে
বজ্রধর, নাহি পথ কেশ পরিসর
পশিতে কিরণ-রেখা মঞ্জুষা ভিতরে,—
উজ্জ্বলিত রত্নালোকে নিন্দি দীপাবলী !
ভক্তিভরে চন্দ্রধর স্থাপিছে চৌদিকে
মহাশূল, শূলপাণি পূজিয়া হরষে।
সুরক্ষিত অস্ত্রিদলে যমদূত সম
চতুর্দ্দিকে, কাঁপে প্রাণ অস্ত্রের ঝননে ;
জয় শম্ভু নাদ মুখে ঘুরিছে প্রহরী।
আশীবিষ বিষনাশী ওষধি বিস্তর,
অহিভুক্—শিখিকুল নকুল প্রভৃতি,
গারুড় ভিষকবৃন্দ রাখিয়াছে চাঁদ।
নন্দনকানন সম বাসর মন্দির
শোভিছে কণ্টকাবৃত কমল যেমতি।

সুদূরে সুমেরু শিরে রম্য মায়াপুরী
রঞ্জিত বিবিধ রঙ্গে, বিচিত্র ভবন
চারুশোভা, কারুকার্য্য বিবিধ বরণ,
অনুদিন মণিদীপে প্রদীপ্ত উজ্জ্বল।
ফুটেছে কুসুমরাজি অযুত বরণে
মনোহর, গুঞ্জে অলি নিকুঞ্জ নিথরে
নিরন্তর, বহে গন্ধ সুমন্দ মারুতে
শীতলিয়া মায়াপুরী মধুর সুবাসে।
শ্যামল পল্লবাধার ঘন তরুরাজি
বিরাজিত, নতশির স্বাদু ফলভরে
সুধাময় পুষ্পবতী লতিকাবেষ্টিত।
কোথায় নাচিছে শিখী, কোথা সারিকার
সুমধুর কণ্ঠস্বর, কোকিল-কূজন।
অনন্তযৌবন রাজা বসন্ত যেমতি
সুচির প্রহরিরূপে সদা জাগরিত।
স্ফটিকে গঠিত দ্বার, দ্বারপালগণ
দিব্যকান্তি, অতিশান্ত নিরীহ সুজন।
তোষিছে দর্শকদলে অমিয়বচনে
সুকোমল, স্নেহভরে সমাদরে সবে
সম্ভাষি দেখায় নিত্য যেন আত্মজন।

মন্ত্রণা।

প্রহরী প্রথম দ্বারে পরমা সুন্দরী
কামিনী, কাহারে বক্ষে কাহারে বা ক্রোড়ে
আদরে লইছে টানি মধুর চুম্বনে,
জ্যোতির্ম্ময়ী ঊষা যথা পূর্ব্বাশার দ্বারে।
দ্বিতীয়ে সুধাংশুনিভ সহাস্যবদন
শিশু এক, মধুমাখা অস্ফুট বচনে
তোষিছে পরম যত্নে প্রসারিয়া বাহু।
বিরাজে তৃতীয় দ্বারে ধনদ আপনি
কুবের,—বিবেকশূন্য হিতাহিত জ্ঞান
নাহি তার, সাধু জ্ঞানী তস্কর সমান।
নিরস্ত্র সকলি, তবু কি শক্তি কাহার
পরশে একটী তৃণ, সর্ব্বস্ব অর্পণে
অম্লান বদনে ফিরে দর্শকসংহতি।
অধীশ্বরী মায়াদেবী নয়নরঞ্জিনী
ভুবনমোহিনী মুর্ত্তি, অমর অপ্সর
কি শক্তি ফিরায় আঁখি হেরি ও মাধুরী
মধুমতী, নিরুপমা এ মরজগতে।
কটাক্ষে অমরজয়ী, বদনমণ্ডলে
সপ্ত সমুদ্রের সুধা মন্থনবিবাদে
থুয়েছে গোপনে যেন অমরমণ্ডলী।

বচনে ঝরিছে স্নেহ, ঝরে স্নেহরাশি
আঁখিপাতে, ঝরে স্নেহ অঙ্গ সঞ্চালনে,
স্নেহের নির্ঝর যেন এ সৌর জগতে।
অধরে ঝলসে হাসি অমিয় জড়িত
সুখময়, ও সুতনু বরণ বিভায়
হীন আভা হেমকান্তি। লাবণ্য পূরিত
সেই হাসি সেই মুখ সে শুভ দর্শন
করিতেছে আকর্ষণ সমগ্র জগত,
সহস্রকিরণ যথা অভেদ বিচারে।
শোভিতেছে চারিপাশে শত সিংহাসন
স্থানে স্থানে, কোথাও বা বিচিত্র নির্ম্মাণ,
কোথা জীর্ণ কোথা শীর্ণ, কোথা মণিময়
বসিতেছে বিলাসিনী প্রত্যেক আসনে
সুপর্য্যায়ে, প্রতিষ্ঠিতা যাহাতে যখন
তাহা যেন একমাত্র সৌন্দর্য্য আধার।
নাহি তুচ্ছ অহঙ্কার ও বর অন্তরে
কারো প্রতি, কি ভূপতি কিবা দীনহীন
সুরূপ কুরূপ কিবা, সমভাবে সবে
তোষিছে খুঁজিয়া নিত্য পরম আদরে
দয়াবতী, মমতার চারুমূর্ত্তি যেন,

মন্ত্রণা

অনন্ত গৃহিণী রূপে বিশ্ব পরিবারে।
সুন্দর উদ্যান মাঝে সুরম্য মন্দিরে
আসীন মনসা দেবী রত্ন-সিংহাসনে,
উজ্জ্বল অনন্ত শীর্ষে নীলকান্তোপরে
শ্যামকান্তি বসুন্ধরা বিরাজে যেমতি।
হেন কালে আসি নেতা ধীরে নতশিরে
দাঁড়াইয়া, ম্লানমুখী কুমুদী যেমন
পদ্মিনীর পুরোভাগে প্রাতঃ সরোবরে।
তরাসে চমকি মায়া ত্যজিয়া আসন
সবিস্ময়ে, সুধাইলা ব্যস্ত কণ্ঠস্বরে—
"কহ হে ভগিনি কেন মলিন বদন,
আজন্ম দেখিনি যাহা, কহ ত্বরা করি
কি দুঃখে আগত হেথা তুমি আশারাণি
হতাশ্বাসে, কি সে দুঃখ? কিসের বারতা
আসিয়াছ ধরা কিংবা স্বরগ হইতে
সুলোচনে, বল শীঘ্র চঞ্চল পরাণ।
আনন্দদায়িনী তুমি ত্রিদিবে জগতে
হে সুনন্দা, নিরানন্দ তুমি যদি সত্তি
কেমনে বাঁচিবে বল এ বিশ্ব ভুবন
ভবেশের, কহ রাণি, কহ আশা মোরে,

কেমনে ধরিবে প্রাণ দুঃখিনী ভগিনী।
কোথা পাবে স্রোতস্বিনী সলিল প্রবাহ,
পল্লবের শোভা কিবা ফুলের সুবাস
রহিবে কেমনে হায়, যদি অকস্মাৎ
শুখায় নির্ঝর আর শুষ্কমূল লতা"।
নিদাঘের তপ্তশ্বাস বহয়ে যেমতি
মধু শেষে, ধীরে নেতা করিলা উত্তর—
"অভাগিনী তব দুঃখে দুঃখিনী সতত
প্রাণাধিকে, কিবা সুখ কিবা দুঃখ তার,
কি ছার জগতে আমি তোমার বিহনে।
রক্ষিতে এ বিশ্বরাজ্য সৃজন তোমার
তেজস্বিনি, ছায়া মাত্র আজি তব আমি।
প্রচারিতে পূজা তব এ ভবমণ্ডলে
মহীয়সী, দিবানিশি করিনু যতন
প্রাণপণে, কিন্তু হায় সকলি নিষ্ফল
করিতে উদ্যত আজি রাজা চন্দ্রধর
চন্দ্রচূড় উপাসক চম্পকনগরে।—
করেছে ঘোষণা দুষ্ট প্রতি জনপদে
নিবারিতে পূজা তব, কহ তবে কিসে
থাকিবে এ বিশ্বসৃষ্টি, তাই হে ভগিনি

আসিয়াছি বিষাদিতা তোমার সদনে।”
সক্রোধে মনসা কহে আরক্তনয়না—
“অরণ্য বাণিজ্য তরী ডুবানু সাগরে
মহাঝড়ে, রাখিলাম বাকী মাত্র প্রাণ,
পথের ভিখারী করি ছাড়িলাম চাঁদে।
একে একে ছয় পুত্র করিনু নিধন
দিতে শিক্ষা, গত রাত্রে বলেছি স্বপন
সনকারে—
‘শেষ পুত্র বিবাহ-বাসরে
দংশিবে কালীয় নাগ চরমভরসা,
যদি নাহি পূজে দেবী মনসারে।’
তবু কি এখনও পাপী এত গর্ব্ব করে
নিবারিতে পূজা মোর? হেন দুষ্টমতি?
হা কি লজ্জা।”—
বলি সতী লাগিলা কাঁপিতে।
সম্ভাষি কহিলা নেতা অমৃতভাষিণী
মনসারে—
“কহ ভগ্নি কি সাধ্য চাঁদের
করে তব অপমান, পূজিয়া শঙ্করে
লভিয়াছে জ্ঞানবর পরম প্রতাপী।

তুষ্ট তারে আশুতোষ কি করিবে তুমি ?
অদ্ভুত বাসর-গৃহ রচিয়াছে চাঁদ
নিষ্ফল করিতে তব স্বপ্ন সুভীষণ,
পালিবে না তব আজ্ঞা প্রতিজ্ঞা তাহার
বাঁচে বা মরুক পুত্র।"

'বিস্তারি বিশেষ

চাঁদের কৌশলক্রমে কহিলে আমূল
মনসারে, ক্ষোভে রোষে কাঁপিয়া গর্জ্জিয়া
উত্তরে মনসা গর্ব্বে—

"কি শক্তি আমার

দেখাইব তবে ভগ্নি, দেখিবে সহসা
কি চক্রে বিক্রমী চাঁদ বাঁচায় সন্তান।
নিষ্ফলিবে স্বপ্ন মোর এত পরাক্রম !
অগতির গতি আমি মোর গতি রোধে
সে দুর্ম্মতি ! ব্যর্থ হবে মায়ার আদেশ !
উড়াইব যত চক্র অব্যর্থ সন্ধানে
দেখিবে দেখিবে আশা, উড়ায় যেমন
খর স্পর্শ ধূলীরাশি অদৃশ্য পবনে।
সাধিলাম পাপিষ্ঠের অভীষ্ট তাহার
করি পূর্ণ, যথা ইচ্ছা করুক অর্চ্চনা,

তাহাও অসহ্য তার, হায় লজ্জা মরি,
এত জ্ঞানী চন্দ্রধর নশ্বর মানব !
দেখিব জ্ঞানের বর্ম্ম অভেদ্য কেমন
মনসার বিষদন্তে, কৃতান্ত স্বরূপে
করিব কপর্দ্দিভক্তে শূন্য-কপর্দ্দক,
দেখাইব শক্তি প্রভা অপূজ্যা দেবীর,
কি চিন্তা আমার যদি সুসহায় তুমি
আশারাণি।" শুনি নেতা মায়ার উত্তর
প্রস্থান করিলা সতী স্বর্ণরথে চড়ি
শূন্যপথে, কাদম্বিনী শরতে যেমতি
রঞ্জিয়া বিচিত্র রঙ্গে নীল নভঃস্থল।

তৃতীয় সর্গ

দংশন

হিরণ্ময় রথ সহ সহস্র কিরণ
পশ্চিম সাগর জলে পড়ে অতর্কিতে
ধীরে ধীরে, গুরু দেহ ডুবিল অতলে !
ভাসিছে গৈরিক রাগ নীলাম্বু উপরে
রাশি রাশি আচ্ছাদিয়া ঘন ঊর্ম্মিজালে ।
খুজিছে সহস্র কর বিস্তারি চৌদিকে
রক্ষাহেতু, কভু ধরে তটের চরণে,
পর্ব্বত-শিখরে কভু বালি তৃণ দলে,
কভু পদ্মিনীর করে ডুবিয়া ভাসিয়া
ক্ষণে ক্ষণে, কিন্তু বল দুর্গত ভাস্করে
ডুবিতে যে চলিয়াছে কে তুলিবে তারে !

দংশন

বিষাদে মলিন মুখ ধরিল ধরণী
কিছুক্ষণ, কিছুক্ষণ বিবশা গোধূলি
নীরবে রহিল বসি সাগরের কূলে !
দু'পলের নীরবতা দু'পলের খেদ !
কতক্ষণ থাকে মনে পরের বেদন।
অর্পি বিষাদের ছায়া সমগ্র ধরার
পদ্মিনীরে, দিব্য শান্তি দেখা দিল পুনঃ,—
উদ্যানে হাসিল ফুল, তারকা আকাশে,
কুমুদ সরসীনীরে, নিশিকণ্ঠে শশী।
সবিতার চিতাভস্ম আবৃত করিয়া,
নির্ম্মিত ধবলোপলে বিচিত্র মন্দির
স্থাপিত করিলা যেন কৌশলে বিধাতা।
বহিল সুমন্দ বায়ু মঞ্জু কুঞ্জ বনে
চুম্বিয়া কুসুমকলি শীতল পরশে
সর সর, ঝর ঝর ঝরিল শিশির
ফুলদলে, ঝরে যথা বিরহের শেষে
প্রেমিকার সুখ অশ্রু দয়িত মিলনে।
চল লো কল্পনে আজি চম্পক নগরে
এ নিশিতে, দেখি সতি মনসার খেলা—
কেমনে হরিবে ছলে লক্ষ্মীর পরাণ

ভাসাইবে বিপুলারে অকূল সাগরে
কুহকী, এ সুখ নিশি কি বিষাদ ভরে
জাগিবে প্রভাতে বুকে ভরি হাহাকার।
কিবা দেবী কি মানবী কি দৈত্য অমর,
হে স্বার্থ, তোমার সেবা করিতে সতত
নিতেছে আশ্রয় কত কুহক ছায়ায়।
হে মায়া, কেমনে বল ননীর পুতুলে
হানিবে এ মহাশূল, কেমন পরাণে
জ্বালিবে অস্ফুট কলি ভীম দাবানলে।
নীরব বিবাহ-বাদ্য, বাসর মন্দিরে
পড়িল অর্গল দৃঢ়, ঘুরিছে বাহিরে
প্রহরী, ঘুরিছে মুক্ত নকুল ময়ূর
শত শত,—অগণিত ভিষক্ ঔষধি।
খেদায়ে সপত্নী ক্রোধে সুপ্তি মোহিনীরে
পশিয়াছে মদগর্ব্বে চম্পক নগরে
চিন্তারাণী, বাড়িতেছে রজনীর সাথে
উদ্বেগ আশঙ্কা ভীতি, পুরবাসিগণ
ত্যজিয়া শয়ন ছুটে মঞ্জুষ সকাশে ;
বিরাজে বাসর গৃহ তারি মধ্যভাগে
দ্বীপ যথা ঊর্ম্মিময় অকূল পাথারে।

দীপিছে মন্দির মাঝে কত রত্নরাজি
ঝলঝলে, ঝল ঝলি জ্যোতির ছটায়
শোভিছে বিপুলা বালা অতুলা রূপসী,
শশী যথা তারা দলে সুনীল আকাশে।
সে আলোকে সূচীভেদ্য অন্ধকাররাশি,
ছাড়ি হর্ম্ম্যতল ভয়ে নিয়েছে শরণ
রক্ষা হেতু প্রবেশিয়া দম্পতীর বুকে।
শায়িত পর্য্যঙ্কে লক্ষ্মী স্থির অচঞ্চল
রত্নবেশে, হরি যথা ক্ষীরোদ শয়নে,
বিপুলা শোভিছে পার্শ্বে ইন্দিরা যেমতি।
সসঙ্কোচে আছে বসি বিপুলা সুন্দরী,
হাসি সুধাইলা লক্ষ্মী—
"কহ লজ্জাবতি,
আছি বদ্ধ কারাগারে ঘুরিছে বাহিরে
সৈনিক শমন ত্রাস, কি দোষে আবার
প্রহরী শয়নাগারে কহ বিধুমুখি!
আমার রক্ষার হেতু নিযুক্ত বাহিরে
রক্ষিদল, কিন্তু হেথা আছি যার কাছে
কটাক্ষে হরিতে পারে রক্ষিকের প্রাণ।
যে বিধি সৃজিলা বিষ, সৃজিলা সে সুধা—

সুধা নিয়ে তুমি সতি আসিয়াছ আজি
এ বাসরে! দাও তবে দাও হে ঢালিয়া
আকণ্ঠ পূরিয়া তাহা করি আগে পান ;
কি করিবে আশীবিষে বিষম সুধার
সাগর মাঝারে যদি পারিগো ডুবিতে।"
—"হেন সুধা থাকে যদি এ দাসীর কাছে
প্রাণেশ্বর, তবে আর এ শুভ নিশিতে
থাকিতে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের মত ?
ঢাকিত কি ঘন জালে হৃদয়-গগন ?
অভাগী অমৃত নহে, হে নাথ বিষম
কালকূট, কাল ফণিবর কণ্ঠে তব
কুসুমের মালা ব'লে পরেছ আদরে,—
কত না দুর্ভোগ ভোগ দাসীর কারণে"।
এতেক কহিয়া বালা মুছিলা নয়ন
গোপনে, বিস্ময়ে লক্ষী কহিলা আবার—
"এই কি উচিত তব কহ গুণবতি
প্রাণেশ্বরি, এ বিকার এ শুভ নিশিতে ?
মরণ বিবাহ-রাত্রে নিয়তি আমার
থাকে যদি সুলক্ষণে কে রোধিবে তারে ?
সেই নিয়তির লেখা সজনীর তীরে

সহচরী সনে যবে ছিলে উদাসিনী
প্রেয়সিরে, কে জানিত শিখাবে তোমায়
অবিনাশী প্রেম নিত্য এ মর জগতে
মিলনে শতেক বাধা বিপত্তি শতেক
আছে সতি, কিন্তু বল দেখেছ জনমে
সরিৎ সিন্ধুর কোথা ছিঁড়েছে বন্ধন
একবার মিলে যদি পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া ?
বিধির এ প্রেমরাজ্যে প্রেমের অঙ্কুর
হয় ক্ষণে, পূর্ণ হয় মুহূর্ত্তে—নিমেষে,
যুগ যুগান্তর চায় দুরন্ত পিপাসা।
ডরে না কখনো প্রেম মরণের ত্রাসে
প্রেমময়ি, মৃত্যুমুখে চিরজয়ী প্রেম,
মরণে দেহের ধ্বংস নহে সে প্রেমের।”
ধীরে উত্তরিলা বালা সন্তপ্ত হৃদয়ে
লক্ষ্মীরে—
“হে নাথ আমি সামান্যা অবলা,
যাঁরে অর্পিয়াছি মন প্রথম দর্শনে
সেই স্বামী, এ বিশ্বাসে বাঁধিয়াছি বুক।
তুমিই আমার নাথ অমর বিভূতি
পুণ্যময়, হেরি শূন্য তোমার বিহনে

ধরাধাম, হায় বিধি এ হেন নিঠুর
সাজাইবে অভাগারে পথের ভিখারী ?
নহে মনে, তবু কেন পরাণ আকুল,
কাঁপে চিত্ত কাঁপে আঁখি পারি না বুঝিতে।”
—“ত্যজ শঙ্কা প্রিয়তমে, তোমার উদয়ে
হাসিছে হৃদয়াকাশ হে শশাঙ্কমুখি !
কি ফল কুচিন্তা করি, জাগিও না আর
হবে ক্লান্ত কোমলাঙ্গ, এস প্রাণেশ্বরি,
কি সাধ্য হরিবে কাল এ বন্ধন হতে
প্রিয়ে তব, সুধাহ্রদে কি করিবে বিষে।”
শুনিয়া লক্ষ্মীর বাণী কহিলা বিপুলা—
“প্রাণেশ্বর, কত নিশি গিয়েছে চলিয়া
পূজিতে পদারবিন্দ হৃদয় মন্দিরে
ঢালি অশ্রু, বিনে শান্তি ক্লান্ত অনুভব
করি নাই মুহূর্ত্তেক, হায় আজি দাসী
(সার্থক জীবন যার লভি ও চরণ)
সেবিতে পাইবে দুঃখ ভাবিতেছ মনে ?
ক্ষম অপরাধ নাথ, ক্ষম এ দাসীরে,
ঘুমাও আরামে তুমি, রহিব জাগিয়া
নিশি অবসান প্রায়।”

এতেক কহিয়া,
নির্ব্বন্ধে পড়িয়া সতী পতির আদেশে
শুইলা তাহার পাশে উদ্বিগ্ন মানসে।
অলক্ষিতে নিদ্রাদেবী পাতিলা আসন
লক্ষ্মীর নয়ন তলে, হেরিয়া বিপুলা
আবার উঠিলা বসি, দেখিলা চৌদিকে
অবহিতে, অকস্মাৎ হেরি কেশ ছায়া
কালফণী ভ্রমে বালা চমকিলা ত্রাসে,
পত্র সঞ্চালনে যথা চঞ্চলা হরিণী
কাঁপে বনে নিষাদের পদধ্বনি ভ্রমে।
বুঝি ভ্রম মুছি আঁখি কহিলা রূপসী—
"হোক স্বপ্ন দয়াময় ভ্রমে পরিণত।"
জাগিছে বিপুলা বালা হেরি ও বদন
অনিমিষে, সুপ্ত সরে কুমুদী যেমতি
নীরবে চাহিয়ে থাকে সুধাকর পানে।
সুযোগ খুজিয়া মায়া ফিরিছে বাহিরে
বাসরের, কি সাহসে পশিবে ভিতরে,—
সতীর নয়ন-জ্যোতিঃ কে না ডরে ভবে?
প্রমাদ গণিয়া মায়া সুপ্তির সদনে
কহিলা—

জাগিছে সতী বাসর ভিতরে,
সাধিতে দেবের কাজ সদা রত তুমি
সুচরিতে, যাও ত্বরা ভগিনী মায়ার
রাখ মান, হর জ্ঞান বিপুলা সতীর,—
কে আছে না ভুলে তব ও সুধা পরশে।”
মায়ার কথায় সুপ্তি অলক্ষে সবার
পশিলা বাসর-গৃহে, আনায়ে বাঁধিলা
বিপুলারে, সুকেশিনী পড়িলা ঢলিয়া,
পড়ে ঢলি মুক্তবেণী লক্ষীর উরসে।
সময় বুঝিয়া মায়া প্রবেশি মন্দিরে,
লক্ষীর শিয়রে বসি বুলাইলা হাত
শিরে তার, ঘুমঘোরে অঙ্গ-সঞ্চালনে
বক্ষেতে ঠেকিল বেণী ভুজঙ্গ যেমতি।
নাগপাশে বদ্ধ ভাবি আতঙ্কে শিহরি
রুদ্ধ কণ্ঠে
“দংশিল রে উঠ প্রাণেশ্বরি”
ক্ষীণ স্বরে ডাকি লক্ষী, ধরিতে সতীরে
বাড়াইলা কর যবে আবার জড়িত
কেশপাশে, দ্বিগুণিত ভীতির সঞ্চারে
হৃতজ্ঞান, বুঝি মায়া হরিল চেতনা।

হেরিলা স্বপনে বালা, অতুলা রমণী
জ্যোতির্ম্ময়ী স্বর্গপথে লইয়া লক্ষ্মীরে
স্বর্ণরথে চড়ি দ্রুত করিলা প্রস্থান।
আবার দেখিলা সতী উত্তাল সাগরে
ভাসিতেছে নিরাশ্রয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সঙ্গে পতি-মৃত-দেহ একান্ত সম্বল।
চকিতে সরিলা সুপ্তি ত্যজি বিপুলারে
অকূলে, দামিনী যথা অশনি প্রহারে
হরি প্রাণ অন্ধকারে যায় পলাইয়া।
ত্যজি শয্যা এলোকেশী উঠিলা চমকি,
ধীরে বুলাইলা হাত চরণ উপরে
প্রাণেশের, জাগিল না পুনঃ ধীরে ধীরে
সুধায় শ্রবণ পাশে, তবু নিরুত্তর।
মুহূর্ত্তেকে নিজ ভাগ্য বুঝিয়া সকলি
মূর্চ্ছিতা পড়িলা বালা কাঁদিয়া আকুলে,
সংজ্ঞা প্রাপ্তে উন্মাদিনী কহিলা উচ্ছ্বাসে—
“হায় নিদ্রা কুহকিনী কি কুক্ষণে আজি
পাতিলি আসন আসি আমার নয়নে
পাষাণি রে, শান্তিরূপা বলে তোরে সতি,
অশান্তি-সাগরে কেন ডুবালি আমারে।

ত্যজিয়া দাসীরে কিহে নাথের নয়নে
বসিয়াছ, উঠ তবে উঠ দয়াবতি,
ঐ দেখ প্রভাতের বাজিছে আরতি,
ছুটুক ভানুর জ্যোতিঃ ঊষার পরাণে।
সকলের হারাধন ফিরে দিলে তুমি
দয়াময়ি, কোন্ দোষে বঞ্চিত এ দাসী।
এ লাঞ্ছনা কেন বল কর অবলারে
ললনে, তোমার কি এ নিঠুরতা সাজে?
ডাকেনি কি প্রাণেশ্বর অন্তিম নিমেষে
বিপুলারে, হা নিঠুরা তোর ছলে ভুলি
শুনেনি আসন্ন-বাক্য অভাগিনী তার।
সুধাভাণ্ড বলি যারে সুধাইতে তুমি
সুধাকর, আজি তারে লুণ্ঠিত ধূলায়
হেরিয়া কাঁদেনা প্রাণ হে কান্ত তোমার?
হে নাথ মমতাশূন্য কে করিল তোমা
কহ আজি, কহ প্রভু সুধার সাগরে
অতি লোভে মন্থিতে কি উঠিল গরল?
বিবাহের কথা যবে কহিত সখীরা,
গঞ্জিয়া সঙ্গিনীগণে পলাতেম আমি
প্রাণেশ্বর, শুনে তাহা চলিলে বিরাগে

অনুরাগহীনা ভাবি ত্যজিয়া দাসীরে।
যদি না মিলিতে দিবে হৃদয়ে তোমার,
অনন্ত আশার সিন্ধু, তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে
ভেঙ্গেছিলে সুপ্তি কেন সুপ্ত নিঝরের ?
কোথা যাবে ফিরে বল মুগ্ধা অভাগিনী।
প্রহর অতীত নয় বুঝাইলে নাথ—
মরণ-রহিত প্রেম, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়,
এমনি পলকে তুমি মুদিলে নয়ন !
ডুবে রবি ডুবে শশী উঠে পুনর্ব্বার,
হাসে পদ্ম ভাসে পুনঃ কুমুদী সুন্দরী,
আমার জীবন-রবি উদিবে না আর
হে বিধাতঃ ! ফুল সাজে ফুলশয্যামাঝে
এসেছিনু বাসরের, হায় অভাগিনী
রচিল অন্তিম শয্যা তাতে কি নাথের !"
মৃতপতি লয়ে কোলে সাবিত্রী যেমতি
কেঁদেছিল, তথা বালা কাঁদিতে কাঁদিতে
সংজ্ঞাহীনা মুদে আঁখি, কুমুদী যেমতি
হেরি অস্তাচলগামী প্রিয় সুধাকরে।

চতুর্থ সর্গ

অনুমতি

নিয়তি হইল পূর্ণ, নিশি-কান্ত শশী
ডুবিল নিশান্তে ধীরে নীল সিন্ধুজলে
সবিষাদে, গন্ধবহ বহিলে সংবাদ
কুমুদী মুদিল আঁখি সরসীর নীরে।
ঘুরিছে প্রহরি-বৃন্দ বেড়িয়া মন্দিরে
ধীরে ধীরে, ক্লান্তপদ রাত্রি জাগরণে।
পাখীর কূজন শুনি মুক্ত সমীরণে
পুচ্ছ তুলি শিখিকুল আলাপিল।
ক্ষীণজ্যোতিঃ তারারাজি সরিল পশ্চাতে
একে একে, কলস্বরে আসি ঊষারাণী
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে করিলা আঘাত।
ছুটিল বাসর পানে ঝটিকার গতি

অনুমতি

নরনারী,—বালবৃদ্ধ যুবক যুবতী ;
কেহবা প্রহরিগণে খুজিছে ঘুরিয়া
চারিদিকে, কেহ পুছে আকুল পরাণে
বিগত নিশির কথা শুভাশুভ কিবা,—
বঞ্চিত ঘুরিছে সব প্রকৃত উত্তরে।
কত শঙ্কা কত ভয় প্রহরীর মনে,
ততোধিক পুরবাসী শঙ্কিত চকিত,
কেহ বলে খোল দ্বার, কেহবা লজ্জায়
আসে ফিরে, কেহ করে কপাটে আঘাত
উদিল তপন ক্রমে, ক্রমে কোলাহল
বাড়িতেছে, হেরি শান্ত বৃদ্ধ প্রতিহারী
সাহসে বাঁধিয়া বুক মঞ্জুষের দ্বারে
গেলা দ্রুত, বারদ্বয় আঘাতি কপাটে
ব্যস্ত হয়ে ধীরে বৃদ্ধ দেখিলা খুলিয়া—
গতপ্রাণ চন্দ্রসুত, লুণ্ঠিতা উরসে
মূর্চ্ছিতা বিপুলাসতী,—বিরাজে যেমতি
উৎপাটিত প্রভঞ্জনে বেষ্টিত-লতিকা
শালপ্রাংশু মহীরুহ পড়ি মহীতলে।
বসিলেন ধীরে বৃদ্ধ শিরে দিয়া কর
অধোমুখে, মুখে নাহি সরিল বচন,

আসিলনা চোখে জল বিষাদে বিস্ময়ে।
ছুটিল জনতা-স্রোত মন্দির ভিতরে
ঊর্দ্ধশ্বাসে, ক্রন্দনের তীক্ষ্ণ ঘনরোল
উঠিল অম্বরপথে স্তম্ভিয়া চম্পক।
কেহবা ভিষক্ ডাকে, কেহবা ঔষধ
আনিতেছে, কেহ জল ঢালিছে মাথায়
মৃতের, ভৈষজ্যতন্ত্র আনি শত শত
খুজিছে ভিষকবৃন্দ ব্যবস্থা বিধান ;
কেহ খোজে ক্ষতস্থল অক্ষত শরীরে
সবিস্ময়ে, যত যত্ন সকলি নিষ্ফল।
অকস্মাৎ উল্কা সম অভাগী সনকা
তীরবেগে ছুটে আসি পড়ে সংজ্ঞাহীনা,
বিহঙ্গিনী ঢাকি বক্ষে শাবক যেমতি
মৃত নিষাদের শরে গহন কাননে !
অজস্র ঝরিল আঁখি, শিরে করাঘাত
হানিয়া কহিল শেষে গভীর উচ্ছ্বাসে,—
"হায় বিধি দস্যু যথা প্রবেশি মন্দিরে,
একে একে রত্নরাজি অন্বেষিয়া করে
শূন্যঘর, হেরি সপ্ত রতন আমার
তেমতি হে শূন্যকোল করিলে দাসীরে।

অনুমতি

কত আশা এ প্রভাতে উদিবে অরুণ
ঊষাসহ, ভগ্নপুরী হাসিবে আবার,
ভাসিবে কিরণস্রোতে নব জ্যোতিঃভরা ;—
নিষ্ফল করিলে সব হায়রে বিধাতঃ,
অন্ধতম অন্ধকারে ডুবাইয়া পুরী।
কত আশা পুষিয়াছি বাছারে আমার—
অধীশ্বর করি তোরে এ চম্পকপুরে
পাসরিব পূর্ব্বজ্বালা, হায়রে কপাল
হাহাকারে অধিকার কৈল সিংহাসন।
অঞ্চল ছাড়িয়া মার হে অঞ্চল মণি,
পলক চলনি কোথা, আজি কোন দুঃখে
কোন মাতৃ-স্নেহ-হীন দেশে আছ ভুলে।
ম্লানমুখী দেখি যারে মরমের কথা
সুধাইতে বাছা মোর, আজি হাহাধ্বনি
পশে না কি পাষাণীর তোমার শ্রবণে ?
হা পুত্র বিবাহ দিনে লৌহ-কারাগারে
বন্ধ ক'রে রেখেছিনু, ক্রুদ্ধ হয়ে তাই
কহিছ না কথা কি এ অভাগীর সনে।
দেখ বাছা মেল আঁখি খুলেছে কপাট,
আসিয়াছে পুরবাসী দেখিতে তোমার

দলে দলে, যায় চলে ভগ্ন-হৃদে সব।
হা লক্ষ্মী তোমার তরে লক্ষ্মীর প্রতিমা
সুবধূ বিপুলা মোর ধূলে ধূসরিতা
অচেতন, কারে ধরি বাঁচিবে সরলা,
পাষাণে যে সহে শর কুসুমে কি সহে,
কেমনে মমতা শূন্য হয়ে গেলি আজি।”
কাঁদিতে কাঁদিতে বামা হইলা নীরব
রুদ্ধকণ্ঠ বদ্ধশ্বাস, উদ্গারি যেমতি
ভূকম্পনে অগ্নিরাশি আগ্নেয় ভূধর।
হায়রে বিধির খেলা কে বুঝে এ ভবে,—
কালি যে পূরিত ছিল চম্পক নগরী
আনন্দ দুন্দুভি নাদে উৎসবে উল্লাসে,
জ্বলিল দাবাগ্নি সেই নন্দন-কাননে!
তাই বুঝি চন্দ্রধর বৃদ্ধ নরপতি,
এ দুর্গতিপূর্ণ ভব অনিত্য খেলায়
চায়না ঢালিতে প্রাণ কহ হে বিধাতঃ।
নীরবে বসেছে চাঁদ, বসেন যেমতি
সদাশিব শবদেহ সম্মুখে লইয়া
শ্মশানেতে, একদৃষ্টে রয়েছে চাহিয়া
মৃতপুত্র মৃতপ্রায় বধূ সনকায়,

অনুমতি

নিঃশ্বাস ছাড়িয়া শেষে কহিলা রাজন্—
"ত্যজ শোক, মেল আঁখি, জ্ঞানবতী তুমি,
সাজে কি তোমারে কহ হেন অধীরতা ?
আজন্ম করিনু সেবা ভিখারী মহেশে
হে মহিষি, রাজসুখে কিবা অধিকার
আছে বল আমাদের—চির ভিখারীর।
সুখ যদি নাহি লিখে ভাগ্যে বিধাতায়
কে বল তা দিবে সতি, কি ফল বিলাপে।
এ শোক নূতন নহে, এ বিলাপ তথা
নহে নব, তবে বল কি ফল কাঁদিয়া।
মঙ্গল-নিদান বিধি এ বিশ্ব ভুবনে,
সকলে মঙ্গল ইচ্ছা সাধিছে তাঁহার
হে সাধ্বি, কহ না তবে মুগ্ধ নরনারী
কেন বৃথা শোকে দগ্ধ হইবে নিয়ত।
মানবের সুখ দুঃখ বিষয় বাসনা
নহে মানবের হাতে, মানব কেবলি
বিধির অদৃষ্ট সূত্রে নিয়ত চালিত।
আজি শুধু অবসান নহে গো সুখের,
শোকেরও তেমতি প্রিয়ে, তুমি জ্ঞানবতী
এ হেন অধীরা যদি পুত্রের বিয়োগে,

কি বলে বুঝাব বল কুসুম-কোমলা
বিপুলা বধূরে মম বিরহ-বিধুরা।
কি কাজ এ মায়ারাজ্যে কহ রাজ্যেশ্বরি,
সন্তাপ শোকের গড়া, চল যাই সতি
নির্জ্জনকাননতলে লইগে শরণ।
যা কর্ত্তব্য ছিল প্রিয়ে তনয়ের প্রতি
আজি শেষ, আজি ছিন্ন সংসার বন্ধন।
হে শম্ভু করুণাময় অন্তিম ভরসা,
দাও শান্তি শান্তিময় তোমার চরণে,
লাঞ্ছিত দুর্গতি জনে কর শান্তিদান,
দাও শান্তি প্রেয়সীর সন্তাপিত মনে,
কর শান্ত বিপুলারে হে কান্ত আমার।"
নীরব হইলা ধীরে ধীর চন্দ্রধর
আশ্বাসিয়া সনকারে, বসিলা নীরবে
অটল হিমাদ্রি যথা শত ঝঞ্ঝাদাপে
নিশ্চল চাহিয়া থাকে আপনার পানে।
সুপ্তোত্থিতা প্রায় রাণী কহিলা আবেগে—
"অভাগিনী রমণীর ক্ষম অপরাধ
নরেশ্বর, মহেশ্বর মহেশ্বর করি,
এ চম্পকপুরী আজি করিলে শ্মশান।

অনুমতি

তোমার পাষাণ বুকে সকলি যে সহে
নরনাথ, জননীর হৃদয়কুসুমে
সহে কিসে তীক্ষ্ণতম ত্রিশূলীর শূল ?
ভীষণ স্বপ্নের কথা নিবেদিনু যবে
নিবারিতে এ বিবাহ, উপেক্ষা করিয়া
চিনিলে কর্ত্তব্য শুধু, কি কর্ত্তব্য এবে
কহ নাথ, কর্ত্তব্যের এই কি দক্ষিণা ?
মায়াময় এই বিশ্ব জননীর স্নেহে
পোষিত বর্দ্ধিত সদা, কি আস্পর্দ্ধা তব
ভাব তুচ্ছ সে মায়ারে ঘৃণার আস্পদ।
হায়রে পূজিত যদি মায়ারে সনকা,
এ দুঃসহ-যন্ত্রণা কি ভোগিত হে নাথ
বুঝ তুমি, নারী আমি কি বলিব আর।"
বাড়িছে রাণীর ক্রমে শোকের উচ্ছ্বাস—
হোমকুণ্ডে ঘৃতাহুতি পড়িলে যেমতি
জ্বলে অগ্নি ধূধূ করি, দেখি মন্ত্রিবর
উত্তরিয়া মধ্যভাগে কহিলেন ধীরে—
"হে চম্পক অধীশ্বর ক্ষম এ দাসেরে,
ক্ষম রাণি, সত্য বটে শোকের কারণ—
কে জিনে অদৃষ্টে কিন্তু কহ রাজেন্দ্রাণি !

মাতা তুমি, কি কহিব কার প্রাণে সহে
হেরি কুসুমিত-কুঞ্জ ভস্ম বৈশ্বানরে ?
বেলা অবসান, প্রাণ বিদরে কহিতে—
কিরূপে করিব যুবরাজের সৎকার,
কর আজ্ঞা নরবর, করি আয়োজন।”
—“কি ফল বিলাপে মন্ত্রি, মৃতের শোচনা
সদাই নিষ্ফল ভবে, কর কুলোচিত
পুত্রের সৎকার যথা বিহিত বিধানে,
কি কাজ বিলম্বে আর।”

আদেশিলে চাঁদ
গম্ভীর নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সনকা
ক্ষীণ স্বরে—”

“প্রাণেশ্বর, ও রাজচরণে
করিয়াছি যত ভিক্ষা উপেক্ষিয়া সব
কর নাই কর্ণপাত, এ শেষ প্রার্থনা
পূর্ণ কর আজি নাথ দুর্গতি দাসীর।—
চির অনুষ্ঠিত প্রথা সর্পদষ্ট জনে
ভাসায় জলধি জলে, দাও ভাসাইয়া
দুরাশার ছলে ভুলি মাগিল এ দাসী।”
—“প্রেয়সিরে, কেন বৃথা গঞ্জিছ আমায়,

অনুমতি

নহে তুচ্ছ পুত্র মোর, উপেক্ষিত তুমি।
সাধিয়াছ দিতে সেবা অপদেবতায়,
সহে নাই প্রাণে তাহা করিনি গ্রহণ!
কে শুনেছে কহ প্রিয়ে মরিয়া বাঁচিতে,
খসিলে কি তারা কভু ফিরে সে আকাশে?
যদি গো উরগক্ষত মনে কর তারে,
দাও ভাসাইয়া তবে, কি ক্ষতি আমার?
জ্বলিত অনলে নহে ভাসিবে সলিলে।"
বুঝি রাজ-মত মন্ত্রী কহিল সখীরে
ভাঙ্গিতে সতীর মূর্চ্ছা, প্রবেশি মঞ্জুষে
বিস্মিতা হইয়া সখী লাগিলা শুনিতে,—
"ছিঁড়ে ফেলে মালা মোর এবার চতুর
পেতেছ নূতন খেলা—মুদে আছ আঁখি;
দেখ দেখ ছিন্নমালা গাঁথিব আবার"—
(শয্যা হতে তুলে ফুল লাগিল গাঁথিতে)
"এই চন্দ্রিকার হাসি সুনীল সাগরে,
পরায়ে হীরক মালা তুলেছে যেমন
আনন্দ লহরী বুকে, দিয়েছে যেমন
আনন্দ সঙ্গীত মুখে,—তেমতি তোমারে
সাজাইব বনমালী, শুনিব বিজনে

বংশীরব, স্থির বক্ষে তরঙ্গ তুলিব,
চোখে দিব আলোরাশি মুখে দিব হাসি।”
পরায়ে নূতন মালা পতির গলায়,
উন্মীলিত করে কর পল্লবে নয়ন,—
পদ্মাক্ষী গাঁথিলা যেন শ্বেত পদ্মদলে
চম্পক কলিকা গুচ্ছ ;—“মুদে আছ আঁখি !”
নীরবে কাঁদিলা সখী, উঠিল ক্রন্দন
সনকার, চন্দ্রধর বসিলা ফিরিয়ে।
ধীরে সরাইলে কর মুদিত নয়ন
হেরিয়া লক্ষ্মীর, সতী অভিমানভরে
সরিলা শয্যার পাশে,—“মুদেছ নয়ন,—
অধরের শক্তি কই চেপে রাখে হাসি !
—নহে বাতায়নে, নহে সরসীর তীরে,
মুক্ত সমীরণে আজি তুলিয়াছি পাল ;
নাহি বেলা, নাহি কূল, নীল সিন্ধু বুকে
লুকায়ে গিয়েছে ধরা ; অনন্ত সলিলে
তুমি জলপতি আমি প্রকৃতি তোমার।
—দেখিবে নূতন সৃষ্টি ! যেই মহাদেশ
তিল তিল করি এই ক্ষুদ্র হৃদিতলে
করেছ সৃজন আজি উঠিয়াছে ভাসি ;

—হাস তাই !”—ভাসাইছে দাবদগ্ধ বন
শৈলাবগুণ্ঠন-মুক্ত নির্ঝরিণী যেন।
“রে অভাগি ! আর কত জ্বালাইবি বল,”
ধরি বিপুলায় সখী উঠিলা কাঁদিয়া,—
দূর কর ভ্রান্তি তব,—নহ সিন্ধু মাঝে,
ও নহে তরঙ্গ মুখে জলধি-কল্লোল,—
দুর্গতি চম্পকবাসী করে হাহাকার,
এই যে বাসর—সেই অয়স মণ্ডিত।”
—“বাসরে! বাসরে আমি! ভেঙ্গে দিলি খেলা!”
মূর্চ্ছিতা পড়িতে সতী ধরে সহচরী,—
“সখি রে, বিধির খেলা ভাঙ্গিয়াছে বিধি !
করিয়াছে চম্পকেশ কর্ত্তব্য পিতার,
মানুষের যা কর্ত্তব্য ; দোষ দিবে কারে,
অদৃষ্ট তোমার ;—চল সরসীর তীরে।”
চমকি উঠিয়া সতী সুধায় সখীরে—
“রচিয়াছ ফুলশয্যা, চল সখী চল ;
খুলিয়ে পড়েছে দেখ যত অলঙ্কার,
মুছেছে সিন্দূরবিন্দু, পরাও সত্বর।
পূরে নাই মনোবাঞ্ছা লোহার বাসরে,
পাবক প্রাণের আশা পূরাইবে আজি—

অণুতে অণুতে দাসী মিশে যাবে তাঁর।”
—“না না সতি, তাহা নয়—লোকাচার মতে
ভাসাইতে যুবরাজে রাজার আদেশ।”
কাঁদিয়া উঠিলা সতী—“হায়রে পাষাণি!
একাই কি ভাসাইবি প্রাণ প্রিয়তমে?
প্রণয় কি পরিণয় সম্বন্ধ জীবনে,
নাহি মরণের সাথী কেহ কি আমরা?
একটী জন্মের গ্রন্থি টুটিবে নিশ্বাসে!—
পতি পন্থা রমণীর, অনন্যশরণ
সত্য যদি হয় সখি! কোন্ অপরাধে
বঞ্চিবে এ অভাগীর প্রাণ-প্রিয়ধনে।
কাহারে রাখিবি তোরা? নিবেছে আলোক,
রাখিবি বর্ত্তিকা শুধু কিসের উদ্দেশে?
কোথায় শ্বশুর মম”—

কহিতে কহিতে

উন্মাদিনী প্রায় বালা উঠিয়া চকিতে
কহিলেন চন্দ্রধরে—“ক্ষম নরবর,
ক্ষম প্রগল্‌ভতা পিতঃ, রাজেন্দ্র আপনি,
বঞ্চিবে কি এ দাসীর ন্যায্য অধিকারে?
অনুমৃতা হবে সতী শাস্ত্রের বিধান—

অনুমতি

জান তুমি হে ধার্ম্মিক, নাহি শঙ্কা মনে
রোধিবে সে মোক্ষপথ অবলা বালায়।
ছাড়িব না এ জীবনে সর্ব্বস্ব দাসীর—
নাথের এ দেহ পিতঃ, মাগে ভিক্ষা দাসী
অনাথার লক্ষ্য পথে হও সুসহায়।"
কাঁদিতে লাগিলা বালা এতেক কহিয়া
বিস্ময়ে চাহিলা পুরী বিপুলার পানে
নীরবে, নীরবে চাঁদ রহিলা চাহিয়া
ও বদনে। উত্তরিলা ধীরে নরমণি—
"এ পাপ-সংসার-মরুমরীচিকা-ভয়ে
আত্মরক্ষা করে সতী লুকায়ে চিতায়
মানি মাতঃ, কিন্তু এই সঙ্কল্পে তোমার,
সে ভীষণ মরুভূমে ভ্রমিবে একাকী !
রূপসী ষোড়শী বালা, কেমনে ভাসিবে
তরঙ্গিত পারাবারে হিংস্র সমাকুল,
কলঙ্ক রটিবে কুলে হবে কলঙ্কিনী।
পাবে শান্তি, পতিপদ থাকরে স্মরিয়া,—
সতীর হৃদয়ে—সেই মন্দাকিনী তীরে,
পতি-স্মৃতি-পারিজাত ফুটিলে জননি,
সৃজে কি অপূর্ব্ব স্বর্গ, বিচ্ছেদ-মিলন—

দীন-নর-প্রকৃতির ক্ষণিক আবেগ।
বড়ই সাধের বধূ তুই মা আমার,
অধীশ্বরী করি তোরে এ চম্পকপুরে
যাব বনে, ত্যজ সেই সঙ্কল্প বিষম।
যা ছিল অদৃষ্টে মাতঃ ফলিয়াছে তাহা
কি করিব তুমি আমি,—ইচ্ছা বিধাতার।"
জ্বলিল সতীর চিত্ত চাঁদের উত্তরে,
নয়নে ফুটিল জ্যোতিঃ, সাহসে নির্ভরি
কহিল শ্বশুরে পুনঃ—

"ক্ষম এ দাসীরে
নির্লজ্জা বধূরে তব, পিতঃ অকারণ
রোধিওনা অভাগীরে বিজ্ঞতম তুমি।
অনুগতা হব আমি পতিদেহ সাথে
স্থির করিয়াছি দেব, এ বিশ্বের মাঝে
কিছু নাহি টলাইতে পারিবে আমারে।
কুলোচিত মতে যদি হইত সৎকার
অনুম্মৃতা হতে দাসী বারিতে কি কভু?
না শুখাতে মালা এই চম্পক আকাশে
ডুবিল শশাঙ্ক পিতঃ,—কি কলঙ্ক বেশী?
কি দুঃখ আমার তরে, আমি ভুজঙ্গিনী

অনুমতি

করিয়াছি রাজ্য তব শ্মশান সোসর
হে নরেশ, কিবা ফল এ মুখ চাহিয়া
মুদিত কুমুদী হেরি উপজে কি সুখ ?
আজি হ'তে মৃত আমি করহ নিশ্চয়,
ত্যজ স্নেহ, এ সংসারে কি কাজ রাখিয়া
অনাথিনী অবলারে, আপন বিচারে
দেহ আজ্ঞা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, করিব প্রস্থান।"
শুনিয়া সতীর বাণী দেব তেজোময়ী
জাগিল নূতন আশা সনকার প্রাণে।
কহিলা—"তনয় লক্ষ্মী হে নাথ তোমার,
বিপুলার স্বামী তথা, কর্ত্তব্য পালন
যদি মানবের ধর্ম্ম, কহ নরপতি
পতি বিনা সতীর কি আছে এ সংসারে ?
কেন বাধা দিবে তারে অনুগতা হ'তে
নরবর, কর আজ্ঞা করুক যা মনে,
কর আশীর্ব্বাদ তারে তুমি বিজ্ঞবর।"
শুনি সনকার কথা বৃদ্ধ চন্দ্রধর
করিলেন অনুমতি সতীর ভাসনে।

পঞ্চম সর্গ

ভাসান

সাজায়ে বিচিত্র তরী রাজার আদেশে
মন্ত্রিবর, মনোহর শয্যা সুকোমল
তুলিল যতনে খাদ্য, পানীয় শীতল ;
সাজিল সৈনিক শত অস্ত্র-শস্ত্র-ধারী।
হেরিয়া কহিলা সতী শাশুড়ীর কাছে
সবিস্ময়ে—
"কহ মাতঃ কিবা আয়োজন
হইতেছে পুরী মাঝে পারিনা বুঝিতে ;
কেন বা সাজিছে সেনা, কেন বা প্রহরী
সাজিতেছে, কেন ঘাটে নর কোলাহল
উঠিতেছে মুহুর্মুহু, কিসের উদ্যোগ !"
কাঁদিয়া কহিলা রাণী—

ভাসন

"হায় রে সরলে !
আরও কি হাসিবে মাতঃ এ চম্পকপুরী !
মুঞ্জরিবে শুষ্কতরু তাহাও সম্ভবে
বাছা মোর, সম্ভবে কি আনন্দ এ পুরে !
হা মা লক্ষ্মি কি বলিব, তোর ইচ্ছামতে
হতেছে ভাসন-সজ্জা রাজার আদেশে।"
খেদে উত্তরিলা সতী—
"হায় মা জননি !
তরণী-বিহার কিগো ছিল দুঃখিনীর
পোড়া ভাগ্যে, কোন সুখে এত আয়োজন ?
চলেছি মরণ পথে মরণ খুজিতে,
সাথে পতিশব মাতঃ, মরণ-সম্বল,
কার তরে এত সজ্জা কহ এ দাসীরে,
ডরে কি মরণ কভু সশস্ত্র সৈনিকে ?
কে যায় মরণপথে এত আড়ম্বরে,
কি কাজ মা রাজবেশে ভিখারিণী আমি !
কিবা ধর্ম্ম কি আচার অভিন্ন সদাই
যথা দীনে তথা নৃপে, কহ কৃপাময়ি,
সুচির সেবিত প্রথা কেন মা লঙ্ঘিবে ?
জান তুমি সর্পাহতে ভাসায় মান্দাসে।"

স্তম্ভিত হইলা রাণী সতীর উত্তরে,
অনেক চিন্তিয়া মনে ধীরে অধোমুখে
আদেশিলা মন্ত্রিবরে—
"বধূরে আমার
দাও যাত্রা করিবারে তাহার ইচ্ছায়।"
ঘাটে উত্তরিল ভেলা, বহিল বাহক
লক্ষ্মীন্দ্রের মৃতদেহ, উঠিল ক্রন্দন
পুর নরনারীবক্ষ করিয়া বিদার,
মূর্চ্ছিতা পড়িলা ধূলে অভাগী সনকা।
চলিল বিপুলা ঘাটে, গোধূলি যেমতি
অস্তমিত রবি সনে, আগে কলস্বর,
পাছে ঘন অন্ধকার বিস্তারি অঞ্চল।
চলিছে রমণীবৃন্দ বিষাদে ডুবিয়া
দলে দলে, ছল ছল সান্ধ্য তারা যথা।
নমিলা শ্বশ্রূরে সতী, নমিলা নমস্য
পুর-নরনারীগণে ভক্তি সহকারে,
ধরি আশীর্ব্বাদ শিরে উঠিলা উড়ুপে।
ভাসিতে লাগিল ভেলা সুমন্দ পবনে
ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে সৈকতে তরুতে
লক্ষ নর-নারী-চক্ষু রহিল ফুটিয়া ;

অদৃশ্য হইলে সতী ফিরিল সকলে,
বিসর্জ্জি প্রতিমা যথা জাহ্নবীর জলে।
চলিয়াছে নারীগণ দলে দলে মিলি,
—চলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্খলিত চরণে,
নয়নে সে চিত্র শুধু মধুর মোহন।
কহে কেহ—
"শুনিয়াছি ভিখারী মহেশ
ঘুরেছিল সতীদেহ মাথায় ধরিয়া
পত্নীশোকে,—স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল পুরে
শুনিনি ত হেন কথা পতির মরণে
সাগরে ভাসিতে নারী কিবা নরামর ;
শাপভ্রষ্ট দেববালা কি ঐ রূপসী ?
নতু এত শক্তি কভু সম্ভবে মানবে !"
কোন সাধ্বী বাখানিয়ে সতী বিপুলার
পতিভক্তি, ভক্তিভরে নমিছে অন্তরে
প্রশংসিয়া পুনঃ পুনঃ—
"ধন্য রে রমণি,
বুঝিয়াছ নারীধর্ম্ম সর্ব্বস্ব প্রাণেশ,
ধন্য তুই পতিপ্রাণা সতী-শিরোমণি।"
এইরূপে আত্মভাবে আপন তুলিতে

চিত্রিতেছে মনোমত চরিত্র সতীর
পথেতে রমণীগণ চলিতে চলিতে।
ভাসিছে বিপুলা সতী সুনীল সাগরে
ঊর্ম্মিময়, ঊর্ম্মিময় হৃদয় পাথারে
উঠিছে অনন্ত ঊর্ম্মি চূর্ণিয়া পরাণ,—
নাহি আপনার চিন্তা মরণের ভয়।
না জানে যেতেছে কেন, কোথায় যাইবে,
কোন পথে, কোন দেশে কিসের উদ্দেশে,
স্রোতের করুণাধীন ভাসিতেছে ভেলা।
শুনিয়াছে বীজমন্ত্রে "মৃত্যুঞ্জয় প্রেম"
পতি মুখে, শুনে যেন আবার সে কথা
ধ্বনিতেছে কাণে কাণে মধুর সুস্বনে।
দেখিছে পতির মুখ, যত দেখে সতী
কহে যেন ঐ কথা নীরব ভাষায়।
বহিছে সুমন্দ বায়ু ঐ মন্ত্র পড়ি
সন্ সন্, কল কল তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে
গাইতেছে ঐ গীতি,—আত্মহারা সতী;
ধ্বনিতেছে বিশ্বময় ঐ ক্ষুদ্র কথা।
ভাসিয়া চলিল ভেলা, চলে মহাস্রোতে
ভাসিয়া তপন দেব অস্তাচল শিরে,

ভাসন

ঢালিয়া কালিমা ছায়া নীল সিন্ধুজলে।
ধীরে সন্ধ্যা দিল দেখা বিভীষিকাময়ী
বিপুলায়ে, নীলাঞ্চলে ঢাকিল চকিতে
ও বদন—মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের আশ্রয়।
গগনে উড়িল ঘন ঘন ঘোরতর,
জ্বলে না একটী তারা, গ্রাসিয়া ধরণী
ছুটিয়াছে খরস্রোতে তম পারাবার।
উন্মত্ত ঝটিকা ভীম ছুটিল-পশ্চাতে
হুহুরবে, হুহুঙ্কারে গর্জ্জিল জলধি,
কাঁপিল তড়িল্লতা, নাদিল অশনি
বধির করিয়া কর্ণ ভীষণ নিনাদে।
দেখিতে আঁধার শুধু, শুনিতে সে ধ্বনি
ভীতিময়,—নাহি বিশ্বে অস্তিত্ব অন্যের।
কর সঞ্চালনে সতী লইলা পতিরে
হৃদি-মাঝে সযতনে ঢাকিয়া অঞ্চলে,
ধরে বক্ষে ধরা যথা কাঞ্চনের খনি।
বাড়িতে লাগিল ক্রমে ঝটিকা ভীষণ,
নাচিতে লাগিল তরী তরঙ্গের শিরে,
ঝড়ে যথা ঘুরে শূন্যে শিমুলের ফুল।
প্রমাদ গণিয়া মনে ছিড়িয়া অঞ্চল

বাঁধিলা কষিয়া বুকে পতিশব সতী,
নাহি আপনার চিন্তা, চিন্তিয়া আকুল
কিরূপে রক্ষিবে তাহা এ দুর্য্যোগ মাঝে।
ঝটিকার অত্যাচারে, তরঙ্গ আঘাতে
জর্জ্জরিত কলেবরে কহিলা আবেগে,—
"হে জলধি, এত দিনে কোন দেবতার
করি নাই আরাধনা, ভাবিনি স্বপনে
আরাধ্য দেবতা অন্য বিনে প্রাণেশ্বর
ছিল মোর ; বড় সাধে লইল শরণ
নিত্য সেবিবারে যুগ্ম রাজীব-চরণ
ভক্তি ভরে, স্নেহভরে দেবতা দাসীর
করিবে বাসনা পূর্ণ যখন যেমতি।
ছিল বক্ষ সুবিশাল তরল কোমল
রত্নে ভরা রত্নাকর তোমার মতন
প্রাণেশ্বর, ছিল আশা রহিব ডুবিয়া,
থাকেন তোমার বুকে বারুণী যেমতি!—
তোমাতে উদ্ভবে সুধা জল-কুলেশ্বর,
তোমার সুধায় শশী সুধাংশু ভুবনে
সুধাকর, তব গর্ভে সম্ভবে নীরধি
জগতের গৃহলক্ষ্মী জগদম্বা রমা,

তোমার ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে গর্ব্বিত অমর,
তব সম রত্নাকর কে আছে ভূতলে ?
—জনক জননী স্নেহ সংসার সম্পদ্,
অবহেলি গুরুবাক্য তোমার চরণে
নিয়েছে শরণ, সাথে সর্ব্বস্ব দাসীর।
আশ্রিত ভিখারী জনে করিয়ে বঞ্চিত
ভিক্ষালব্ধ ধনে তার, তুমি রত্নাকর
কলঙ্কিত করিবে কি সে পবিত্র নাম,
হে সিন্ধু বসুধাপ্রসূ সৃষ্টি মূলাধার ?"—
পশিল সতীর বাক্য মরম ভিতরে
জলধির, ক্ষান্ত ঝড়, শান্ত নীরনিধি।
শূন্য-মেঘ নীলাম্বর শোভিল উপরে,
ধরি বক্ষে আভাহীন বিরল তারকা।
নিশান্তে হেমাঙ্গী ঊষা গবাক্ষ খুলিয়া
পূর্ব্বাশার, সিন্ধুপানে ফিরায়ে নয়ন,
সতীর দুর্দ্দশা হেরি কাঁদিয়া মরমে
হিমবিন্দুরূপে অশ্রু লাগিলা ঝরিতে।
মুছিতে লাগিলা সতী অঞ্চল পাতিয়া
সিক্ত শব, সিক্ত মুহুঃ নয়ন আসারে!
বিস্তারি সহস্র কর সন্তপ্ত অন্তরে,

সিন্ধুগর্ভ ছাড়ি দ্রুত উঠিলা দিনেশ
দয়াময়, মুছাইতে ধরার নয়ন।
সযতনে ও বরাঙ্গ শুখায় নাথের
বরাঙ্গী, ও সিক্ত বাস শুখায় সরলা,
নাহি লক্ষ্য কোন পথে চলেছে কোথায়।
হেনকালে ভীম ধ্বনি বাজিল শ্রবণে,
কাঁপিল জলধি জল, কাঁপিল তরণী
থর থর, থরহরি কাঁপিয়া বিপুলা
দেখিলা তুলিয়া আঁখি গগনের পানে।
—নির্মেঘ অম্বরপথ, মুক্ত প্রভাকর
চলিয়াছে শান্তভাবে বরষি কিরণ।
বাড়িল বালার ত্রাস, চিন্তিয়া আকুল
কিবা সে গর্জ্জন কেন জলের নর্ত্তন।
অদূরে দেখিলা সতী সমুদ্রতরণী,
কাঁপায়ে জলধিজল আসে তীব্র বেগে,
ভয়েতে ছুটেছে ঊর্ম্মি তুলি ঊর্দ্ধ শির।
উড়িছে বিচিত্র কেতু বিচিত্র বরণে
পত পত, ফণীশ্বর গরজে যেমতি
বিস্তারি অনন্তফণা, কিম্বা ঘনরাজি
উড়ে যেন শৈলশৃঙ্গে ঝটিকা-নিশান।

হইলে নিকট ক্রমে, বিষম সঙ্কট
ভাবি মনে, পতিশব অঞ্চলে ঢাকিয়া
নীরবে বসিলা সতী ; দেখে নিরাশ্রয়া
বাহির করিয়া শির সহস্র যুবক
তরীবক্ষে, এক লক্ষ্যে লক্ষিছে তাহারে,
—কুবাসনা জ্বালাময় জ্বলিছে নয়নে।
সুধায় জনৈক যুবা দেখিয়া সতীরে—
"কে গো তুমি, কোন মগ্ন দুর্ভাগা নাবিকে
করিয়াছ লক্ষ্মীহীন, কার কণ্ঠহার
দুলিছ চলোর্ম্মিবক্ষে ;—সৌভাগ্য তোমার
ও চাঁদবদন তব হে চারুনয়নে,
করিয়াছে তরঙ্গিত প্রভুর হৃদয়,—
আত্মপরিচয়দানে তুষ্ট কর সতি।"
ভাবিলা বিপুলা মনে—
"হা কি সর্ব্বনাশ !
আক্রমিলে পশুবলে এ পাপাত্মাগণ,
কি করিব আমি বালা ভাসি একাকিনী।
হা সিন্ধু ঝঞ্ঝার করে বিগত নিশিতে
রক্ষিলে আশ্রিতজনে, হায় নিদারুণ
কেন আজি কহ তুমি অভাগীর প্রতি।"

পড়িল সে কথা মনে "মৃত্যুঞ্জয় প্রেম,"
সাহসে ভরিল বুক, কি ছার মানব,
জিনিতে পারে গো প্রেম মৃত্যুর সংগ্রাম।
উত্তর করিলা সতী ধীরে অধোমুখে—
"নহে লক্ষ্মী—লক্ষ্মীহরা এ কালসাপিনী,
নয়নে আগুন ঝরে, কটাক্ষে হেরিলে
হেমকান্তি হয় ভস্ম, এ উষ্ণ নিশ্বাসে
শুখায় সুকুঞ্জ শোভা, এ অঙ্গ পরশে
ছড়াইয়া বিষরাশি নাশে গো পরাণ।
যে ঘরে পশেছি আমি তারি সর্ব্বনাশ
হে অজ্ঞাত, পরশনে মরণ নিশ্চয়,
মৃত্যুর সে মূর্ত্তি আমি পরিচয় মম।
প্রভু তব ভাগ্যবান শুনহে সুমতি,
রাজোদ্যানে আছে ফুটি কত গন্ধরাজ,
শ্মশান-ধুস্তুরে তার কি বাড়াবে শোভা
কহ তুমি, বিষফুলে কেন গো প্রয়াস।
হেরি মণিময় শীর্ষ ভুজঙ্গে কি কেহ
আলিঙ্গিতে করে ইচ্ছা কহ বিজ্ঞবর ?"
ঈষৎ হাসিয়া যুবা কহিলা আবেগে—
"হেন বুদ্ধিহীনা নারী দেখিনি ত কভু

তোর মত, প্রভুপত্নী হইবে অভাগী,
দিবে সেবা দাসীবৃন্দ, থাকিবে মন্দিরে,
মণি মুক্তা ও সুতনু দিবেক ঢাকিয়া,
কেন বৃথা কষ্ট পাও ধীবরের হাতে,
বুঝি না চাতুরী তব চতুরা রমণি ?
এস রমে, কি সরম কিবা ভয় তব,
উঠ ধীরে, থাকুক সে নিদ্রায় মগন,
জানিও আমরা দস্যু ; নতু সুনিশ্চয়
বধিয়া পতিরে তব বেঁধে লব শেষে,
কি করিবে পতি-পত্নী অযুত অরাতি।"
সাহসে নির্ভর করি দাঁড়াইলা সতী
পতিপাশে, দৈত্যরণে চামুণ্ডা যেমতি
ত্রিনয়নে বিশ্বনাশী আগুন ঢালিয়া।
কহিলা কর্কশ কণ্ঠে, অশনি যেমতি
ছুটে মুখে দামিনীর—

"রে ধূর্ত্ত লম্পট,

বুঝেছ সতীত্ব হেন সহজে বিকায়
রমণীর ? কমনীয় বসনে ভূষণে
ভুলিতে কি কুলনারী দেখেছ কখনো ?
একাকিনী দেখি মোরে এই গর্ব্ববাণী

কহ মূর্খ ? কি করিবে অযুত সেনানী ?
কি করে পৃথিবী তারে মরিতে যে জানে !
কি সাধ্য করিবে স্পর্শ কেশাগ্র আমার
নরাধম, পশুবলে বলী বটে তুমি,
জাননা মরণজয়ী সতীত্ব নারীর ?
বৃন্তান্তরে ফুটে ফুল দেখেছ কি কভু
পামর ?—যে বৃন্তে ফুটে শুখায় তথায়।
জাননা রূপের তলে ঘুমন্ত মরণ
চিরদিন, চারু হীরা চুম্বিলে মরণ
রে কামুক, দেখ নাই পতঙ্গ পুড়িতে
আলিঙ্গিয়া অগ্নিশিখা অনঙ্গ তাড়নে ?
কি সাধ্য ছুঁইবি পতি জীবন থাকিতে
এ দাসীর, দেখেছ কি না লঙ্ঘি সরিৎ
পশিয়াছে সিন্ধুপদে কোন মূঢ়মতি ?
কহ নীচমতি কারে কহিলি ধীবর ?
হা লজ্জা ধীবরাধম, ধীবর-রমণী
কর সাধ, এ প্রভুত্ব ! এই কি গৌরব
প্রকাশিছ বড় মুখে ! এস হে বর্ব্বর
কে জিনে কাহারে আজি মৃত্যুর সংগ্রামে।”
স্তম্ভিত সতীর বাক্য শুনি দস্যুদল,

থমকে পথিক যথা ঝলিলে তড়িৎ। *
হেন কালে অন্য পোত দেখিয়া সুন্দরী
ভাসিছে পদ্মিনী সম পক্ষ বিস্তারিয়া
ছুটিল কপোতী হেরি শ্যেন পক্ষী যথা।
আক্রমি সতীরে মুগ্ধ চলিল তুলিতে
তরী'পরে, দেখি যুদ্ধ বাজিল ভীষণ
পূর্ব্ব-দল-বল-সনে,—স্তম্ভিত বিপুলা।
গর্জ্জিল আগ্নেয় অস্ত্র, ঝক্‌মক্ অসি
ঝলিল, শ্রাবণে যথা গর্জ্জে নীলাম্বরে
ঘনরাজি সবিদ্যুৎ ত্রাসিয়া ভুবন।
শোণিতে নীলাম্বুরাশি করি সুরঞ্জিত
দুর্দ্দম দস্যুর তরী ডুবিল অতলে,
দেব-চক্রে তিলোত্তমা রূপের সমরে
সুন্দ উপসুন্দ যথা হইল নির্ম্মূল।

ষষ্ঠ সর্গ

আশ্বাস

হে অনন্তশক্তি প্রেম নমি তব পদে—
বহুভাষী বহুরূপী তুমি হে অসীম,
কে বুঝে তোমার লীলা কহ এ সংসারে।
কভু মাতা কভু পিতা কভু বা দুহিতা;
পতিরূপে পত্নীরূপে পুত্ররূপে কভু,
কভু ভগবান্ তুমি, ছদ্মবেশে শত
আত্মপরিচয় দানে তুষ্ট কর ধরা।
কখন মরণ তুমি, কভু মৃত্যুহারী
মৃত্যুঞ্জয় দর্পহারী, আবার কখন
মানবে দেবের গর্ব্ব করিতেছ দান।
অর্পিয়াছ অবলার কোমল পরাণে
নাজানি কি শক্তি তুমি ওহে শক্তিধর!

আশ্বাস

তারি পরাক্রমে আজি দস্যুদলপতি
নত শির, নতশির দুর্দ্দম জলধি !
চলিছে ভেলাটী তার শূন্য কর্ণধার,
শূন্য পাল শূন্য হাল শূন্য সুদর্শন
দিক্ দর্শনের সূচী,—অজানিত পথ।
যাত্রীর নাহিক চিন্তা, কত দিবানিশি
আসিল ফিরিল পুনঃ, কত রবি শশী
ঘুরিল মস্তকে তার, নাহি দৃষ্টিপাত !
নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষ্ণা নৈরাশ্য হৃদয়ে
অবলার ;—কোন বলে মহাবলী আজি
হে সাধ্বি বলনা শুনি জুড়াই শ্রবণ।
"প্রেম মৃত্যুঞ্জয়"—সেই কাণ্ডারী তোমার
এত তেজ এত শক্তি এত নির্ভীকতা
দিয়েছে ও ক্ষুদ্রহৃদে হে মুগ্ধে তোমায়।
    ব্যস্ত সদা সুরক্ষিতে পতির শরীর
শীতাতপে, ক্রমে যত বাড়িতেছে দিন
গলিতে লাগিল শব তুষার যেমতি
সূর্য্য-করে গলে সাথে হৃদয় সতীর।
দুর্গন্ধে পূরিল তরী, প্রবেশিল কৃমি
ও শরীরে, লেলিহান জলজন্তুগণ

ভাসিল চৌদিকে, যার ঘুরিত অদূরে
মধুকর মৃগ-মদ-চন্দন-সুবাসে ;—
নাহি ঘৃণা, নাহি ভয়, সযতনে বালা
ধুইতে লাগিলা শব সাগর-সলিলে।
কি করিবে শত যত্নে, নশ্বর যে দেহ
কার সাধ্য রক্ষে তারে ? দেহের নিশান
হল শেষ ;—ছিন্ন অস্থি যত্নে কুড়াইয়া
ধুইয়া জলধিজলে বাঁধিলা অঞ্চলে,
দরিদ্রা রতন যথা বাঁধে সাবধানে
দৃঢ়তর ঊর্দ্ধমুখে রহিলা বসিয়া।
এত দিনে দৃষ্টি তার তরণী ছাড়িয়া
বাহিরিল বিশ্বমাঝে, অনন্তে যেমতি
শারিকাপিঞ্জরমুক্ত ; পৃথিবী জুড়িয়া
হেরে সে বাঞ্ছিত মূর্ত্তি—জলমগ্ন যথা
হেরে জলময় বিশ্ব—স্বরগে সাগরে
থরে থরে, চন্দ্রে সূর্য্যে নক্ষত্রমণ্ডলে।
পবন বহিয়া আনে ও বপু সুবাস
ক্ষণে ক্ষণে, ঊর্ম্মি মুখে ও সুধা বচন
পশে কাণে, মণিময় ও বক্ষ স্বরূপে
আছে বিস্তারিয়া ঊর্দ্ধে ঢাকিয়া তাহায়

আশ্বাস

নীলাম্বর, একচন্দ্র তরঙ্গ আঘাতে
ভাসিছে অনন্তরূপে ভবসিন্ধুতলে,—
লুপ্ত বিশ্ব দীপ্ত শুধু প্রাণকান্ত তার।
সতীর অলক্ষ্যে আশা চলে শীঘ্রগতি
সিন্ধুতটে, নামি জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া
স্নান ছলে রহিলেন তাহার উদ্দেশে।
দেখিলেন আশারাণী ভাসিছে অদূরে
ক্ষুদ্রতরী আত্মহারা বিপুলা সুন্দরী
ঊর্দ্ধ আঁখি, সরোবরে পদ্মিনী যেমতি
রবি ধ্যানে মগ্ন রহে পত্র বক্ষোপরে।
সুমন্দ বাতাসে তরী লাগিল নেতার
মগ্নদেহে, ধীরে দেবী বাড়াইল কর
ধরিলা সতীর করে, ধরেন যেমতি
পদ্মিনীর পদ্মবৃন্ত ডুবিয়া সলিলে!
আকণ্ঠনিমগ্ননেতা নীল সিন্ধুজলে,
কমলের ছায়া যথা সলিল ভিতরে।
বিপুলা আপনহারা, নয়ন তাহার
দূর শূন্যে, নাহি জ্ঞান চলে কি না চলে
তরী তার ; পুণ্যময় প্রাণেশের সনে
কহিতেছে কথা যেন আঁখির ইঙ্গিতে,

শুনিতেছে ভাষা তার আকুল শ্রবণে।
ধীরে বুলাইলা কর বিপুলার দেহে
আশারাণী, নাহি জ্ঞান, ডাকিলা সতীরে,
—নাহি জ্ঞান, পুনঃ নেতা কহিলা সুস্বনে,—
"কে তুমি হে মাতঃ, বল কর চিন্তা কার
চিন্তাময়ি! চিন্তাকুলা সুধাইনু কহ।"
ভাঙ্গিল সতীর স্বপ্ন, স্তম্ভিত হইয়া
সলিলে রমণী-মূর্ত্তি হেরে কমনীয়
জ্যোতির্ম্ময়ী, তটচ্ছায়া দেখিয়া নিকটে
কহিলা আবেগে বালা—

"নমিছে এ দাসী
কে তুমি মা দয়াময়ি! কহ অভাগীরে
সুধাইলে, আজি মাতঃ গত বহুদিন
শুনেছে এ সুধাস্বর, দেখিয়াছে কূল
পশুপক্ষী জীবগণ মানবের ছবি,
এ কারুণ্যে বহু দিন বঞ্চিত দুঃখিনী।
কি হবে মা অভাগীর আত্মপরিচয়ে
শোকপূর্ণ, কেন ব্যথা দিব ও অন্তরে,
কি ফল দুঃখের কথা বলি সুখিজনে।"
সতীর বচনে নেতা উঠিলা তরীতে

আশ্বাস

আনন্দে, চুম্বিয়া শির কহিলা সুস্বরে—
"বাছারে নাহি মা সুখী, বড়ই অভাগী,
নাহি পতি নাহি জীর্ণ কুটীরে আশ্রয়,
সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুড়িয়া বেড়াই।
জনম দুঃখিনী বটে, জননীর মত
সবে সমাদর করে.—আমি অভাগীর
নাহি শক্তি প্রতিদানে তুষ্ট করি কারে।
কহ মা কে তুমি অই, কি ঐ অঞ্চলে ?"
বিদারি পাষাণ-বক্ষ নির্ঝরিণী যথা
গলিত হৃদয় ঢালে কল্লোলিনীপদে,
কহিল উচ্ছ্বাসে বালা—
"কেন সুধাইলে,
অঞ্চলে কি বাঁধিয়াছে এ দুর্ভাগা নারী ?—
এই বিশ্ব এই প্রাণ সর্ব্বস্ব দাসীর,
—হোমাগ্নির ভস্মশেষ নিয়েছে বাঁধিয়া।"
মূর্চ্ছিতা পড়িলা সতী এতেক কহিয়া,
যতনে তুলিয়া নেতা পুনঃ জিজ্ঞাসিলে,
ধীরে উত্তরিলা সতী—
"পতির পঞ্জর,
রাখিয়াছে এ রাক্ষসী বক্ষেতে বাঁধিয়া,

মহাশঙ্খ মালা যথা ভৈরবীর গলে।"
—"কোথায় চলেছ মাতঃ, নিয়ে অস্থিমালা?
কেমনে মরিল পতি?"
শুনি কহে পুনঃ—
"হায় মা কি কবে দাসী কেমনে মরিল
পতি তার, সেই কথা স্মরিতে বিদরে
শতধা হৃদয়তন্ত্রী, পারি না কহিতে,
ভাবিনি সে দুঃখ কথা কহিব কাহারে।
অয়স-মণ্ডিত দৃঢ় কারাগার মাঝে
ছিল বদ্ধ এ দম্পতী বিবাহ বাসরে
জননি গো, ছিল শত সামন্তপ্রহরী
সমন্তাৎ, ছিল শিখী নকুল প্রভৃতি
অহিভুক্, সুভিষক্ ছিল শত শত।
ছিল দাসী পদপ্রান্তে বসিয়ে নাথের
সারা নিশি, অকস্মাৎ সুপ্তি কুহকিনী
কোথা হ'তে আসি তার হরিল চেতনা।
কে কুক্ষণে এ দাসীর অলক্ষ্যে পশিয়া
কে নিভাল প্রাণেশের জীবনপ্রদীপ
নাহি জানি"—
কহি বামা মূর্চ্ছিতা হইয়া

আশ্বাস

পড়িলা নেতার কোলে, পড়য়ে যেমতি
ব্রততী নুইয়ে শির অগ্নির শিখায়।
মুছি আঁখি আশারাণা সুধাইলা পুনঃ—
"কেন মা উৎসব দিনে ছিলে কারাগারে
কহ শুনি, হেন কথা শুনিনি ত আর!"
মূর্চ্ছান্তে কহিলা সতী—

"চম্পকাধিপতি
শিবভক্ত যোগীশ্বর শ্বশুর আমার
লভিয়াছে মহাজ্ঞান সেবিয়া শঙ্করে;
চায় না মায়ার পাশে আবদ্ধ হইতে
এ জগতে, তাই মায়া রুষ্ট তাঁর প্রতি।
হরিয়াছে ছয় পুত্র নাথের অগ্রজ
মায়া তাঁর, ডুবায়েছে বাণিজ্য-তরণী
শত শত, করিয়াছে শ্মশান ও পুরী,
তবু নহে নতশির মায়ার চরণে।
তাই যবে প্রাণেশের পরিণয় মাতঃ
শ্বশুর করিলা স্থির, ছলে মায়াদেবী
নিশিতে স্বপন কহে শ্বশ্রূ সনকারে—
'যদি নাহি কর পূজা মনসারে রাণি!
মারিবে বাসর-রাত্রে তনয়ে তোমার

দংশি কালভুজঙ্গিনী জানিয় নিশ্চয়।'
লঙ্ঘিতে মায়ার বাণা বদ্ধপরিকর,
রচিল বাসর-গৃহ অভেদ্য মন্দির
সুকৌশলে, করে যত্ন বহুল আয়াস
রক্ষিতে এ দম্পতীরে চম্পক ঈশ্বর।
তাই মাতঃ ছিনু মোরা ও শুভ নিশিতে
কারাগারে,—নাহি অন্য কারণ তাহার।"
পুনঃ জিজ্ঞাসিলা নেতা—
"কহ মা আমারে,
জানিতি যদ্যপি তুই বিবাহ নিশিতে
মরিবে নিশ্চয় পতি, তবে কেন দিলি
বরমাল্য গলে তার কহনা সরলে।
কে নিঠুর পিতা মাতা বল দেখি তোর,
কেমনে ঢালিল সুধা গরল সাগরে।"
উত্তর করিলা সতী—
"নহে মা নিঠুর
জনক জননী মম, নমি তাঁহাদেরে।
পিতা উজ্জয়িনীপতি লক্ষেশ্বর তিনি,
তথা ভাগ্যবতী মাতা সুমিত্রা আমার,
ধনলোভে পিতা মাতা করেনি অর্পণ

এ দাসীরে, নহে মাগো সম্মান সৌরভে।
কি কহিব বল কেন সঁপিনু হৃদয়
ও চরণে, কহ মাতঃ জ্বলন্ত আগুনে
পতঙ্গ আপন প্রাণ কেন দেয় ঢালি ?
কে জানে কি গূঢ় মন্ত্র প্রাণীর হৃদয়ে
সুনিহিত, কিসে তারে উন্মাদ করিয়া
তুলে মা ধরায়, বুঝি—কি শক্তি আমার।
জ্বলিতে সে ছিল শান্ত, অশান্ত অভাগী
মিশিতে নিভানু তারে, হায় বিপরীত,
আলোকে মরিতে যেয়ে বিলাই আঁধার
কালনিশিথিনী রূপে”—

কহিতে কহিতে

আবার কাঁদিলা বালা, ধরি আশারাণী
তুষিয়া মধুর ভাষে সুধাইলা পুনঃ,
“খেদে প্রাণ যায় ফাটি, কহ মা আমারে
সকলি ফুরাল যদি, কেন পাগলিনি,
(রাজকুলবধূ তুই রাজার দুহিতা)
কি সাহসে ভাসিতেছ অকূল সাগরে !
এ নর-কঙ্কাল সাথে চলিয়াছ কোথা ?”
—“যবে মা বাসর ঘরে ভবিতব্য স্মরি

নীরবে কাঁদিলা দাসী, কহিলা প্রাণেশ—
'মরণ-রহিত প্রেম' 'প্রেম মৃত্যুঞ্জয়',
নাথের সে দুটী কথা অজ্ঞাতে জননি,
কি বল এ ক্ষুদ্র প্রাণে দিল অবলার
নাহি জানি—ভাসিলাম শব সঙ্গে তাঁর।
সিন্ধুর করাল গ্রাসে দস্যু আক্রমণে,
তাঁহার সে মহামন্ত্রে রক্ষিল এ দাসী
দেহ তাঁর, কিন্তু মাগো বিদরে হৃদয়—
করিলাম শতযত্ন সকলি নিষ্ফল
হইল কালের করে, গলে গলে দেহ।
—আছে প্রাণ অস্থিমালা করিয়া আশ্রয়,
জানিনা কোথায় যাব, চলেছি কি স্থির।
হেরি সেই ধ্রুব তারা সেই ধ্যানে ছিনু।
সংজ্ঞাহীনা, হেনকালে ধরিলে মা তুমি।'
শুনি বিপুলার কথা উত্তরিলা নেতা
"যাই মা বিদায় দাও, করি আশীর্ব্বাদ,
ধন্য তুমি, সত্য তব 'প্রেম মৃত্যুঞ্জয়'।"
সতীর অলক্ষ্যে ভেলা লাগিল কূলেতে,
উঠিলেন আশাময়ী, ছুটিল পশ্চাতে
অদৃশ্য শৃঙ্খলে সতী হয়ে শৃঙ্খলিত,

ম্লানমুখী ছায়া যথা দেউটীর পাছে।
তীরে উত্তরিয়া সতী হইলা স্তম্ভিত—
অচিন্ত্য কল্পনাতীত নির্ম্মল আলোকে
সমুজ্জ্বল আলোদ্বীপ,—নহে সে আলোক
রবি শশী তারকার পাবক শিখার।
চন্দ্র সূর্য্য সৌর গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডল
ঘুরিছে ফিরিছে নিত্য, জ্বলিছে নিয়ত
হুতাশন যেন সেই আলো-কণা-লভি।
তরঙ্গিত কাল জল কাল-সিন্ধু-বুকে
নাচিছে কুণ্ডলী নৃত্যে বেষ্টিয়া সে দ্বীপে।
অসংখ্য অর্ণবযান অসংখ্য যাত্রীর
ঘুরিয়া আবর্ত্তবেগে ডুবিয়া ভাসিয়া
ছুটিছে লক্ষি সে আলো, লক্ষ্য-হারা কত
ডুবিতেছে ভগ্নহৃদে তরঙ্গ আঘাতে!
স্ফটিকে গঠিত দ্বীপ, শোভে স্থানে স্থানে
অসম্পূর্ণ চিত্ররাজি। অদৃশ্যে গাইছে—
অপূর্ণ আশার গীতি চিত্ত-উন্মাদিনী
সুধাকণ্ঠ মধুস্বরে। আশার পশ্চাতে
চলিতে লাগিলা যত দেখিলা বিপুলা—
আকাশে ফুটেছে ফুল স্তবকে স্তবকে,

সাজি হাতে ঊর্দ্ধকরে ঘুরিছে বামণ,
কেহ বা নির্ম্মিতে হর্ম্ম্য ছুড়িছে ইষ্টক
শূন্যপথে, মৃতবৃক্ষ মূলে বসি কেহ
করিছে সলিল সেক, ষোড়শী যুবতী
নিভৃতে নিকুঞ্জ তলে ছিড়িয়া কুন্তল
গাঁথে অশ্রু-বিন্দুদলে তরলিত হার ;
কেহবা রোপিয়ে বীজ জন্মাইছে গাছ,
তোলে ফুল, ছিড়ে ফল, নিমেষে নিমেষে।
"এসমা এসমা রাণি" দেখিয়া আশারে
সম্ভাষে নমিয়া পদে, নিরুত্তরে আশা
চলিছে হাসিতে তুষ্ট করিয়া সকলে।
হেরি সে পবিত্র আলো, শুনি সে সঙ্গীত,
দেখিয়া অদ্ভুত দৃশ্য জাগিল আবার
নির্ব্বাপিত মনোবৃত্তি বিপুলার মনে।
বিস্ময়ে আশারে কহে—
"কহ মা কোথায়
নিতেছ এ অভাগীরে, এ কেমন দেশ !
দেখিয়া মর্ত্ত্যের কোন অস্তিত্ব নিশান !"
উত্তরিলা আশারাণী—
'কেন মা সরলে,

সকলিত আছে মম অক্ষয় ভাণ্ডারে।
কি দেখিতে চাও বাছা ?" কহিলা বিপুলা
গভীর নিশ্বাস ছাড়ি—
"যা চায় মা প্রাণ,
তাহা কি দেখিবে আর এই অভাগিনী !
এতেক কহিয়া সতী দেখিলা ফিরিতে
গত জীবনের ছায়া,—সহচরী সনে
পিতৃ-সরোবর-কূলে বসিয়া বিরলে
গাঁথিছে কুসুমমালা মৌনে অধোমুখে।
অদূরে দেখিলা তার ছায়াময় লক্ষ্মী
ছুটিয়াছে পাছে পাছে গাইয়া কাতরে—
"সুধাময়ী ! দাও সুধা দাওরে ঢালিয়া,
আকণ্ঠ পূরিয়া তাহা করি আগে পান।"
হেরি চিত্র, শুনি গীত হইয়া স্তম্ভিত,
বিপুলা বারেক সাধ করিলা দেখিতে
চির-আকাঙ্ক্ষিত-মূর্ত্তি,—ফিরাতে নয়ন
মুহূর্ত্তে অদৃশ্যে শূন্যে লুকাইল সব।
দেখিলা আঁধার সতী ঘুরিল মস্তক,
ধরিয়া আশার পায় কহিলা কাঁদিয়া
"দয়াময়ি ! যদি দেখা দিয়েছ দয়ায়

দাসীরে, কহ মা তবে কি ফল ছলিয়া।
ভাসিয়া যাইতেছিনু অকূল সাগরে,
কেন দেখাইলে কূল, অভাগীর তরে
হয়না অন্তরে দয়া হে অন্তর্যামিনি ?"
শুনিয়া সতীর বাণী উত্তরিলা আশা—
"কেঁদোনা মা, পূরাইতে বাসনা তোমার
করিতেছি এ আয়াস, নহে সাধ্যাতীত
নহে অসম্ভব কিছু এ বিশ্ব জগতে।
নহে ছল মম ধর্ম্ম, পন্থ-হারা জনে
দেখাইয়া আলো বাছা কাটাই জীবন।
এস মা, এস মা, শান্তি সম্মুখে তোমার"।
এত বলি সতী হৃদে সঞ্চারি শকতি
প্রবেশিলা আশারাণী সুরম্য কাননে।

সপ্তম সর্গ

বঙ্গ

ধীরে ডুবিলেন রবি পশ্চিম সাগরে
রঞ্জিয়া কনকরাগে নীল সিন্ধুজল
শোভাময়, ধীরে বালা গোধূলি সুন্দরী
সন্ধ্যার মন্দিরে দেখা দিলা বিধুমুখী।
আলাপি কোকিল-কণ্ঠে শ্যামার সুতানে
নীরবিলা বালাদ্বয়, পশি কুঞ্জতলে
চম্পক মালতী যুঁথী সরস কুসুমে
লাগিলা রচিতে অর্ঘ্য রজনীর তরে।
আসিলা হীরকাঞ্চলা অনন্তযৌবনা
নিশীথিনী, ভালে শশী গলায় তারকা
মনোহর ; পূজি পদ সন্ধ্যা ও গোধূলি
সরিলা, সমীর মন্দ ঢুলায় চামর

গন্ধময় ; মৌনময়ী বসিলা যামিনী
না জানি উদ্দেশে কার গণিতে প্রহর।
হেনকালে কহে নেতা সতী বিপুলায়—
“এনেছি তোমারে মাতঃ বহুল যতনে,
কিন্তু কোন্ শক্তিবলে দিব পতিদান
পতিপ্রাণা, হেন শক্তি থাকিত আমার
দিতাম ফিরায়ে তরী পতি সহ তোর।
শিখিয়াছি কলাবিদ্যা, দেবসভা মাঝে
নিত্য করি নৃত্য গান, তাই সে সাহসে
এনেছি তোমারে আমি নিয়ে দেবপুরে,
পারি যদি দেব-কৃপা বর্ষিতে তোমায়।
পারিবেনা এই বেশে পশিতে সরলে
দেবালয়ে, পর ভূষা দিব্য আভরণ
মণিময়, সাজাইব অপ্সরার মত
সুসাজে, যেন মা দেবসমাজে পশিয়া
তুষিয়া অমর-দলে নৃত্যে ও সঙ্গীতে
দেব-কৃপা-লাভে হও সিদ্ধ মনোরথ ;
এস মা রজনী বাড়ে সাজাই তোমায়।”
কহিলা বিপুলা খেদে—
“কহ দয়াময়ি!

বর

"সাজিবার দিন মাগো এই কি দাসীর ?
কে সাজাবে অভাগীরে, কাহার কারণ
সাজিবে সে, হায় মাতঃ এ পোড়া কপালে
আর কি ফিরিবে দিন সাজিবে বিপুলা !
কেন্দ্রহারা তারা যদি পড়ে গো ভূতলে
ধূলাময়, জ্বলে কি সে কৃত্রিম আলোকে !
হেমন্তে শিশিরসিক্তা হাসে কি নলিনী
শুষ্ক সরে ! দেখেছ কি দাবদগ্ধ বনে
কুসুম-কুন্তল-পরা হাসে বনস্থলী !—
এই যে অঞ্চলে বাঁধা কঙ্কাল নাথের—
এই বেশ এই সজ্জা সর্ব্বস্ব দাসীর,
লওমা খুলিয়ে সব, লও আভরণ
সুরক্ষিত,—তুচ্ছ মণি-কাঞ্চন তুলনে।
পরাও তুখানি পদ মুকুটের মত
শিরো'পরে, কণ্ঠহার দাও কণ্ঠে তুলি
চম্পক অঙ্গুলি দলে, সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া
ও পঞ্জরে বিভূষিত কর অভাগীরে।
ইথে না উপজে যদি দেবতার মনে
কোন দয়া, কহ মাতঃ সাজিলে সুবেশে
ভুলিবে কি দেবগণ হেরিয়া দাসীরে ?

ভিখারী করেছে বিধি ভিখারীর সাজে
যাব সাথে, কি কাজ মা কহ রাজবেশে।
করে যদি আশীর্ব্বাদ দেবতা-সমাজ
সাজাইয়ে অভাগীরে পুরাইও সাধ,
জননি হে! ক্ষম আজি, ক্ষম এ দাসীরে।”
কাঁদিয়া কহিলে সতী উত্তরিলা নেতা—
“পোহাইতে দুঃখ নিশি তোর রে অভাগি
করিতেছি এ যতন,—সাজাইতে সাধ।
জানি তুমি রাজকন্যা রাজকুলবধূ,
শিখিয়াছ কলাবিদ্যা, রূপে বিদ্যাধরী,—
জ্বলে না মা সূর্য্যকান্ত সৌরকর বিনা;—
রূপের গৌরবসাজ, সৌন্দর্য্য সঙ্গীত
স্বর্গের সম্পদ-শোভা দেবতার প্রিয়।
আমি কি বুঝি না বাছা সাজিবার দিন
নহে তব, রে অভাগি! তবু যে সাজাই
সে নহে কি শুভ তোর করিতে বিধান?
অবগাহ মাতঃ, ঐ বহিছে অদূরে
সুরধুনী পূতনীরা কলুষনাশিনী।
স্নান অন্তে আশারাণী সহাস্যবদনে
আরম্ভিলা সাজাইতে রূপসী সতীরে,

বর

সাজাইলা রতি যথা ভুবনমোহিনী
সতীরে, ভাঙ্গিতে ধ্যান ধ্যানস্থ শিবের।
কি বর্ণিব আমি তার, মুগ্ধ যারে হেরি
স্মরহর, মুগ্ধ যা'তে অমরমণ্ডলী,
বাঁচে মৃত যে রূপের সঞ্জীব পরশে!
তেমতি সাজায়ে নেতা সতী বিপুলায়,
সাজিতে লাগিলা নিজে অমরবাঞ্ছিতা।
—ফুলময় দেহখানি ফুলময় বাসে
সু-আবৃত, সুশোভিত কুসুমভূষণে,
নিশ্বাসে সুবাস বহে, হাসিতে বদনে
ঝরে ফুল, ফুলমালা দুলিছে গলায়,
কুসুমকোরক ভরা যেন লতিকার
ফুট ফুট করে কলি জানে না ফুটিতে,
অফুট যৌবন টুকু আছে সুগোপনে
শুভক্ষণ লক্ষি সদা কখন ফুটিবে।
নমি গো তোমার পদে নমি আশারাণি
সুলোচনে, ও নয়নে কত মধুভরা
নাহি জানি, কে না মুগ্ধ কটাক্ষে তোমার?
অনন্তযৌবনা লক্ষ্মী ভবসিন্ধুতলে
আছ ডুবি, মন্থি কেহ পারে না তুলিতে

অশরীরী, আজি যবে ধরিয়া মূরতি
দিলে দেখা বিপুলারে করিতে উদ্ধার,
কি সাধ্য অমর তব দাঁড়াবে সম্মুখে?
বাহিরিলা আশারাণী দেব-সভামুখে,
পশ্চাতে বিপুলা সতী ছায়ার মতন
পদে পদে, কত চিন্তা কত না উল্লাস
জাগিল বালার মনে, কত শঙ্কা ভীতি।
হেরে কোটি তারাদল গলাগল করি
নীরবে, হেরিছে বিশ্ব নীরব নিশ্চল;
চুপে চুপে সমীরণ ধীরে আগুসরি
খুজিছে ও মুখগন্ধ কুসুমের তরে
সে বিলাসী, আছে কামী অঞ্চলে জড়িয়া,
চঞ্চল পরাণ টুকু ভয়ে ভয়ে কাঁপে।
পথে সতী সুধাইলা আশারাণী পাশে—
"আমি মা মানব তুচ্ছ, কভু, দেবলোক
দেখি নাই, শুনি নাই কেমন সে দেশ।
অপবিত্র দেবপুরী দাসীর পরশে
ভাবিয়া রুষিলে দেব কি হবে উপায়!
এ তুচ্ছ নারীরে কি সে অপ্সরা বলিয়া
ভুলাবে অমরবৃন্দে নন্দনবাসিনি,—

ফলে কভু সম কান্তি কাচে ও কাঞ্চনে ?
হে অনন্ত-শক্তি যদি তব বুদ্ধি বলে
হও সিদ্ধমনোরথ, তা হ'লে এ দাসী
কি করিবে, কি কহিবে দেবসভা মাঝে !"
হাসি নেতা কহে শুনি সতীর বারতা—
"হে সরলে বৃথা চিন্তা কেন মা অন্তরে—
অপ্সর দেবতা নর সৃষ্টি বিধাতার
সকলেই, কর্ম্মগুণে উত্তম অধম ।
চির দিন নাহি থাকে অমর অমর,
মানব মানব তথা, গন্ধর্ব্ব অপ্সর,
নাহি ভেদ নরামরে চক্ষে বিধাতার ।
মানব দেবতা হয় সাধনার গুণে
মা আমার, স্বর্গভ্রষ্ট হয় দেবগণ
আত্মপাপে ;—কর্ম্মগুণে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ ।
নহে মা এ স্থায়ী রাজ্য স্বরূপ কাহার,
ঘুরিতেছে চক্রবৎ রাজ-রাজান্তরে
যুগে যুগে, যুগে যুগে রাজ-বিপর্য্যয় ;
নিয়তির গতি বিধি অক্ষুণ্ণ সমান
যথা ভবে তথা স্বর্গে, একই সম্রাট্
শাসে বৎসে এই বিশ্ব একই বিধানে ।

কেন ভয়—তোর মত কতই মানব
দেখাইব দেব স্বর্গ আছে উজলিয়া।
অমর মন্দিরে পশি বন্দি দেবগণে
বসিও পশ্চাতে মোর, সুধাইলে দেবে
দিব পরিচয় তব গাইও সঙ্গীত
পাইলে 'ইঙ্গিত মম' ত্যজি লজ্জা ভয়।
জানি তুমি সিদ্ধকণ্ঠা গায়িকা সরলে,
যদি ভুলি ভোলানাথ দিতে চাহে বর,
কহিও মা যোড়করে—'যদি কর দয়া
মাগে দাসী মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ পতিদান।'
তা হ'লে পূরিবে মাতঃ অভীষ্ট তোমার।"
আশার আশ্বাসে সতী করিলা উত্তর—
"কিবা ভয় সুসহায় তুমি মা যাহার,
কি চিন্তা তৃণের যদি অনুকূল স্রোত,
যে আজ্ঞা তোমার দেবি ধরিলাম শিরে
সুবরদে, চল তবে দেবের চরণে।"
এত বলি চলে সতী নেতার পশ্চাতে
হর্ষভরে, দেবপুরে উত্তরিয়া নেতা
দেখাইলা বিপুলারে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে।
—উল্লাসে হেরিলা বালা অপরূপপুরী

জ্যোতির্ম্ময়ী, চির-চন্দ্রিকার হাসি মাখা
ছুটিয়াছে মন্দাকিনী সুমন্দ গমনে
কলস্বনে, শোভে কূলে নন্দনকানন,
মন্দার কুসুম বাসে দিগন্ত বাসিত।
ফলে ফুল ভরা তরু, লতিকা-কুসুমে
সুরঞ্জিতা, বহে শান্ত মলয়সমীর
তুলি কুঞ্জ-শিরে মৃদু রজত-হিল্লোল—
শান্তিময় সৌন্দর্য্যের মহাসম্মিলনী।
সুরম্য মন্দির শোভে তুলি উচ্চশির
নভস্পর্শী কারুকার্য্যে সুচারু ভূষিত।
মণিময় স্তম্ভশ্রেণী শোভিছে সুগোল
চারিপাশে, ঝলসিছে প্রাচীরে দুয়ারে
নানা বর্ণ রত্নরাজি ধাঁধিয়া নয়ন।
আলোকিয়া দেবতেজে দেবগণ তাতে
সমাসীন, উঠিতেছে মধুর নিক্কণ
সুতন্ত্রীর, গায় গীত সুস্বরা গায়িকা,
বিস্মিতা হইয়া বালা দেখি দেবসভা
সুধায় নেতারে—
"কহ কে উহারা মাতঃ!"
ঘুরি নেতা দ্বারে দ্বারে দেখায় সতীরে

দেবগণে পরিচয় দিয়া সবিশেষ।
"হের মা পূরব দ্বারে বিরাজে ভাস্কর
তেজস্কর, বাম পার্শ্বে দেব হুতাশন
পবন করুণ শশী কর্ম্মদেব যত,
সমুজ্জ্বল দেবতেজে দেখ তা কেমন।
উত্তরেতে জ্ঞানদেব—ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ,
হরিহর করি বামে স্ব স্ব সীমন্তিনী,—
শক্তিরূপা মহাশক্তি পার্ব্বতী কমলা
বীণাপাণি সরস্বতী সরোজবাসিনী।
স্বরীশ্বর সুররাজ বিরাজে পশ্চিমে
অন্য লোকপাল সহ দীপ্ত সুরতেজে।
দক্ষিণে সংহারমূর্ত্তি কাল দণ্ডধর
প্রচণ্ড আপনি যম, ধর্ম্মরাজ যিনি।
ঐ যে গায়িকাবৃন্দ গাইছে সুতানে
মধ্যভাগে, তারা সব স্বর্গ-বিদ্যাধরী—
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা আদি।
আর যে অসংখ্য দেখ দেব তেজোপম,
শোভিতেছে দেবতেজে উজলি মন্দির
চতুর্ভিতে, ছিল তারা মানব বিপুল,
শ্রেষ্ঠ সাধনার গুণে ত্যজি নরদেহ

লভিয়াছে দেবপদ দেবতার মত।
সাধক বিভিন্ন পথে আসে মা এ পুরে
অনুদিন, (ভিন্ন পথ কাম্য সাধনার)
—কেহ জ্ঞান কেহ প্রেম কেহ শক্তি বলে।
শুনেছ সীতার নাম, ঐ দেখ মাতঃ,
পতিপ্রাণা দময়ন্তী সাবিত্রী সহিত
প্রেমরাণী দক্ষসুতা সতীর দুপাশে
বিরাজিছে বিশ্বালোকে উজলি ও দেশ।
কেন মা মানব ব'লে করেছিলে ভয়,
নির্ভয় এ দেবপুরী, নাহি কোন ভেদ
নরামরে,—ভেদ শুধু স্বীয় সুকৃতির।
চল এবে পশি মাতঃ দেবসভা মাঝে,
নির্ভয়ে বসিও বাছা বন্দি দেবগণে।”

পশিলা রমণাদ্বয় অমর-সভায়
সুভূষণা, দেবগণ চাহিলা বিস্ময়ে,
থামিল নর্ত্তকীপদ, থামিল বাদন
যন্ত্রীদলে, গায়িকার রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।
সুরেন্দ্র উঠিয়া তবে সুধালেন ধীরে—

“কহ আশা কেন আজি বিলম্ব তোমার
আসিতে এ দেবপুরে, তোমার বিহনে

জান না উদাসী দেব অমরমোহিনি ?”
কহিলা হাসিয়া নেতা—“সত্য দেবরাজ
অমরমোহিনী আমি ? তবে এ দুর্গতি
কেন মোর, স্বর্গ ছাড়ি কেন মর্ত্ত্যধামে
ঘুরিতে নিযুক্তা দাসী দুয়ারে দুয়ারে ?”
—“দেবতার দোষে কি গো কহ আশারাণি—
ঘুরিতেছ দেশে দেশে ? অমর-হৃদয়ে
যদি না জুড়ায় প্রাণ সে দোষ কাহার ?”
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা উত্তরিলা নেতা—
“দেবকার্য্যে দেবরাজ যুক্ত পুরস্কার !”
কহিলা বাসব পুনঃ—
“একাকিনী সতী
অমর-বিজয়ী তুমি হে কামরূপিণি,
কে ঐ সঙ্গিনী তব কহ দয়াবতি।”
—“পাবে পরিচয় আশু”
উত্তরিয়া আশা
করিলে ইঙ্গিত, সতী বন্দী দেবগণে,—
চাঁদের কটাক্ষে ফুটে কুসুম যেমতি—
উঠে ধীরে, ধীরে কণ্ঠ উঠিল বাজিয়া
অঙ্গুলি সঙ্কেতে যথা বীণাধ্বনি ঝরে।

গান।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডশিরে বরষ অমৃত জ্যোতিঃ,
জয় 'প্রেম মৃত্যুঞ্জয়' এ বিশ্বযাত্রীর গতি।
তোমারি আলোক ধরে' রবি শশী তারা ঘুরে
ফিরে সিন্ধু বহে বায়ু বিকাশে কুসুম পাঁতি ;
স্বর্গ মর্ত্ত্য তব রাজ্য তুমি বিশ্বরাজপূজ্য
দেবত্ব তোমারি দান মহত্ত্ব তোমারি ভাতি।
প্রীতি-তন্ত্রে শাস বিশ্বে মরে মৃত্যু তব হাস্যে
তন্ময় মহেশে দিলে সুদর্শনের ছিন্ন সতী।
উত্তাল-তরঙ্গে পড়ি ভাসিতেছে কত তরী
তুমি মাত্র ধ্রুবতারা দাও কূল কুলপতি।

সুস্বরে গাইলা সতী 'প্রেম মৃত্যুঞ্জয়';
'জয় প্রেম' রবে সভা উঠিল ধ্বনিয়া
চতুর্দ্দিকে, মৃত্যুঞ্জয় লাগিলা নাচিতে
করতালে, ভোলানাথ ভুলিলা আপনি,
ভুলিলা অমরবৃন্দ, অপাঙ্গে সবার
দিল অশ্রু দরশন, আবার গাইল
ঐ গান, প্রতিধ্বনি গায় পুনঃ পুনঃ,
প্রেমকুঞ্জে পরিণত দেবকুঞ্জ আজি।
চুম্বিয়া সতীর শির দেব আশুতোষ

কহিলেন—
"মাতঃ, বিশ্ব-বিদিত-ভিখারী
কিসে তুষ্ট করে তোমা কহ সুচরিতে।"
কাঁদিয়া কহিলা বালা—
"ভিখারী মহেশ!
ত্রিলোক ভিখারী যাঁর চরণ-সরোজে
ভিখারী সে বিশ্বপতি! দুঃখীর কপাল—
শোষে সিন্ধু দীন হিম-প্রকৃতি দর্শনে!
এ দাসী চাহে না ধন, চাহে না সম্মান
মৃত্যুঞ্জয়, প্রেমাধার সতীপতি তুমি,
দয়া করে এ দাসীরে দাও পতিদান,
রমণীর কি আকাঙ্ক্ষা আছে অতঃপর।"
"তথাস্তু"
বলিয়া যবে দেব আশুতোষ
তুষিলা সতীরে বাক্যে, বিস্মিত অমর।
নেতার কথায় সতী বসিয়া ক্ষণেক,
কহিলা শঙ্করে পুনঃ ইঙ্গিতে তাহার,—
"সত্য যদি দেববাক্য, তবে মৃত্যুঞ্জয়
কহ এ দাসীরে কোথা প্রাণপতি তার
পরমেশ, কর আজ্ঞা হেরি ও চরণ,

পলকে প্রলয় ভাবে পতিহারা সতী।"
ধ্যানমগ্ন মহেশ্বর মেলিয়া নয়ন,
মায়াহীন দেবসভা দেখিয়া বিস্ময়ে,
বুঝিয়া মায়ার খেলা কহিলা মাধবে—
"কহ হে কমলাপতি, কহিনু সতীরে
দিব তার পতিদান, পতি মায়াপাশে,
কি সাধ্য সে মায়া বিনা দিব পতি তার,
কর চিন্তা চিন্তামণি কি হবে উপায়।"
উত্তরিলা চক্রধর—
"বাগীশ্বর যিনি
তাঁরি বাক্য মিথ্যা হবে সম্ভবে কি কভু?
এখনি পাঠাব দেব দেবর্ষি নারদে
মায়াপদে, আশু মায়া আসি আশুতোষ
তুষিবে সতীরে তার দিয়ে পতি দান।"
মাধবের বাক্য শুনি কহিলা নারদে
মহেশ্বর—
"ঋষিবর যাও শীঘ্রগতি
আনিয়া মায়ারে তুষ বিধুরা সতীরে।"
হাসিয়া বাসব কহে—
"বিবাদ ভঞ্জনে

মহর্ষিই যোগ্যপাত্র খ্যাত চিরদিন।”
উঠিল হাসির ঢেউ দেবসভা মাঝে,
উত্তরিলা ঋষি—

“মহতের দোষ প্রভু
নাহি এ জগতে, দোষী দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
যে করে সে দোষী নহে যে কহে সে দোষী,
ঢাকিবে অপ্রিয় সত্য তাই বুঝি বিধি।”—
চলে মুনি মায়াপুরে মনসার পাশে।

অষ্টম সর্গ

দৌত্য

অতীত দ্বিতীয় যাম গভীর যামিনী,
সুপ্ত বিশ্ব সুপ্ত জীব শুভ্র চন্দ্রালোকে
শ্যামাঞ্চলা প্রকৃতির সুধাময় কোলে।
সুধাংশুর সুধাবর্ষী আনত নয়ন,
ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে রয়েছে ডুবিয়া
অনিমেষ, কোটি কোটি তারকা তেমতি
হেরিছে ও মুখচ্ছবি নীরবে নিরালা।
বহিছে সুমন্দ বায়ু মৃদুল হিল্লোলে
সচঞ্চল, কভু চুম্বি ও সুধা অধর,
কভু কাঁপাইয়া চুল, কভু কাণে কাণে
কি এক গোপন কথা কহিয়া নীরবে,
তবুও ভাঙ্গে না ঘুম সুপ্তা প্রকৃতির।

থেকে থেকে ঝিল্লিগণ কাঁদিয়া আকুল
বক্ষমাঝে, শিশু মেঘ বায়ুর তাড়নে
উলটি পালটি বুকে উঠিছে কাঁপিয়া।
শিথিল অঞ্চল তার, শিথিল-বন্ধন
কেশগুচ্ছ, নাহি লজ্জা শঙ্কার উদ্বেগ
কে কোথা হেরিছে চুপে হরিছে বিভব।
জানি না সুপ্তির অঙ্কে কি সুখ স্বপনে
ডুবিয়ে গিয়েছে সতি সুধার সাগরে।
হা সুপ্তি হা শ্রান্তিহরা পলকের তরে
কোলে করি বিপুলারে পরম আদরে,
মনে আছে কত দিন এসেছ ছাড়িয়া!
নিঝুম নিশিতে হেন চলিলা নারদ
ঋষিবর, দেবসভা বাহিরে আসিয়া,
কেন্দ্রহারা তারা যথা ছাড়ি চন্দ্রলোক
ছুটে অন্ধকার গর্ভে, ছুটিলা তেমতি
বেগভরে মায়াপুরে মনসার পাশে।
অদূরে উত্তরি ঋষি দেখে গিরিবর
রজত-কৌমুদী স্নাত, বৃষধ্বজ যথা
যোগাসীন ধ্যানমগ্ন সৌম্য কলেবর।
উঠিয়া সে শৈলশৃঙ্গে সানন্দ অন্তরে,

দৌত্য

দেখিতে লাগিলা ধীরে তরু-কুঞ্জ-শোভা
অটবীর, সুরধুনী ধারা যথা ঝরে
ধূর্জ্জটির জটাজূটে, দেখিলা তেমতি
অযুত রজত-ধারা বহিছে উচ্ছ্বাসে
প্লাবিয়া পর্ব্বত-চূড়া কুল কুল স্বরে।
কোথায় ফুটেছে ফুল স্তবকে স্তবকে
গন্ধে আমোদিয়া দিক্, রয়েছে ঝুলিয়া
কোথা ফল, পত্রাঞ্চলে বিহঙ্গ নিচয়
সুপ্তিভঙ্গে মাঝে মাঝে উঠিছে ডাকিয়া।
পুলকে ভরিল তনু কানন শোভায়
মহর্ষির, ধীরে ধীরে কহিলা আবেগে—
"নমি হে চরণাম্বুজে বিশ্বনাথ, আমি
নিযুক্ত কি দৌত্যে তব কহ বিশ্বপতি !
কেন এই লীলা দেব কি বুঝিব আমি
ক্ষুদ্র-মতি, সৌর বিশ্ব ইঙ্গিতে যাঁহার
ভাঙ্গিছে গড়িছে নিত্য, সৃষ্টি স্থিতি যাঁর
মুহূর্ত্তের লীলা খেলা—নিশ্বাস প্রশ্বাস,
কি শক্তি তাহার কর্ম্ম করিবে নারদ।
বিধির বিধাতা তুমি, তোমার আদেশ
বিশ্বের বিধান দেব, তুমি বিশ্বময়

বিশ্বেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি উদরে তোমার ;
তুমি কি পার না দেব দিতে ক্ষুদ্র জীবে
ক্ষুদ্র প্রাণ ! কত প্রাণী নিমেষে নিমেষে
ভাসে না মিশে না নিত্য বুদ্বুদের মত
ওহে বিশ্বরূপ তব বিরাট শরীরে !
এই যে হাসিছে শশী ভাসিছে তারকা
রাশি রাশি, উজলিয়া বিমল আলোকে
দশ দিশি সুধা স্নিগ্ধ শীতল কিরণে,
সে নহে কি দেহ-জ্যোতিঃ জ্যোতির্ম্ময় তব ?
এই যে জগৎ-প্রাণ রেখেছে জগৎ
প্রাণিময়, সে নহে কি নিশ্বাস তোমার ?
জাগে যদি কোটি প্রাণ প্রভাত বাতাসে
ছাড়ি সুপ্তি বিশ্বনাথ তোমার কৃপায়
কৃপাময়, কেন তুমি পার না জাগাতে
একটী সুষুপ্ত জীবে, সুপ্তিও মরণে
কিবা ভেদ আছে বিশ্বে কহ বিশ্বেশ্বর।
মায়ারে কহিব কিসে সাধ্যাতীত তব
দিতে প্রভু ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র মানবের।—
বিধির প্রণেতা তুমি, বিধান তোমার
হে বিধাতঃ, নিয়ন্ত্রিত বিধানে সতত

দৌত্য

সৌর বিশ্ব, তাই কি হে বিধির মর্য্যাদা
সুরক্ষিতে হস্তক্ষেপ ক'র না বিধিতে ?
অচল হিমাদ্রি যথা থাকে অনুক্ষণ
মহাধ্যানে, পশি দূরে সরিৎ শতধা
সঞ্জীবিত রাখে ক্ষেত্র তাহার শক্তিতে,
তুমিও কি বিশ্বপিতা নির্লিপ্ত তেমতি ?
আমার জল্পনা সার, কি সাধ্য এ মূঢ়
বুঝিবে কি গূঢ়তত্ত্ব নিহিত তোমায়।
প্রভু তুমি, আমি দাস, কর্ত্তব্য আমার
পালিব তোমার আজ্ঞা সদা সাবধানে ;
কেন মূর্খ করে তর্ক, ক্ষম এ দাসেরে,
দাও শক্তি এ নিশিতে পশি মায়াপুরে
আনিতে মায়ারে তব চরণ-সরোজে।"
ত্যজি চিন্তা ঋষিবর উঠিলেন ধীরে,
বিচরিলা শৈলতলে ধায় পদক্ষেপে
বারদ্বয়, ঘন ঘন দেখিলা সে শোভা
কাননের নির্ঝরের লতার পাতার,
ঊর্দ্ধাকাশে জ্যোতির্ম্ময় শশী তারকার।
প্রায় অবসান নিশি ভাবিয়া মনেতে
ছাড়িলেন দীর্ঘশ্বাস, পথিক যেমতি

তাপদগ্ধ ছায়া ত্যাগে ব্যথা পায় মনে।
"জয় শম্ভু বিশ্বনাথ, জয় হৃষীকেশ,"
বন্দি ঋষি বার বার অন্তরে অন্তরে
চলিলা ছাড়িয়া শৈল মায়াপুরী মুখে।
ও দিকে বিপুলা সতী দেবসভাতলে
চিন্তাকুলা, যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ
খেলিছে বালার মনে গলাগলি করি।
দুঃখী জনে সুখে দুঃখে কৈলে অধিকার
সতত বিজয়ী দুঃখ বিধি এ জগতে।
সুস্বপ্ন না হেরে রোগী, প্রতারিত জন
প্রবঞ্চনাময় বিশ্ব মনে করে তার।—
যখন শিবের বর উঠে প্রাণে জাগি
আশার তড়িত রেখা জ্বালে ক্ষীণ আলো,
আবার যখন দেখে দেবর্ষি নারদ
চলে গেছে মায়াপুরে, নিয়তি তাহার
ঝুলিছে মায়ার হাতে—কুঞ্চিত পরাণ,
নয়নে চকিতে অশ্রু দেয় দরশন।
চিন্তিয়া আকুল বালা—
"শ্বশুর আমার
মায়াদ্বেষী চিরদিন, বুঝেছি নিশ্চয়

দৌত্য

মায়ার ছলনে দাসী ভোগে এ লাঞ্ছনা,
কেমনে ভরসা করি আছি সে মায়ারে !
হায় রে যে বিষতরু উগাড়ে অনল
হয় কি তাহার ছায়া সুশীতল কভু ?”
এইরূপে বহুচিন্তা বিপুলার মনে
তুলিতেছে মহাস্রোতে তরঙ্গ উত্তাল।
পড়ে না নয়নে সেই অমর বিভব
শোভাময়, নাহি পশে শ্রবণ বিবরে
অপ্সরীর কল কণ্ঠ মধুর সঙ্গীত
অভাগীর, পুণ্যময় দেবতেজ আজি
হীনপ্রভ আলোকিতে হৃদয় তাহার,
নিশিতে পদ্মিনীপাশে সুধাংশু যেমতি।
নিশার্দ্ধ হইল গত, দেবর্ষি নারদ
উত্তরিয়া মায়াপুরে দেখিলা বিস্ময়ে—
ঊর্দ্ধফণা বাসুকির শীর্ষদেশোপরে
একটী কণ্টকদ্রুম পত্রপুষ্পহীন,
কোটি কোটি শাখা তার আবৃত কণ্টকে।
স্থাবর জঙ্গম যত সেই বৃক্ষ ডালে
ঝুলিতেছে, হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি করে,
দর-দর ঝরে রক্ত কণ্টক আঘাতে।

টলমল কাঁপে তরু পড় পড় করে,
কাঁপিছে অনন্ত ফণা পীড়নে অস্থির।
অপূর্ব্ব আলোকখণ্ড জ্বলিছে সুদূরে
সমুজ্জ্বল, নিষ্পীড়িত যত জীবগণ
কাঁদে 'পরিত্রাহি' রবে হেরি সে আলোক।
বিস্ময়ে দেখিলা ঋষি আবির্ভূতা যেন
নিস্তারিতে বাসুকিরে ভগিনীর স্নেহে,
হরিতে সে বিষময় যন্ত্রণা জীবের,
মহাশক্তি নারী এক সেই তরুতলে
চকিতে অচিন্ত্যরূপা,—মনোহরা যথা
সুঠাম কোমল নম্রা স্নিগ্ধকলেবরা
মণিশীর্ষা সর্পরাণী—কপট মুরতি।
দেখিয়ে না দেখে যেন পবিত্র সে আলো,
ফিরায়ে বদনখানি রোষান্ধ নয়নে
প্রসারিয়া ভুজলতা ভুজঙ্গিনী সম
আলিঙ্গিয়া তরুমূল দাঁড়াইলা সতী।
অমনি সুস্থির তরু—নাহি কাঁপে আর,
নাহি উঠে আর্ত্তনাদ, পাইলা নিস্তার
বাসুকি ধরণীধর। স্থাবর জঙ্গম
হেরে মন্ত্রমুগ্ধবৎ অনিন্দ্য-রূপসী

দৌত্য

সরলা স্নেহের মূর্ত্তি মানসমোহিনী ;
জ্ঞানহীন শিশু যথা হেরি আশীবিষ
ছাড়ি পুষ্পমালা চাহে বিমুগ্ধ নয়নে।
ভুলিল সে শুভ্র আলো, ধাঁধিল নয়ন
হেরি মোহিনীর জ্যোতিঃ, জননী বলিয়া
নমিল ভকতি ভরে সকলে ও পদে।
নন্দন-কানন-শোভা মন্দারের রূপ
ধরিল কণ্টকদ্রুম, কণ্টককুসুম।
নিযুক্ত হইল সব তরুর সেবায়
অবিরাম, দূর হল অরাজক ভাব,
অণুকে টানিছে অণু, স্থাবর জঙ্গম
করিতেছে কোলাকুলি, নাগপাশে যেন
বদ্ধ সব, প্রবর্ত্তিলা স্বায়ত্ত-শাসন
মুহূর্ত্তেকে মহারাণী স্থাপিয়া শৃঙ্খলা।
স্বকার্য্যে অক্ষম যারে হেরিতেছে সতী
অলক্ষ্যে নিতেছে টেনে, সঙ্গি-দল তার
করিতেছে হাহাকার, হাসিছে আবার
পরক্ষণে ; নবশক্তি নব অনুরাগ
নব সাজ দিয়ে তারে দিতেছে তুলিয়া
ব্রুক চুড়ে, রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃগণ

করিছে সে ভিন্ন বেশে ভিন্ন অভিনয়,
—হায় সে না বুঝে তার কিবা বিপর্য্যয় !
হেরি সে অদ্ভুত দৃশ্য দেবর্ষি প্রধান
বুঝিলা অনন্ত শক্তি প্রকাশে মনসা
প্রকটিয়া সৃষ্টি স্থিতি লয় অভিনয় ।
'জয় শিব শম্ভু' বলি স্মরিয়া শঙ্করে,
চলিলেন ঋষিবর নির্ভয় অন্তরে
পুরী মাঝে, প্রবেশিয়া দেখিলা বিস্ময়ে
ছায়া বাজি সম হায় সকলি অলীক !
উপবিষ্টা জীর্ণাসনে দীনহীনা বেশে
মায়াদেবী । সসম্ভ্রমে অর্পিয়া আসন
সুধায় আকুলচিত্তে বন্দি ঋষিপদ—
"কি সন্দেশ নিয়ে ত্যজি নন্দন কানন
এ নিশিতে ! কুশলে ত আছেন অমর,
কুশলী ত ঋষিবর কহ সুসংবাদ !"
উত্তরে দেবর্ষি তবে—
"হে অন্তর্যামিনি,
অগোচর কিবা তব আছে এ জগতে ।
নিরুদ্বেগ থাকে যদি ত্রিদশ-আলয়
আসিত নিশীথে হেথা নারদ কখন ?

না দংশে তক্ষকে যদি কে খুজে হে সতি
ভিষকে ? আলোকে কেবা আঁধার বিহনে ?”
উত্তর করিলা মায়া কৃত্রিম কৌতুকে—
“জ্ঞানবৃদ্ধ তুমি ঋষি বয়োবৃদ্ধ তথা,
সাজে কি আমার সনে তোমার ছলনা ?
সতত নিবসে যথা বিশ্বপতি শিব
সশক্তি, উদ্বেগ কিবা হেন দেবপুরে !
কহ ঋষি সে বারতা পরাণ আকুল।
কেন পরিহাস দেব কর অভাগীরে,—
আলোকিতে চন্দ্রলোক খদ্যোতের পাশে
যায় কেহ, সুধাস্পদ মন্দাকিনী ছাড়ি
গোষ্পদে কি তৃষ্ণাতুর পিপাসা বারিতে ?
লভি যে অমর-কৃপা এ মর জগৎ
নিরাময়, সম্ভবে কি হেন দেবালয়ে
অমঙ্গল ! সম্ভবে কি সেই দেবপুরে
হইবে এ দীনা মায়া মঙ্গলনিদান ?”
উত্তর করিলা ঋষি—

“সত্য বটে সতি
বিরাজেন হরিহর সশক্তি তথায়
সতত, কিন্তু হে মায়া সুবিধানময়

যে বিধাতা, সে কি বিধি লঙ্ঘিবে আপনি,
করে রাজ্য অরাজক রাজা কি কখন ?
লঙ্ঘি বিধি বিশ্বেশ্বর চায় না যোজিতে
নিজগুণ, আসিয়াছে তাই দাস তাঁর।
কর্ম্মভেদে শক্তিভেদ রয়েছে নিয়ত
বিধির এ মহাবিশ্বে, সে বিশ্বপতির
শক্তির অতীত নতু কি আছে জগতে।
একটী সুধাংশু ক্ষম নাশিতে আঁধার
ধরণীর, তবু কেন অগণিত তারা
ভাসিছে সুনীলাকাশে মানস-মোহিনি !"
—"কেন এ দাসীরে দেব, অধিনীর হাতে
কি কর্ম্ম রয়েছে বল বিশ্ব বিধাতার।"
কহিলা শুনিয়া মুনি—
"এ বিশ্ব জগৎ
সুরক্ষার ভার দেবি ! অর্পিত যাহাতে
একমাত্র, যিনি বিনে পলকে প্রলয়
সৃষ্টি স্থিতি বিধাতার, তিনি কিছু নহে !"
কাঁদিয়া উত্তরে মায়া—
"হে ঋষিপ্রধান,
নাম মাত্র আমি শুধু আছি বিধাতার

এ জগতে, নহে দেব সামান্য মানব
দিন দিন করে মোরে হেন পরাভব ?
কত কাঁদিলাম ঋষি মহেশের পদে
এতদিন, কহিলাম সৃষ্টি রক্ষা মোর
করা ভার, তবু দয়া হ'ল না অন্তরে।
কহিলাম চক্রধরে—'সৃষ্টিধর তুমি,
ধ্বংস নীতি মহেশের পালন তোমার,
সামান্য নরের হাতে হতেছে শ্মশান
সৃষ্টি তব, তবু দৃষ্টি নাহিক তোমার
দয়াময়, চক্রধর ! একি চক্র তব।
কি গুণে বাঁধিল বল অমরমণ্ডলে
চন্দ্রধর, কি ঔষধে হৃত দেবতেজ,
কি চক্রে করিব বশ বিক্রমী চাঁদেরে,
অগতির গতি তুমি হে গোলোকপতি'।
উত্তরে শ্রীপতি—
'কি করিব আমি সতি,
মহাজ্ঞানী চন্দ্রধর সেবিয়া শঙ্করে'।
কেন আজি হরিহর সদয় দাসীরে
কহ ঋষি, ত্রিকালজ্ঞ কিবা অবিদিত।"
কহিলা দেবর্ষি তবে—

"পতির বিহনে
ছাড়ি সতী মর্ত্ত্যপুর আসি দেবপুরে,
প্রেমের সঙ্গীত গাহি তুষিল ভবেশে।
পাইবে সে মৃতপতি দিলা আশুতোষ
বর তারে, শেষে হর জানে যোগাসনে,
তুমি বিনে বর তাঁর হবে না সফল।
ব্যর্থ হয় দেববাক্য প্রমাদ গণিয়া,
পাঠায়েছে দেবসভা তোমার নিকটে
এ দাসে, চল হে দেবি নিশি অবসান।"
বিষাদে উত্তরে মায়া—
"মানবের হেয়
লাঞ্ছিতা এ দাসী ঋষি, কি শক্তি তাহার
হইবে সহায় কহ জ্ঞানময় হরে!
কি লাঞ্ছনা দিতে বল কর এ ছলনা।
হয় কি সম্ভব কভু জ্ঞান-মূর্ত্তি শিব
খুঁজিবে মায়ারে তুচ্ছ?"
কহিলা নারদ
"এ বিশ্ব জগৎ যাঁর ইন্দ্রজালে চলে,
এসেছি ছলিতে তাঁরে ধন্য তবে আমি!
কে না মুগ্ধ তব গুণে কহ গুণবতি,

দৌত্য

বদ্ধ নিজে ভগবান্ অপরে কি কথা।
কিবা অগোচর তব হে অন্তর্যামিনি,
কেন এ প্রপঞ্চ দেবি! চল দেবপুরে।"
—"নহে এ প্রপঞ্চ ঋষি, ভয় হয় মনে
শুনিলে শিবের নাম।—কি সাধ্য আমার
লঙ্ঘিব আদেশ তাঁর, চল মুনিবর";
এত বলি চলে মায়া নারদের সনে।

নবম সর্গ



প্রাণদান

রজনী বাড়িছে যত তত বিপুলার—
ভাসিছে বিষাদ-ছায়া বদনমণ্ডলে,
নিশি শেষে শশী যথা ধরে পাণ্ডু ছবি।
পাশে বসি আশা রাণী কহিলা সুস্বনে
সুধামুখী—
"শুন মাতঃ, কেন চিন্ত তুমি,
তুষ্ট যারে চিন্তামণি কি চিন্তা তাহার,
অব্যর্থ শিবের বাক্য কি সন্দেহ বল।
এখনি আসিবে মায়া দিবে পতিপ্রাণ
পতিপ্রাণা, দুঃখ-নিশি হইবে প্রভাত,
হাসিবে অরুণ সতি তোমার উরসে
শুভ্রালোকে, কলকণ্ঠে উঠিবে ধ্বনিয়া

উষার কোমল প্রাণে মধুর সঙ্গীত।”
আশার আশ্বাসে তার শুষ্ক হৃদিতলে
তুলিল সহস্র শির আনন্দ-লহরী,
উঠে যথা নদীবক্ষে তরঙ্গ উত্তাল
সন্নিকট হয় যবে সাগরসঙ্গম।
দেখিতে লাগিলা বালা আকুল হৃদয়ে
দ্বারে দ্বারে, প্রতিজনে দেবগৃহ মাঝে।
আগন্তুক হেরে যদি, যদি উঠে কেহ,
মায়া কি আসিল বলে সুধায় আশারে।
কভু আকাশের পানে চাহে অনিমেষে,
খসে যদি তারা কভু ভাবি দেবরথ—
নামিতেছে, দেখে সতী চঞ্চল পরাণে।
ভাবিতে মায়ার রূপ পড়িল মনেতে
সে দেবীরে, স্বপ্নে যিনি বাসর নিশিতে
শূন্যপথে প্রাণেশ্বরে লইলা গোপনে।
হেনকালে আসি মায়া দেবর্ষির সনে,
নমি দেবপদে অতি বিরসবদনে
দাঁড়াইলা, ম্লানমুখী দাঁড়ায় যেমতি
সুধাংশুর অগ্রভাগে দিনান্তে গোধূলি।
চমকিল দেবসভা, উঠি মহামায়া

মায়ারে বসায় কোলে, চিন্তিলা অমর
করে কি না করে দয়া সতীরে সুমুখী।
ক্ষণেক নীরবে থাকি কহিলা মহেশে
মনসা—
“নমিছে দাসী চরণ-সরোজে
বামদেব, কহ আজি কিসের কারণ
স্মরিলে দাসীরে দেব তব শ্রীচরণে।”
—“আনন্দদায়িনী তুমি এ বিশ্বভুবনে
বিধাতার, তব কৃপাবলে বিধুমুখি
এ বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি সদানন্দময়,
হয় রক্ষা, কেন আজি নিরানন্দ তুমি,
কহ মাতঃ, ও বদন কেন রে মলিন।”
উত্তরিলা মায়ারাণী—
“তুমি বিশ্বনাথ,
সুরক্ষিত এই বিশ্ব তোমার কৌশলে
বিশ্বময়, কিবা শক্তি পিতঃ এ দাসীর
রক্ষিতে সে বিশ্বরাজ্য, মায়ার আদেশ
আরো কি পালিতে কেহ আছে এ জগতে ?”
কহিলা মহেশ তবে—
“এ কি কথা কহ !

তুমি বিশ্বরাণী মাতঃ, তোমার প্রতাপে
চলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ এ বিশ্ব জগৎ,
তবুও মানে না কেহ তোমার শাসন ?
তবে কেন ঐ সতী ছাড়ি মর্ত্ত্যপুর
আগত এ দেবপুরে কহ মা আমারে।”
“হে পিতঃ কে সেই সতী, কেন আসিয়াছে ?”
শুনিয়া মায়ার কথা দেখায়ে সতীরে
কহিলা সতীশ তবে—
“এই পতিপ্রাণা,
পতিপ্রেমে আত্মহারা ভাসিতে ভাসিতে
পশিয়াছে দেবপুরে, জানিয়াছি মাতঃ,
হরিয়াছ প্রাণ-পতি অকালে তাহার।
কহ মা কোমলপ্রাণা সরলা সে বালা
পতির বিচ্ছেদ-জ্বালা সহিবে কেমনে।
উচিত কি এ লাঞ্ছনা তাহারে তোমার ?”
এতেক কহিলে শিব কাঁদি কহে মায়া—
“হেন অপমান পিতঃ করিতে দাসীরে,
ডাকিয়াছ তাই কি এ অমর সভায়
মহেশ্বর, বিশ্বরাণী কহিলে যাহারে
সে কেন করিবে চুরি কহ মহামতি।

কেবা পতিব্রতা সতী,—ও ভ্রষ্টা রমণী
কহিয়াছে আমি তার হরিয়াছি পতি !
বিশ্বনাথ তাই দোষী করিছ মায়ারে ?
সতী যদি পতিপাশে ছিল না তখন ?
নাহি বরে সে দুষ্টারে কোন সুপুরুষ
ধরাধামে, আশুতোষ জানিয়া তোমায়
লভিতে এসেছে বর পাতিয়ে চাতুরী।”
এতেক কহিয়া মায়া ধরি ছায়াবেশ
শোভিলা সহস্ররূপে সহস্র মায়ায়।
মায়ার বচনে সতি কহিলা শঙ্করে—
“মানব আমরা প্রভু, দেবতার নামে
ভক্তিভরে বন্দি পদ লুণ্ঠিয়া ধূলায় ;
জীবন সম্পদ্ বল সর্ব্বস্ব নরের,
সমর্পণ করে নর দেবের চরণে
রক্ষাহেতু, বিরূপাক্ষ সে রক্ষক যদি
মানবে বঞ্চনা করে কি আশ্রয় তার ?
ছিল পাশে মহেশ্বর অভাগী বিপুলা
প্রাণেশের,—ছিল মগ্ন চরণ-ধেয়ানে।
সুপ্তি সম্মোহন অস্ত্রে করিয়া মোহিত
এ দুর্গত অবলারে, কোন দেববালা

ভুবনমোহিনী প্রভু লইয়া নাথেরে,
চলে গেল শূন্যপথে ;—মোহান্তে দেখিনু
গতপ্রাণ পতি-দেহ রহিয়াছে পাশে !
পথভ্রষ্ট সুখভ্রষ্ট করি অভাগীরে
ছলিল যে দেবী তিনি ! হায় রে কপাল—
ভ্রষ্টা আমি দেবালয়ে এসেছি ছলিতে !
দেবতা হইলে সাজে সকলি তাহার
দেবদেব, তুচ্ছ কীট মানব ভূতলে ;
প্রেমাধার তবে কেন সে প্রেম তোমার
বিলাইলে মর্ত্ত্যভূমে কহ প্রেমময় ।
কোন্ সে পাষাণী দেবী দেবত্ব ভুলিয়া
সতীনাথ, অনাথিনী করিল দাসীরে
কেমনে দেখাব বল—অগণ্য সে ছবি !
মানব বুঝিবে কি সে দেবের চাতুরী ।—
কাঁদিল যে বিশ্বেশ্বর নিন্দিয়া আমায়
ক্রোধ ভরে, সেই প্রভু ছলেছে দাসীরে” ।
স্তম্ভিত অমরবৃন্দ, স্তম্ভিত মহেশ,
দেবর্ষি নারদ তবে কহিলা উঠিয়া ।
“বিশ্বরাণী তুমি মায়া, তোমার গৌরবে
বাঁচে না অমর নয়, এ কেমন শক্তি !

হরি আনি পতি তার ভ্রষ্টা বল তারে ?”
উত্তরে কৃত্রিম ক্রোধে গর্ব্বে মায়াবিনী—
“বয়োবৃদ্ধ তুমি ঋষি, সাজে কি তোমার
এই কথা ? কুলটার কপটে পড়িয়া
সকলে কি হৃতজ্ঞান হইলে অমর ?
আত্মপরিচয়ে রূপ এতই প্রবল
হে দেবর্ষি ! ভাব মনে সুন্দর বদনে
যত কথা সবি সত্য কেমন অদ্ভুত ।
হেরিয়াছি ঋষিবর পতির বিয়োগে
চিতানলে ঝাঁপে সতী নিবাইতে জ্বালা,
শুনিনি ত ঘুরে কভু পতি অন্বেষণে !”
কহিলা বিপুলা খেদে—
“অদৃষ্টে আমার
ঘটে নাই সেই সুখ !—সর্পাহত ব’লে
ভাসাইলে পতিশব, ভাসি বহুদিন
ও বপু করিয়া বক্ষে নীল সিন্ধু জলে ;—
ছুটেছিনু লক্ষ্যহীন অকূল সাগরে,
এনেছেন আশাদেবী দেবের চরণে,
এই সে অঞ্চলে বাঁধা নাথের পঞ্জর—
অনাথার শেষ সাক্ষী দেখ যতীশ্বর !”

প্রাণদান

দেখিলা বিস্মিতনেত্রে দেবতাসমাজ,
বিস্মিত হইলা শিব সতী সাধ্বীগণ,
কহিলা নারদ তবে—
"কি হবে হে রাণি,
কর দেখি সুবিচার অমর-সভায়।"
সরমে নোয়ায়ে মাথা কহে মায়াবিনী—
"ঋষিবর বিশ্বপতি আসীন সম্মুখে
বিচার করিবে তাঁর আজ্ঞাধীন দাসী ?
পতি তার পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া
এসেছে আমার সাথে আনিয়াছি আমি,
হরণ করেছি ব'লে বৃথা দোষে মোরে।"
শুনিয়া কহিলা শিব—
"কেন অকারণ
কহ কষ্ট দাও এই সরলার প্রাণে,
তব অভিসন্ধি আমি বুঝিয়াছি মাতঃ,
ভক্ত মম চন্দ্রধর চিরদ্বেষী তব
মায়াবিনি, সে বিদ্বেষে তাই কি সতীর
এ দুর্গতি কর তুমি ?—সাধক স্বাধীন,
সাধনার লক্ষ পথ, দেবতা-সমাজ
এক-সূর্য্য সহস্রাংশু—একের বিকাশ ;

তেমতি দেবত্ব নহে প্রভুত্ব কারণ,
নহে হিংসা দেবসেব্য, কার দোষে কারে
কহ দেখি, দাও দুঃখ! কাঁদে না পরাণ
হেরি ঐ চন্দ্রমুখ বিরস মলিন?
যে করে তোমার পূজা তারে দাও সাজা,
হেন নিঠুরতা কি গো সাজে মা তোমার?
হেরি তার পতিপ্রেম মুগ্ধ আমি তারে
করিয়াছি বর দান,—পাইতে পতিরে
পতিপ্রাণা, রাখ বাক্য আজি মা আমার
বাঁচাইয়া পতি তার স্নেহ-স্বরূপিণি।"
শুনিয়া শিবের বাণী ভাবিলা মনসা,
অবশ্য নমিবে চাঁদ মৃত পুত্র হেরি।
কহে তবে মহেশ্বরে—
"কি শক্তি দাসীর
লঙ্ঘিবে আদেশ তব দেব মৃত্যুঞ্জয়।
ইচ্ছাময় ইচ্ছা যাঁর অক্ষুণ্ণ সতত,
ব্যর্থ হবে বর তাঁর হে বরদেশ্বর?"
এত বলি পশি মায়া নির্জ্জন মন্দিরে
পড়িলা লক্ষ্মীর দেহ তাহার কঙ্কালে,
করি ক্ষীণ চরণের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি।

ডাকিয়া সতীরে তবে দেখাইয়া তার
পতি দেহ, কহিলেন—
"কেমন বিপুলা ?"
রাহুর কবলমুক্ত হেরিয়া শশীরে
ভাসেন চকোরী যথা, তেমতি সতীর
আনন্দে ভাসিল প্রাণ, ভাসিল নয়ন
অশ্রুজলে, ভক্তিভরে নমিলা চরণে
কুসুম শিশির ভরা বৃন্তে যথা নমে।
ধরি বক্ষে পতিপদ হেরি ক্ষীণাঙ্গুলি
কহিলা মায়ার পদে কাঁদিয়া বিপুলা।
"সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবময় ছিল প্রাণেশ্বর
হে বরাঙ্গি, কেন তার কৈলে অঙ্গহীন!
করুণা করিলে যদি হে করুণাময়ি,
বিকলাঙ্গ করি কিগো দিবে পতিদান ?"
রোষে উত্তরিলা মায়া—
"নির্লজ্জা রমণী,
কত পুণ্যে পেয়ে পতি যাচিছ আবার
দেহ কান্তি ? এই কি হে সতীত্ব তোমার ?
চামুণ্ডার মত সতী কহিলা গর্জ্জিয়া—
"দেবী তুমি, কি বলিব ক্ষম অপরাধ,

কহ সতি, বরমাল্য দিয়েছিনু যবে,
ছিল নাথ অঙ্গহীন এরূপ তখন ?
এখন কি কান্তি খুঁজি তোমার চরণে ?
এ দাসীর হৃতধন দিবে এ দাসীরে
তাতেও যন্ত্রণা এত, ছলনা তোমার,
অসতী নির্লজ্জা বলি নিন্দিছ আমারে ?"
এতেক কহিয়া সতী লাগিল কাঁদিতে,
কহিলা হাসিয়া মায়া—
"ত্যজ রোস মাতঃ,
ধন্যা তুমি, ধনবতী সতীত্ব রতনে,
এই দিনু পূর্ণ দেহ এই দিনু প্রাণ,
লও মা কুড়ায়ে তব সাধনার ধন ;—
চির কণ্টকিত পথে ভ্রমিয়া সাধক
সিদ্ধির আশ্রমে পশে বিধির বিধান।
চল মা শিবের পদে কহ সুসম্বাদ,
হোক্ সে প্রকৃতি গত জাগাইওনা তারে,
ঐ দেখ বহে শ্বাস—পূর্ণ কলেবর।"
মায়ার বচনে সতী আনন্দিতা হয়ে
প্রবেশিলে সভাতলে জিজ্ঞাসে মহেশ—
"কহ মা পেয়েছ তব পতির দর্শন ?"

—"মৃত্যুঞ্জয়, তুমি যদি দয়া কর দেব
কি শক্তি রাখিবে মৃত্যু প্রাণেশে দাসীর !
কি করিবে অন্ধকারে সহায় সবিতা ।"
এতেক কহিলে সতী 'জয় প্রেম' রবে
ধ্বনিল নীরব সভা, দেবতাসমাজ
বর্ষিল সতীর শিরে আশীর্ব্বাদী ফুল,
বরষে ঊষার শিরে তরুরাজি যথা ।
কহিলা মহেশ তবে—
"যাও মা স্বদেশে
পতি সনে পতিপ্রাণা করিয়া আরতি ।"
শুনিয়া মর্ত্ত্যের নাম শিহরিয়া ত্রাসে
কম্পিত হৃদয়ে সতী কহিলা শঙ্করে ।
"ক্ষমা কর এ দাসারে, দয়াময় তুমি,
এত দয়া করি কিহে ত্যজিবে হে নাথ ।
সেবক সেবিকা মত থাকিব দু'জনে
শ্রীচরণে ; কোথা যাব ? হেন রম্যস্থান
কেমনে ছাড়িয়া যাব দুর্গত ধরায় ।
সুধা ত্যজি কেবা পশে গরল-সাগরে
কহ দেব, যদি দয়া কৈলে দয়ানিধি,
দাও স্থান রাঙ্গাপদে সেবকে তোমার ।"

অগ্রসরি কহে মায়া—

"শুন মা আমার,

নহি শক্তি কারো হেথা থাকে স্বগপুরে
সশরীরে, যাও বাছা ধরায় ফিরিয়া
পতি সনে, সদা সুখে রহিবে তথায়।
তুষ্ট তোমা দেবকুল, তুষ্ট মহেশ্বর,
তুষ্ট আমি সুচরিতে,—দিনু প্রাণদান
তোমার ভাশুর গণে, যাও গরবিনি।
কহিলা পবন তবে—

"মায়ার আদেশে

অগণ্য বাণিজ্য তরী চম্পকপতির
করিয়াছি নিমজ্জিত, অধীশ্বরী তোরে
আজি করিলাম তার যাও ভাগ্যবতি।"
শেষে কহিলেন পাশী—

"আশীষি তোমায়

যশস্বিনি, মায়াদেবী শ্বশুরে তোমার
করে নির্যাতন যেই ভীম প্রভঞ্জন,
প্রসন্ন তোমারে আজি, কি সৌভাগ্য তব।
তাহার গচ্ছিত ধন যত আছে মাতঃ,
—চাঁদের নাবিক তরী, ভাণ্ডারে আমার,

প্রাণদান

চল বৎসে মর্ত্ত্যভূমে, অর্পিনু সকল,
নিব মা তোমায় আমি পরম যতনে।"
শুনিয়া দেবের বাণী কহিলা শঙ্কর—
"দৈব বলে বলী তুমি, যাও মা ফিরিয়া
কি ভয় ধরায় তব, দেব অনুগ্রহে
সংসার স্বরগ হয় একই সমান।"
এতেক কহিয়া শিব চলিলে কৈলাসে
কাঁদিয়া কহিলা সতী মায়ার চরণে।
"চায় না সম্পদ্ দাসী চায় না সম্মান,
পাইয়াছি পতিপ্রাণ তোমার কৃপায়
কৃপাময়ি, নাহি অন্য বাঞ্ছিত দাসার।
নাহি ডরি দুঃখে দৈন্যে, ডরি মা কেবল
পাছে অনাদর তব করে চম্পকেশ।"
—"দিনু বর কোন দুঃখ পাইবে না মাতঃ;
না করে অর্চ্চনা যদি চন্দ্রধর মম,
আসিবে ফিরিয়ে তুমি এই স্বর্গপুরে,
ধনে জনে পতি সনে পুনঃ যশস্বিনি।"
মায়ার উত্তরে সতী হেরে অন্ধকার,
সংজ্ঞাহীনা সভাতলে পড়িলে মূর্চ্ছিতা,
একে একে দেবগণ হল অন্তর্ধান।

দশম সর্গ



সম্মিলন

এ শুভ্র পূর্ণিমা নিশি এ মৌন প্রকৃতি,
এ অনন্ত অম্বুনিধি কৌমুদীচুম্বিত,
তব বিশ্ব নাটকের কোন্ দৃশ্য বল
হে শুভ্রবসনা বাণি, করে অভিনয়।
ভাষা অভিমানী জীব, ভাষাতীত তব
এই মহাকাব্য মাতঃ, কি বর্ণিব আমি।
কত গর্ব্ব মানবের নগণ্য অক্ষরে
গাঁথিলে অক্ষরমালা,—কলা লক্ষ্মী তুমি,
স্থাবর জঙ্গম গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলে
রচেছ কি মহাকাব্য বসিয়া নীরবে!
গাইতেছে বীণা তব অবিরাম তানে
জগতে কি ঐকতান মিলন সঙ্গীত!

সম্মিলন

—মিলনের মহামেলা অনন্ত আকাশে,
শান্ত তারারাজি শান্ত তাম্রকারঞ্জন,—
রাস-চক্র মাঝে যেন রসরাজ হরি
রাসেশ্বর, আত্মহারা সহস্র গোপিনী ;
এক প্রাণ এক গীতি লক্ষ্য পরস্পর।
তোমার বীণার তানে প্রাণ করি লয়,
তোমার বীণার মত মৃদু মৃদু নেচে,
গাইছে অনন্ত সিন্ধু বেষ্টিয়া ধরণী ;
বসুধা ঢাকিয়া মুখ আপন অঞ্চলে
ঊর্দ্ধকর্ণে শৈল-গ্রীবা করিয়া উন্নত
নীরবে শুনে সে গীতি অব্যক্ত মধুর,
অবগুণ্ঠনের তলে শ্যামল বদনে
ঈষদ চন্দ্রিকা হাসি মাঝে মাঝে ভাসে ;—
স্বরগে সাগরে শৈলে মধুর মিলন।
　　চেতনা পাইয়া সতী হেরিলা বিস্ময়ে
শায়িতা সুরম্য কক্ষে,—রম্য আভরণে
সুসজ্জিত, আলোরাশি জ্বলিছে উজ্জ্বল,
সুপ্ত পার্শ্বে প্রাণেশ্বর ফুল শয্যাতলে।
ত্যজি শয্যা উঠি ব্যস্তে চিন্তিলা—কোথায় !
প্রথম বাসরে বলি ভ্রান্তি হল মনে।

অতর্কিতে খুলি দ্বার হইলা স্তম্ভিত—
সম্মুখে বিশাল সিন্ধু অনন্ত বিস্তার,
সহস্র অর্ণবযান ভাসে মনোহর ;
পবন পাশীর বর পড়িল মনেতে,
সংশয় হইল দূর,—বুঝিলেন সতী
শ্বশুরের মগ্ন তরী ভাসিতেছে সব ;
নাই সেই দেবসভা, দেবতা সমাজ
স্বপনের মত সব গিয়েছে সরিয়ে।
দেবচক্রে স্বর্গ হারা হেরি বিপুলার
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ,—ফিরিলে নয়ন
পতিমুখে, সর্ব্বদুঃখ ছুটিল তরাসে,
পলায় আঁধার যথা সবিতৃ উদয়ে।
হীরকের শয্যাতলে সুপ্ত অম্বুনিধি,
কৌমুদী চুম্বনে মৃদু চমকি চমকি
সুপ্তি ও আলস্যে ভরা অস্ফুট ভাষায়,
কি যেন প্রাণের কথা কহে অসম্বিতে ;
নিস্পন্দ নীরব বসি তারকা সুন্দরী
পিয়ে সে সঙ্গীত সুধা ডুবি সিন্ধু হ্রদে।
হেরি আনন্দিতা সতী কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"নমস্তে করুণাময় অনন্ত হৃদয়,—

যেই দীনা অনাথিনী ডুবিয়া মরিতে
লক্ষ্যহীনা তব পদে লইল শরণ,
আজিকে সে লক্ষেশ্বরী তোমার প্রসাদে,
(কি সৌভাগ্য মানবের সম্ভবে অধিক !)
সার্থক তোমার সিন্ধু রত্নাকর নাম।
ভাগ্যবতী বটে দাসী আশাতীত ধনে,—
হে সিন্ধু ! ইন্দিরা-সুধা-বসুধা-প্রসূতি,
অর্চ্চিতে ও পদ তব কি আছে দাসীর !
যে পবিত্র ভাবরাশি পারিজাত সম
ফুটিল দর্শনে তব এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে,
লও দেব লও অর্ঘ্য অর্পিনু চরণে।"
এত বলি পোতবক্ষে ভ্রমিয়া নীরবে,
প্রকোষ্ঠে প্রবেশি পুনঃ নমিয়া বারীশে
শুইলা নাথের পাশে বাঁধিয়া কপাট ;
মনে মনে চিন্তে সতী কি দিবে উত্তর
সুধায় প্রাণেশ যদি নিদ্রা অবসানে।
কৌতুক লাগিল মনে, রহিলা লাগিয়া
মুদি আঁখি, নিদ্রাছলে থাকেন যেমতি
অলস অবশ অঙ্গে চতুরা রমণী
বহিল নিশীথানিল চুম্বি নীলজল

সন্ সন্ ; ক্রমে গুরু গর্জ্জনে জলধি
ধরিল রঙ্গিল-নৃত্য, নাচিল তরণী
সে নর্ত্তনে ; সে নর্ত্তনে ছাড়িয়া সুপ্তিরে
ফিরিয়া দেখিলা লক্ষ্মী ঘুমন্ত বিপুলা
পার্শ্বে তার। দীর্ঘ নিশি অসুপ্তা ভাবিয়া
চিন্তিলা ভাঙ্গিতে ঘুম, আবার তরণী
বিকম্পিল, ভূকম্পন ভাবিয়া মনেতে
ডাকিতে লাগিলা ধীরে বুলাইয়া হাত
ও বরাঙ্গে, তবু নিদ্রা ভাঙ্গে না সতীর ;
ব্যস্ত হয়ে খুলি দ্বার হইলা স্তম্ভিত,—
দেখিলা অনন্ত সিন্ধু গর্জ্জিছে দুর্ব্বার
চতুর্দ্দিকে, ভাসে রম্য তরণী বিস্তর,—
স্বপ্ন বলি হ'ল ভ্রম প্রথমে লক্ষ্মীর।
দেখিলা মুছিয়া আঁখি, দেখিলা তেমতি
নীলসিন্ধু, ভাসে তরী, নহে রাজপুরী
চম্পকের, নহে সেই বাসর মন্দির।
নিস্পলক স্থিরনেত্রে রহিলা চাহিয়া
সেই সিন্ধু নীল জল, সেই গরজন।
বুদ্ধির অতীত দৃশ্য, চিন্তিয়া আকুল—
এই কি সমুদ্র, না কি চম্পক নগরী

সম্মিলন

মনসার তীব্র কোপে সাগর ভীষণ।
হতবুদ্ধি, হৃতজ্ঞান, কোথা বন্ধুজন
ভাবিতেছে, ভাবিতেছে কি হবে উপায়,
জাগাবে কি না জাগাবে ভাবে বিপুলায়।
অনেক চিন্তিয়া মনে পশি কক্ষতলে,
বসি বিপুলার পার্শ্বে জাগাইলা তারে
মৃদুস্বরে, মৃদু হাসি রঞ্জিয়া অধরে
ঊষার আলোক সম জাগে সুহাসিনী।
সুধাইলা লক্ষ্মী তবে—
"হে জীবিতেশ্বরি,
ছিনু ঘুমে অচেতন, শুনেছিলে তুমি
মন্দির-বাহিরে কোন কোলাহল ধ্বনি ?
কোথায় শায়িতা—উঠ, দেখ বাহিরিয়া !"
বিপুলা—
"বাসর ঘরে" করিলা উত্তর ;
—"বহু বিভীষিকাময় নরকোলাহল
শুনেছে শ্রবণে দাসী, বহু আর্ত্তনাদ
উঠিয়াছে হৃৎপিণ্ড করিয়া বিদার
চম্পক নগরে নাথ,—কি আর কহিব !
ছিলে ঘুমে অচেতন তুমি বীরবর !"

শুনি বিপুলার কথা লক্ষ্মীন্দ্র কহিলা—
"বাসর মন্দির এই নহে ইন্দুমুখি,
ত্যজি শয্যা উঠ কান্তে, দেখ চতুর্দ্দিকে
গর্জ্জিছে ভীষণ সিন্ধু অনন্ত দুর্ব্বার,
আমরা তরণীবক্ষে অকূল সাগরে।
কোথা মাতা কোথা পিতা কোথা বন্ধুজন
কোথা রাজ্য কোথা প্রজা কোথায় চম্পক,
হায় রে সাগরগর্ভে সকলি বিলীন!
ছিল স্বপ্ন প্রাণেশ্বরি, নাশিবে আমারে
ভুজঙ্গিনী, হা কি রঙ্গ করিল বিধাতা
একটী প্রাণের তরে ধ্বংস রাজপুরী!
কি কাল নিদ্রায় কালি ঘুমানু বাসরে
কহ প্রিয়ে, কি করিব—"কহিতে কহিতে
সরিল না কথা আর, রহিলা চাহিয়া।
কহিল বিপুলা তবে কাঁদিয়া চরণে—
"ক্ষম অপরাধ নাথ, ক্ষম এ দাসীরে,
অযথা দিলাম দুঃখ ও কোমল প্রাণে
প্রাণেশ্বর, কোন চিন্তা ক'রোনা অন্তরে।
সকলি রয়েছে তব সেই রাজ্যধন,—
পিতা মাতা বন্ধুবর্গ চম্পক নগরী,

হৃত যাহা দেব বলে লভিয়াছ আজি।
এই যে তরণী বক্ষে নিয়েছি আশ্রয়,
চম্পক রাজার সেই বাণিজ্য-তরণী
গ্রাসে মহাসিন্ধু যাহা—জান প্রাণেশ্বর।
দেখ বাহিরিয়া তব সহোদরগণ
নাবিক সেনানী সহ ঘুমায় আরামে
তরীকক্ষে ;—কোন চিন্তা করিও না নাথ।
নির্ব্বাক্ হইয়া লক্ষ্মী দেখে বিপুলারে
ঘন ঘন, করে যত্ন না সরে বচন,
আবেগে কহিলা শেষে ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে—
"কি কথা জীবিতেশ্বরি কহিলে আমায়!
একি স্বপ্ন! কহ প্রিয়ে ঘুমন্ত কি আমি!
কেমনে বাঁচিল বল মৃত সহোদর,
কেমনে উঠিল তরী সিন্ধুগর্ভ ছাড়ি,
কেমনে বাসর হ'তে আসিনু সাগরে!
তুমি কি সে মায়াদেবী কহ না দয়িতে!
কে তুমি? বিপুলা, না না! কোথায় বা আমি!
এই যে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ স্বর্গীয় বিভব,
অমরার চারুশোভা অমর বাঞ্ছিত।
দুঃখ দৈন্যময় ধরা ত্যজি জীবকুল

আসে যে অলকাপুরে—এই যে সে দেশ !
যেইখানে—যেইখানে সহোদরগণ
সোদরপ্রতিম সেই নাবিক সকল
মনসার অত্যাচারে নিয়েছে আশ্রয়,
বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি,—এই যে সে দেশ !
দেবি, দেবি আর কত করিবে ছলনা,
ভ্রাতার নূতন রাজ্যে এনেছ আমারে ;—
আননি নয়নতারা সেই প্রাণাধিকা
দেহের শোণিত নদী তড়িৎপ্রবাহ
জড়ের চেতনশক্তি—বিপুলা আমার !
বিপুলার রূপে তাই হে স্বর্গীয় দূত,
দিতেছ তাপিতে শান্তি শান্তিময় ধামে।
বিপুলা, বিপুলা—না না দেবি, দেববালা,
বুঝেছি রহস্য তব আর কেন ছল।"
এতেক কহিয়া লক্ষ্মী বিপুলার পানে
রহিলেন অনিমেষে আত্মহারা হয়ে।
আকুল হইয়া সতী কহে—
"প্রাণেশ্বর,
নহে ছল, নহি দেবী, সেই দাসী তব
সেবিতেছি পা দুখানি, ভ্রান্তি কর দূর ;

সম্মিলন

নহে স্বর্গে—সিন্ধুমাঝে চম্পকপতির
ত্রিবেণী তরণী বক্ষে। ঐ দেখ নাথ,—
ঊর্দ্ধে সতারকা শশী সুনীল আকাশে,
অধে সতারকা শশী নীল সিন্ধুতলে,
ঢালিয়া জোছনাধারা অজস্র প্রবাহে,
সৃজিয়াছে এই মহা জোছ্‌না পারাবার,
চালাইতে আমাদের জ্যোছ্‌নাময়ী তরী ;—
সম্মিতা হীরকাঞ্চলা অপ্সরা-সেবিত
রত্নালোকে ঝলসিত নহে ইন্দ্রসভা।
ঐ যে অদূরে শ্বেত শুণ্ড উত্তোলিয়া
শ্বেত ঐরাবত প্রায় রয়েছে দাঁড়ায়ে,
অথবা স্ফটিকনীরা অলকানন্দার,
স্ফটিক তরঙ্গ যেন নাচিতে নাচিতে
উঠি তটে নামে নাই ভাঙ্গে নাই আর
দেখিতেছ, তরুরাজি চন্দ্রিকাপ্লাবিত
রজত সিন্ধুর এই রজত সৈকতে।
নহে পরিচ্ছন্ন ঐ সুর সুন্দরীর
মৌক্তিকের পরিচ্ছদে মন্দাকিনী ঘাট ;—
বালিময় বেলাভূমি সুধাংশু পরশে
প্রকাশে হীরকজ্যোতিঃ ; তেমতি দাসীর

সৃজিয়াছ সপ্ত স্বর্গ এ শুষ্কহৃদয়ে
বহুদিন পরে আজি প্রাণশশী মম,
—করেছ স্বর্গীয় তুমি কেন ভ্রান্তি তব।
নহে কল্পনার স্বর্গে, হে স্বর্গ দুর্ল্লভ
খুলেছ নূতন স্বর্গ তপ্ত ধরাতলে।
ঐ শুন, শুন নাথ, কি ঐ ডাকিছে—
তীরে তরুডালে বসি ঘোষে যামঘোষ,
কম্পিতেছে যামে যামে মধুর যামিনী।"—
চমকি উঠিয়া লক্ষ্মী কহিলা বিস্ময়ে—
"বিপুলা, বিপুলা তুমি, প্রাণেশ্বরী মম!
কেমনে বাসর সজ্জা আসিল সাগরে
নিমজ্জিত তরীবক্ষে, কহ শান্তিময়ি,
দাও শান্তি চিন্তাকুল প্রাণে।"

—"প্রাণেশ্বর,

কি কহিব, কহিতে যে মরম বিদরে।
যাপি নিশি বহুক্ষণ ও বাসরঘরে
তবপাশে, পরে সুপ্তি ছলিল আমারে।
দেখিনু স্বপনে নাথ দিব্যরথে করি
নিতেছে তোমায় এক অপূর্ব্ব রমণী
শূন্যপথে, জেগে উঠি পারিনু বুঝিতে

সম্মিলন

ভেঙ্গেছে কপাল মম। কাঁদিনু বিস্তর
হে নির্ম্মম, কাঁদে শ্বশ্রু, কাঁদিলা নগরী,
তবুও তোমার ঘুম ভাঙ্গিল না আর!
শেষে সর্পাহত ব'লে ভাসালে সাগরে,
ভাসিলাম ও চরণ করিয়া আশ্রয়
সিন্ধুজলে,—ঐ ক্ষুদ্র ভেলক আমার।"
এতেক কহিয়া ক্রমে কহিলা বিপুলা
পূর্ব্বকথা,—সবিস্তরে সবাষ্প গদ্‌গদে।
অদ্ভুত কাহিনী শুনি স্তম্ভিত হইয়া
নীরবি ক্ষণেক লক্ষ্মী কহিলা কাতরে,—
—"হায় রে পাষাণ আমি ননীর পুতুলে
দিয়াছিরে কত দুঃখ, হায় রে প্রেয়সি
কি লাঞ্ছনা ভুগিয়াছ অভাগার তরে।
দেবী তুমি, দেবপুরী তোমার নিবাস,
সাজে কি এ মর্ত্ত্যভূমে তোমায় কখন?
হায় রে হ'ল না ভাগ্যে দেখিতে ত্রিদিব,
ত্রিদশ ঈশ্বরগণে,—চাই না দেখিতে।
এস প্রিয়ে, এস প্রিয় দেবতা আমার,
না বুঝি কি ভেদ আছে তোমায় অমরে;
কি স্বর্গ,—সেথায় স্বর্গ যেইখানে তুমি।

এ দেহ পবিত্র আজি তোমার পরশে
হে পবিত্রে এস সতি লও বক্ষে ভরে,
এই দেহ এই প্রাণ সর্ব্বস্ব তোমার।”
ডাকিল প্রভাত-পাখী সুমধুর স্বরে,
জাগিল ঘুমন্ত ধরা ; ধীরে নিদ্রাদেবী
হাতে ধরি রজনীর সরিলা পশ্চাতে,
হেরি উপনীত ঊষা পূর্ব্বাশার দ্বারে।
জাগিল নাবিকবৃন্দ তরীতে তরীতে,
জাগিত যেমন আগে নিশি অবসানে
সুখোচ্ছ্বাসে ; চন্দ্রসুতে হেরিয়া সকলে
দাঁড়ায় নির্ব্বাক্ হ’য়ে, তাঁহারা তেমতি
দাঁড়াইলা বাক্যহীন, প্রতিমা যেমন
থাকে প্রতিমার পার্শ্বে মন্দির ভিতরে।
খুজিল কাণ্ডারীগণ রাজা চন্দ্রধরে
কক্ষে কক্ষে, নাহি দেখা, গণিয়া প্রমাদ
সুধায় বিস্ময় ভরে—
“কহ যুবরাজ !
কেমনে আসিলে হেথা ছাড়ি রাজপুরী,
কোথা প্রভু চম্পকেশ ?”
উত্তরে কুমার—

"ঘুমাইনু অন্তঃপুরে জাগিনু তরীতে
জানি শুধু এই মাত্র। শুনিয়াছি আগে
পিতৃমুখে মগ্ন তাঁর সমস্ত তরণী
ঝটিকায়, কহ দেখি কোথা ছিলে সব।"
কহিলা নাবিকপতি—
"প্রায় ধ্বংসোন্মুখ
সত্য হয়েছিল তরী ঝটিকা সঙ্কটে
পড়ে মনে, ততোধিক নাহি জানি আর।"
বুদ্ধির অতীত চিন্তা সকলের মনে
দিল দেখা, নাহি কূল, ভাবিছে কেবল,
করিতেছে ছুটাছুটি তরী বক্ষপরে,
স্বপ্নময় রাজ্যে যেন স্বপ্নের আবেশে।
কহিল বিপুলা তবে—
"উঠ প্রাণেশ্বর,
সকলে আকুল প্রাণে ছুটিছে তরীতে,
দেখ কি জাগ্রত স্বপ্ন আনিয়াছে ঊষা,—
না পায় কারণ কেহ, যাও বাহিরিয়া
তুষ আলিঙ্গনদানে সোদর সকলে,
তুষিয়া কাণ্ডারীগণে ঘুচাও সংশয়।"
চমকি উঠিয়া লক্ষ্মী ত্যজি কক্ষতল,

বন্দিল সোদরগণে একে একে সব ;
নাবিক কাণ্ডারীগণ নমিয়া লক্ষ্মীরে
সসম্ভ্রমে, সবিস্ময়ে রহিল চাহিয়া ।
সুধাইল তবে লক্ষ্মী—
"হে নাবিকপতি,
কহ দেখি কোন্ ঘাটে আসিয়াছে তরী,
কোথা পিতা মহামতি চম্পক ঈশ্বর ।"
অধোমুখে রহিল সে নাবিক সুমতি
নিরুত্তরে, জিজ্ঞাসিলা জ্যেষ্ঠ সহোদর—
"কেমনে আসিনু হেথা কহ বাছা মোর
জান যদি, এ প্রভাতে জাগিনু সকলে,
পিতা মাতা বিনে সব ভ্রাতৃবন্ধুগণে
দেখিতেছি একে একে, হৃতজ্ঞান সব,
কোথা হ'তে কোথা যাব জানি না কেহই,
সবিস্ময়ে পরস্পরে হেরিতেছি শুধু !
বল বৎস জান যদি কি নিগূঢ় কথা,
কোথা মাতা কোথা পিতা কেমনে হেথায়।"
ভ্রাতার উৎকণ্ঠা হেরি ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস
লক্ষ্মীন্দ্র গদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলা
মনসার প্রতিহিংসা পিতা চম্পকেশে ।—

সম্মিলন

কি রূপে করিল ভস্ম,—সে বিদ্বেষজাত
ভীষণ দাবাগ্নিশিখা—স্নেহময়ী মার
পল্লবিত কুসুমিত হৃদি বনস্থলী,
নন্দনকানন যথা দৈত্যের পীড়নে ;
কি রূপে গ্রাসিল সিন্ধু বাণিজ্য তরণী।
আবার কি রূপে প্রেমশঙ্খের আহ্বানে
ছাড়ি অন্তঃপুর, ছিঁড়ি সহস্রবন্ধন
জাহ্নবীর বেগে সতী পশি স্বর্গপুরে
বাঁচাইলা দয়াবতী চন্দ্রবংশধরে,
রক্ষে ভাগীরথী যথা মৃতসঞ্জীবনী
সুধাধারে শাপগ্রস্ত সগর-সন্তানে।
স্তম্ভিত হইল সব শুনি লক্ষ্মীমুখে
মানবের সাধ্যাতীত ঘটনা আমূল।
আনন্দে সতীর জয় ঘোষিল সকলে,
নাচিল প্রশান্ত সিন্ধু সে মহা উল্লাসে।
চম্পাকে চলিল তরী তুলি শুভ্রপাল
সুস্থির নীলাম্বুরাশি করি তরঙ্গিত,
বিস্তারিয়া শ্বেতপক্ষ সুমন্দ বাতাসে
শরতে কাদম্বা যথা উড়ে নীলাম্বরে।
চলিছে তরণী আগে লক্ষ্মী বিপুলার,

বহু দিন পরে আজি শুভ সম্মিলন,—
খেলিছে যুগল প্রাণে আনন্দলহরী
সরিৎ-সিন্ধুর পূত সঙ্গমে যেমতি।
কখন বাজায়ে বীণা গাইছে সঙ্গীত,
কখন দেখায় সতী প্রিয় প্রাণেশ্বরে
সিন্ধু-মাঝে আপনার দুঃখ-লীলা-স্থলী ;
কখন আঁকিলা সতী পতির আদেশে
মনোহর চিত্ররাজি, সুধাকর যথা
আঁকে জলধির বুকে আপনার ছবি।
—প্রথম বাসর ঘর, পশ্চাতে তাহার
সিন্ধুনীরে মান্দাসের বক্ষে আপনারে,
তার পর দস্যুরণ, চতুর্থে আঁকিলা
নেতার মিলন ঘাটে কাতর রোদন,
পঞ্চমে অমর সভা যত দেবগণ,
প্রাণদান বরদান আঁকে যথারীতি,
পরে সম্মিলন চিত্র সবাকার সাথে।
চিত্র সন্দর্শনে লক্ষ্মী কম্পিত হৃদয়ে,
ভয় ভক্তি ক্ষোভ স্নেহ লজ্জা ও বিস্ময়ে—
"সে কি তুমি প্রাণেশ্বরী!" কহিতে কহিতে
চিত্রপুত্তলিকা সম রহিলা চাহিয়া।

একাদশ সর্গ



পরিচয়

দ্বিতীয় প্রহর দিবা, মৌন অংশুমালী
জ্বলিছে আপনি নীল মধ্যাহ্ন আকাশে,—
আলিঙ্গিছে নীলসিন্ধু সহস্র বাহুতে
অংশুমালা, লক্ষ শির আনন্দে তুলিয়া
বিজ্ঞাপিছে প্রতিদান অধীর জলধি।
চুম্বিতেছে কোটি শিরে কিরণলহরী
নীরধির, কোটি স্রোতে সাগরজীবন
সৌরকররাজি সনে যেতেছে মিশিয়া।
দিশাহারা সমীরণ মাতিয়া উল্লাসে
ঘুরিতেছে বিশ্বতলে বহি সে বারতা।
—লতাগুল্মে ঢাকি শৈল ভাবিছে নীরবে
গহ্বরে কি ঘন-গর্ভে লুকাবে কোথায়।

উত্তরিল তরীকুল চম্পকনগরে
একে একে, উঠে কূলে সাগর-সন্তরি
রাজহংসদল যথা সন্ধ্যাসমাগমে।
নাবিক নঙ্গর ফেলে, কেহ মাপে জল,
বাঁধে পাল, টানে রশি কেহ ক্ষিপ্র করে,
উঠিল সমুদ্রতীরে মহা হুলুস্থূল।
গোষ্ঠে ফেলি গাভীদল ছুটিছে রাখাল,
মিলিছে আবাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী,
হেরিতে ও মহাসজ্জা অদ্ভুত তরণী।
কেহ কহিতেছে দুঃখে—

"হায় রে যখন
ছিল রাজা চন্দ্রধর প্রবল প্রতাপ,
দেখিয়াছি কত তরী কতই সুন্দর
এ বন্দরে, কত ছন্দে গাইত নাবিক,
ছিল পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ আনন্দ উল্লাসে।"
কেহ বা কহিছে খেদে—

"ভাসিল যে দিন
রাজবধূ সঙ্গে করি প্রাণপতি শব,
কত লোকে লোকারণ্য, কত নরনারী
এসেছিল এই স্থানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

কেমন সাহসে বালা ভাসিল সাগরে
নাহি জানি, ভাসাইল বিষাদে চম্পক,
শূন্য হল রাজপুর—কোথায় সে সতী।”
কেহ কহে—
“ও নাবিকে চিনি যেন বেশ,
ছিল সে রাজার কাজে।”
কেহ কহে পুনঃ
“ও তরীটি ঠিক যেন রাজার সিংহলী।”
চিন্তিয়া আকুল কেহ—
“আবার কাহার
আসিল কি যুদ্ধতরী আক্রমিতে পুরী!”
কেহবা কাঁদিছে ভয়ে—
“কি হবে উপায়,
উঠি সৈন্যদল যদি করে অত্যাচার,
কে রক্ষিবে ধনপ্রাণ,—হৃতবল রাজা”।
শুনি বৃদ্ধ চাষী কহে—
“কি চিন্তা কাহার,
সর্ব্বস্বান্ত অধিপতি গৃহশূন্য প্রজা।”
এরূপে প্রাণের কথা কহি পুরবাসী,
ধীরে ধীরে ছাড়ি ঘাট করিল প্রস্থান।

লক্ষ্মীন্দ্র জিজ্ঞাসে তবে জ্যেষ্ঠ সহোদরে
"কহ দাদা, প্রচারিতে মায়ার আদেশ
কে যাইবে রাজপদে।"
উত্তরে সোদর—
"আমরা সকলে মৃত বিনে বধূ মম
জানে পিতা, তবু যদি যাই ও চরণে
মায়ার ছলনা ব'লে হবে না প্রত্যয়।
হে বৎস জীবন দান করিলেন যিনি
দয়াবতী, মুগ্ধ শিব যাহার গুণেতে,
কি সাধ্য অপরে বল শিবের সেবকে
বাঁধিবেন পিতৃদেবে স্নেহের বন্ধনে।
বধূ যদি করে দয়া তাহলে সকলে
দেখিব জনমভূমি জনক জননী
প্রিয় পুরবাসিগণে এ প্রবাসিগণ,
নতু চিরপ্রবাসের প্রবাসী আমরা।"
শুনিয়া সোদরে লক্ষ্মী বিষাদিত মনে
সুধাইলে বিপুলারে, হাসি কহে সতী—
"কোন্ কণ্টকিত ফুল কণ্টকিত বনে
ফুটে আছে, চয়ন না করিবে এ দাসী
অর্চ্চিতে বাঞ্ছিত পদ,—কি চিন্তা হে নাথ।"

এত বলি পতিব্রতা উঠিলা কূলেতে
শশী যথা নীলাম্বরে সিন্ধুগর্ভ ছাড়ি।
নীরবে আরোহিবৃন্দ লাগিলা হেরিতে
বিপুলারে, ভাবে সবে—

"সার্থক নয়ন,
কি কাজ দেবের বরে,—এই দেবোপমা
পরশে বাঁচাতে পারে কোটী মৃত জীব।"

একাকিনী পদব্রজে চলিলা রূপসী,
প্রবাসী নাবিকগণ চাহিলা কাতরে
পথপানে, ধ্রুবমুখে সাগরে যেমতি
চাহে নিত্য বহে যদি প্রতিকূল বায়ু;
রহিলা পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ যেমন,
শত মনোরথ রুদ্ধ করিয়া হৃদয়ে।
সুধাইছে পরস্পরে—

"যদি চন্দ্রধর
না করে মায়ার সেবা কি হবে উপায়!
কহ দেখি, সহিবে কি পরাণে আবার
ফিরিতে সাগরে পুনঃ উত্তরিয়া ঘাটে!
ঐ দেখ বৃদ্ধ বট বিস্তারিয়া শাখা
ডাকে যেন, দেখা যায় দরিদ্র কুটীর

পাশে তার, পশে কাণে থাকিয়া থাকিয়া
প্রেয়সীর সুধাকণ্ঠ শিশুর সম্ভাষ ;
মাঠেতে ডাকিছে গাভী, বিহঙ্গ উড়িছে
ঝাঁকে ঝাঁকে, ঐ বুঝি শিশুটী আমার
ঘুরে গোষ্ঠে।   কহ দেখি কি হবে উপায়
কূলে আসি ভাসি যদি অকূল সাগরে।”
পূর্ণিমা নিশিতে শশী ঢাকিলে বদন
মেঘাম্বরে, তারাদল আকাশে যেমতি
নীরবে ও মুখপানে হেরে অনিমিষে
কভু ঘনাবৃত কভু মেলিয়া নয়ন ;
তেমতি সমস্ত তরী সতীর প্রস্থানে
আশা নিরাশায় ঢাকা ভাসে সিন্ধুজলে,
হর্ষ বিষাদের ছায়া হৃদে যুগপৎ।
কোথায় বিপুলা আজি চলিয়াছ তুমি
কহ দেখি, সে চম্পক আছে কি এখন !—
ঐ যে হেরিয়াছিলে বিবাহ নিশিতে
আলোক উজ্জ্বলা পুরী, সজ্জিত সৈনিকে
সুরক্ষিতা, সুসজ্জিতা প্রাসাদে মন্দিরে,
সুগন্ধ কুসুমভরা সহস্র উদ্যানে !
ছিল রাজা ছিল মন্ত্রী ছিল সিংহাসন

সমুজ্জ্বল, ছিল বন্দী গাইত সঙ্গীত !
হে সতি, অমিততেজা শ্বশুর তোমার
শাসিত যখন এই চম্পকনগরী
পূর্ণতেজে, ছিল লক্ষ বাণিজ্যতরণী,
ছুটিত সাগরবক্ষ করিয়া বিদার,
—বৈজয়ন্ত ধাম যেন ছিল মর্ত্ত্যভূমে।
শেষে ধ্বংসশেষ তুমি দেখেছিলে যাহা
বরাননে, নির্ব্বাপিত হোম শিখা প্রায়,
আজি তাহা ভস্মশেষ—কোথায় চলেছ।
মনে আছে সে মন্দির বাসর তোমার,
মর্ম্মদ্রাবী অশ্রুবিন্দু ঝরেছিল যাতে,
শিখেছিলে মহামন্ত্র 'প্রেমমৃত্যুঞ্জয়'
যে মন্দিরে—যার বলে অমর বিজয়ী !
মনে করে দেখ সতি তাহার প্রাচীরে
ছিল কত মরকত চারু হীরা মণি,
ছিল কত সেনাপতি সৈনিক প্রহরী
সে রাত্রে—সে কাল রাত্রে বেষ্টিয়া তাহায়,
হায় রে কোথায় আজি সে রম্য ভবন।
হা লক্ষ্মি যখন তুমি ত্যজিয়া চম্পক,
লইলে শরণ দেবি নীল সিন্ধুজলে

ম্লানমুখে, সেই ছবি হেরিয়া তোমার
ডুবিল চম্পকলক্ষ্মী তোমার পশ্চাতে।—
দুরন্ত সামন্তরাজা আক্রমিল পুরী
তীব্রতেজে, হৃতবল ভীষণ সমরে
চম্পকেশ, পৌরজন রয়েছে কেবল
দেখাইতে স্মৃতিচিহ্ন তোমারে হে সতি।
নাহি ধন নাহি জন নাহি সিংহাসন,
জঙ্গল কণ্টকাকীর্ণ সোণার চম্পক!
ঘুরিতেছে ফেরুপাল দিবসে নিশিতে
সে মন্দিরে, সে উদ্যানে মায়ার ছলনে!
কি দেখিবে আজি সতি!—শাশুড়ী সনকা
ঘুরিতেছে দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ঘুরে যথা ছিন্ন মেঘ বরষার কালে
লক্ষ্যহীন, পবনের আঘাতে আঘাতে।
শাখাচ্যুত লতা যথা লুণ্ঠিয়া ধূলায়
মৃত্যুরে খুজিয়া ঘুরে, বিশুষ্কহৃদয়া
ভাগুর কামিনীগণ রয়েছে তেমতি।
আর চন্দ্রধর—বিদলিত বনস্থলে
ঝটিকান্তে ছিন্ন-শাখা শালবৃক্ষ যথা,
অথবা মন্থনশেষে নীলকণ্ঠ সম,

পরিচয়

কণ্ঠে ধরি কালকূট—অচল অটল।
এস সতি, এস ত্বরা ঐ তরুতলে,
ঐ যে শাশুড়ী তব তমস-আবৃতা
শোভে ধরণীর মত মলিন বদনে,
অধোমুখে ঝারে অশ্রু, এস সঞ্জীবনি
সুহাসিনি ঊষাবতি, নমি ও চরণে
দাঁড়াও সম্মুখে তাঁর, সরাও আঁধার,
মুছ আঁখি দাও হাসি অধরে সত্বর !
  উত্তরি চম্পকে সতী বসি তরুতলে
কোন্ পথে রাজপুরী লাগিলা ভাবিতে।
ছিল যাহা জনস্রোতে সতত প্লাবিত
হা বিধাতঃ, জনশূন্য আজি রাজপথ,
নাহি পান্থ সুধাইতে পুরীর বারতা।
দেখিতে লাগিলা সতী চারিপাশে তার
ঘন ঘন, নাহি জন, শুধু তরুরাজি
নীরবে চাহিয়ে আছে ও বদন পানে,
কি যেন দুঃখের কথা নাহি সরে মুখে !
হঠাৎ পড়িল চোখে অদূরে তাহার
ভগ্ন মঠ,—নাচে মৃদু-কণ্টক-লতিকা,
পরিহাস করে কাশ-কুসুম-নিকর

সদর্পে উঠিয়া শিরে। সরিয়া নিকটে
দেখে সতী জীর্ণ শীর্ণ শত অট্টালিকা
লুণ্ঠিত ধূলায় তথা, ফাটলে ফাটলে
বায়স শকুনী শ্যেন লভিয়া আশ্রয়
কেহবা নিযুক্ত উপনিবেশস্থাপনে,
সাম্রাজ্য বিস্তারে কেহ, প্রতিদ্বন্দ্বী সনে
কেহবা সংগ্রামে রত, চলিছে কোথায়
কূটতর্ক মন্ত্রি-সভা করি আলোড়িত।
সর্ব্বস্বান্ত চন্দ্রধর শুনেছিল সতী
সিন্ধুতীরে, ভগ্নপুরী হেরিয়া সম্মুখে
সে রাজভবন বলি করিলেন স্থির।
কুণ্ঠিত হৃদয়ে সতী যতই দেখিল
চারিদিক্, তত বুক লাগিল ভিজিতে
অশ্রুধারে, ক্ষুণ্ণ মনে খুজিলেন পথ।
কোথা পথ! লুপ্ত সব লতাগুল্মদলে!
ছায়াপথে শশী যথা লাগিলা চলিতে
ক্ষীণ রেখা ধরি সতী, কাঁদিল পরাণ
কিরূপে হেরিবে ঐ পুরবাসিগণে।
হেরি তাঁরে ফেরুপাল ছুটিল পলায়ে
ভগ্ন মঠে, কোথা কাক যেতেছে উড়িয়া

ছাড়ি নীড় ; যত পুরে লাগিল পশিতে,—
কোথা পেচকের কণ্ঠ, কোথায় অজ্ঞাত
অশ্রুত কর্কশ ধ্বনি উঠিছে ভীষণ।
সুগন্ধ কুসুমভরা উদ্যান যতেক
ধুস্তূর কেতক দ্রোণে গিয়েছে ডুবিয়া ;
বেল যুঁই গোলাপের ভগ্ন শাখাদল
মাঝে মাঝে যায় দেখা, জলমগ্ন যথা
কর বাড়াইয়া থাকে উদ্ধারের তরে।
সরসী শৈবালাবৃতা,—বিধবা যেমতি
যৌবন ঢাকিয়ে থাকে কাষায় বসনে।
সাহসে ভরিয়া বুক চলে দয়াবতী,
শ্রাবণে অনিল-স্রোতে গম্ভীর বদনে
করকা-শীকর-গর্ভা কাদম্বিনী যথা।
দেখিতেছে চারিধারে (কোথাও কুটীর
আছে ক্ষুদ্র জীর্ণ শীর্ণ, বাজে কিনা কাণে
মানবের কণ্ঠস্বর) ঝরিছে নয়ন
অবিরত, হেরি ঐ দুর্দ্দশা পুরীর।
অগ্রসরি কতদূর দেখিলা কুটীর
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, দৈন্যভরা ঋষির আশ্রম
নিবিড় অরণ্যতলে বিরাজে যেমতি।

আশ্বস্ত হইয়া সতী উত্তরি নিকটে,
দেখিলা রমণী এক শীর্ণা চীরবাসা,
জীর্ণ কুটীরের ধারে বৃক্ষের তলায়
বসিয়াছে সংজ্ঞাহীনা, ঝরিছে নয়ন,
কি এক অস্ফুট ভাষা বিরস বদনে।
শিথিল উড়িছে বাস, রুক্ষ কেশভার,
উড়িতেছে ধূলারাশি বদন মণ্ডলে
করি পাণ্ডু, লক্ষ্যহীনা রয়েছে বসিয়া।
ধীরে বিষাদিনী পাশে সরিলা বিপুলা,
সরে নিশীথিনী পাশে উষাবতী যথা।
চিনি সতী সংজ্ঞাহীনা শ্বশ্রু সনকারে,
নমি দুঃখিনীর পদে, বসিয়া নিকটে
সুধাইলে পুনঃ পুনঃ, মেলিয়া নয়ন
কহিলা সনকা তবে—
"কে তুমি হে মাতঃ ?
কহ দেখি কোথা হ'তে আসিলে এ পুরে
দুঃখিনীর,—এ নিশীথে কে শশী মা তুমি।
এ তুচ্ছা দীনার পাশে নাহি আসে কেহ
ঘৃণায়, একটী প্রাণী না দেখি নয়নে
কহিতে মনের কথা, হায় মা বাছনি,

হৃতধন হৃতজন দুঃখিনীর পদে,
কে তুমি আদর করি নমিলে সরলে !”
শুনি সনকার বাণী উত্তরিলা সতী,—
“এ দাসী মা বহুদিনে আসিয়াছে কূলে
বহু ভাগ্যে, বহু ঝড় ঝটিকা তুফানে
ভাসিয়াছে সিন্ধুজলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
লক্ষ্যহীনা ; দেবকৃপা রক্ষিয়া দাসীরে
দিল কূল,—খুজিতেছে আশ্রয় চরণে।”
কাঁদিয়া উঠিলা রাণী শুনি বিপুলায়—
“কে তুই মা পূর্ব্ব স্মৃতি এলি জাগাইতে
অভাগীর, এই পোড়া জীবন-কাহিনী ।
আছে যেন ফুটি মাগো ও চাঁদ বদনে,
শশাঙ্কের বক্ষতলে লাঞ্ছন যেমতি ।
তোর মত ছিল মোর সুবধূ বিপুলা
সুলক্ষণা গুণবতী, ফাটেরে পরাণ
কহিতে সে দুঃখ কথা, গত বহু দিন
ভাসিল দুঃখিনী মোর অকূল সাগরে
একাকিনী, মৃতপতি করিয়া আশ্রয় ।
শুনেনি বারতা আর কোথা লক্ষ্মী মোর
গেল ভাসি, অভাগিনী শ্বশুরে ভাসিতে

দুরাশায়, দয়া স্নেহে দিয়ে বিসর্জ্জন ;
হায় মা মৃতের তরে হারাই জীবিতে।
একাকিনী ভাসে হেরি, এ কনকপুরী
ছাড়ি লক্ষ্মী গেল চলি তাহার পশ্চাতে
সেই দিন, রবি শশী আসিল ফিরিল,
ফিরিল না কোন লক্ষ্মী দুঃখিনীর পুরে।
এই যে দেখিছ হেথা অরণ্যের মত,
ছিল এথা রাজপুরী, এই ভিখারিণী
ছিল রাণী, ছিল সপ্তপুত্রের জননী,
আজি যে মা শূন্য কোল শূন্য বন্ধুজন।
মা ব'লে ডাকিবে আসি বিপুলা আমার
পুত্রসহ, দুরাশায় উঠিয়া প্রভাতে
বসি এই তরুতলে, ফিরিমা সাঁঝেতে
শূন্য মনে। এইরূপে প্রভাত প্রদোষ
গেল কত, নাই আশা তবু নিত্য আসি,
নয়ন হইল অন্ধ চাহি দূর পথে।
বিহঙ্গ ডাকিলে ভাবি বিপুলা আমার
ডাকে যেন, ছুটে যাই পত্র সঞ্চালনে।
কোন সিন্ধু নীরে বল তুই মা দুঃখিনী,
পড়ে ছিলি ঝঞ্ঝা ঝড়ে, পড়েছে কি চোখে

মৃত দেহ সাথে ভাসে বিধুরা রমণী ?"
কহিতে মূর্চ্ছিতা রাণী পড়িলা ভূতলে।
দেখিয়া কাঁদিল প্রাণ বিপুলা সতীর,
আত্মগোপনের যত্ন হইল নিষ্ফল ;—
দয়াবতী নির্ঝরিণী শৈলাবগুণ্ঠন
মানে কভু ? ম্লানমুখী হেরিয়া সন্ধ্যারে
উঠে ছাড়ি সিন্ধুতল চন্দ্রমা যেমতি,
উঠি সতী তুলি কোলে কহিলা রাণীরে,
"উঠমা, উঠমা রাণি, বিপুলা তোমার
ডাকিতেছে, মেল আঁখি চাওমা দাসীরে।"
পশিল ও মৃদুধ্বনি সনকার কাণে
সুধা সম, উষা স্পর্শে পদ্মিনী যেমতি
লভে শক্তি ধরে কান্তি, তেমতি উঠিয়া
চুম্বি বিপুলার শির সুধাইল রাণী—
"কহ মাতঃ কোথা বাছা লক্ষ্মীন্দ্র আমার।"
—"এসেছে, এসেছে মাগো ভাশুর সকল,
শ্বশুরের মগ্ন-তরী নাবিক সেনানী।"
সনকার হাতে যেন আকাশের চাঁদ,
আনন্দে সুধায় রাণী—
"কহ সুধামুখি !

কোথা তারা মা আমার, জুড়ালে শ্রবণ,
করি দয়া দুঃখিনীর জুড়াও নয়ন।”
কহিলা বিপুলা সতী—
“আছে দেবাদেশ—
পূজেন মনসা যদি শ্বশুর সুমতি
থাকিতে সকলে মোরা, নতুবা ফিরিতে,
দেবপুরে, আসিয়াছে তাই মা এ দাসী
নিবেদিতে রাজপদে, কর সুবিধান
জ্ঞানবতি, কি হবে মা অধীরা হইয়া,
আছেন সকলে ঘাটে কুশলে তরীতে।
হৃত সুধা লভি যথা মন্থনে দেবতা,
তথা আনন্দিতা রাণী, উন্মুক্তা কবরী
ছুটিলেন অন্তঃপুরে, রুদ্ধ কণ্ঠস্বর
বারিভরা কুম্ভ যথা সলিল ভিতরে,
অঙ্গুলি সঙ্কেত করি ডাকে পুরজনে।
একে একে বধূগণে বন্দিয়া বিপুলা,
কহিয়া সে সুসম্বাদ আঁকিলা সবার
হাসির কিরণ রেখা মলিন বদনে,
আঁকে যথা সৌদামিনী তমিস্র নিশিতে।

দ্বাদশ সর্গ



শান্তি

প্রায় অবসান দিবা, সম্বরি কিরণ
শান্তি আশে সন্তাপিত তেজস্বী তপন
চলিয়াছে ধীরে ধীরে ;—শান্তি-পারাবার
প্রসারি অনন্ত বাহু তরঙ্গ নিকর,
বিস্তারি বিশাল বক্ষ আছে প্রতীক্ষায়।
শীতলি উত্তপ্ত ধরা বহিলে সমীর,
লভি সংজ্ঞা বসুন্ধরা মেলিলা নয়ন
আনন্দে, জুড়াবে আঁখি করিয়া দর্শন
কুমুদ রজনী-গন্ধা বেলী গন্ধরাজ
প্রাণের কুসুম-রত্ন ;—ভাবেনি স্বপনে
ঘোর অন্ধকার তার আছে অপেক্ষায় !
বধূগণ সঙ্গে করি চলিলা সনকা

মহেশ মন্দির মাঝে যথা চন্দ্রধর।
করিতেছে বৃদ্ধ চাঁদ পূজার উদ্যোগ,
হেন কালে বন্দি পদ বধূগণ সহ,
আনন্দে কহিলা রাণী—
"শুন ভাগ্যধর,
উদয় সৌভাগ্যাকাশে লুপ্ত দিবাকর
হে নাথ তোমার আজি, হে নাথ আমার
এ দগ্ধ উদ্যানবক্ষে ফুটিয়াছে ফুল।
এই তব ভাগ্যবতী সুবধূ বিপুলা,
এই সঞ্জীবনী সুধা, এনেছে বাঁচায়ে
মৃত সপ্ত পুত্রগণে, হে কান্ত তোমার
আসিয়াছে মগ্ন তরী নাবিক সেনানী।"
কহিতে বামার কণ্ঠ হ'ল অবরোধ,
নয়নে ঝরিল অশ্রু। উত্তরিল চাঁদ—
"হয় কি সম্পদে সুখে অধীরা সজনি,
বিধাতা করেছে দয়া, বিধাতার পায়
নমস্কার করি সতি আনহ সকলে।
কিসের সৌভাগ্য মম কহ সুবদনে,
পূর্ণ হবে ইচ্ছাময় ইচ্ছা বিধাতার,
তুচ্ছ কীট তুচ্ছ আমি, আমার কি শুভ,

কি শক্তি বাঁচাবে বধূ মৃত পুত্রগণে।”
কহিলা সনকা তবে—
“দেবের কৃপায়
লভিয়াছে বধূ তব হৃত-পুত্রধন
গুণনিধি, দেবাদেশ আছে বিপুলায়
যদি মনসার পূজা করহে সুমতি,
তা’হলে থাকিবে সব, নতুবা ফিরিবে।
তাই আসিয়াছে বধূ রাখিয়া সবায়
ঘাটে তব তরীবক্ষে, করহ আদেশ
আনি আশু পুত্রগণে জুড়াই জীবন।”
শুনি সনকার বাণী চাঁদের শরীর
শিহরিল, জটাজুট কাঁপিল মস্তকে,
ঝরিল হাতের ফুল বিল্ব-পত্র-দল
ভূতলে, বিস্ময়ে চাঁদ ত্যজিয়া অজিন
সুধাইলা সনকারে—
“কি কহিলে সতি,
আদেশিছে মহেশ্বর পূজিতে মনসা!
অই মুগ্ধে, পুত্রস্নেহে উন্মাদিনী তুমি,
করেছ বিশ্বাস তাই, পারনি বুঝিতে
মায়ার চাতুরি জাল ; কভু কি সম্ভবে,

অর্চ্চিতে অবিদ্যারূপা মনসার পদ
আদেশিবে দাসে তাঁর জ্ঞানময় শিব ?
বিষম আদেশ অহো ! কি বিষম কথা !
গেছে পুত্র গেছে বিত্ত কি ক্ষতি আমার,
কি বা নিত্য আছে এই অনিত্য সংসারে।
কোথা রে বিপুলা মোর, এস মা নিকটে
এ সঙ্কটে, কহ সত্য কাহার আদেশ,
বৃথা বন্য পাখী ধরে বেঁধো না শৃঙ্খলে।"
সলজ্জা কহিলা সতী—

"শিবের আদেশে
করেছে মনসা তব সর্ব্বস্ব অর্পণ
এ দাসীরে নরবর, "মায়ার আদেশ"
আছে পিতঃ, কেন বৃথা ছলিব তোমায়।"
নির্ব্বাক্ হইয়া চাঁদ দেখিলা বধূরে
ঘন ঘন, নাহি শক্তি করে অবিশ্বাস,
নাহি শক্তি কি উত্তরে—

"হা শম্ভু শঙ্কর,
কি লীলা তোমার প্রভু কহ এ দাসেরে।"
কাঁদিয়া কাঁদিয়া চাঁদ বসিলা পূজায়।
সবধূ সনকা মনে আশ্বস্ত হইয়া,

শান্তি

বসিলা মন্দির ছাড়ি দূরে বৃক্ষমূলে
ডুবি বিরূপাক্ষ-পদে। সতীর অঞ্চলে
ভাশুর কামিনীগণ দেখি চিত্ররাজি
শুধাইলে, দেখাইয়া একে একে সব
কহিলা আমূল তত্ত্ব, স্তম্ভিত নয়নে
রহিলা রমণীগণ বিস্ময় মানিয়া।
দেখিয়া সনকা মাতা জীবন্ত মুরতি
পুত্রগণে, বার বার ধরিলা বক্ষেতে,
বার বার চুম্বি শির ফেলে অশ্রুজল,
রোষে বাক্যহীন পুত্রে জননী যেমতি
দোলায় অঞ্চলে তুলি চঞ্চল পরাণে।
ধ্যানমগ্ন চন্দ্রধর কহিলা আবার—
"এ দুর্গতি কেন ভোগে কহ চন্দ্রধর
চন্দ্রধরে, যদি মায়া আরাধ্যা দাসের ?
কেন এ কাঞ্চনপুরী করিনু শ্মশান
হে শ্মশানবাসি,—নহে ও চরণ আশে ?
কেন হে অনন্যমতি সেবিনু তোমায়
মহেশ্বর, অরবিন্দে গুঞ্জরি আকুল
মকরন্দ লোভে যথা মুগ্ধ মধুকর।
ধরিতে কি কালকূট কণ্ঠে অবশেষে,

মন্থিনু চরণ সিন্ধু নীলকণ্ঠ তব !
না-না-প্রভু, পারিব না, পারিব না আমি
তোমার নৈবেদ্য পুনঃ দিতে মনসারে
হে মহেশ, নাহি কাজ মায়ার আদেশে।
চাই না চাই না আমি, লইব না ফিরে,
ফিরে যাক্, ফিরে যাক্, বিশ্ব বিনিময়ে
বরেণ্য শরণ্য মম নহে কি ও পদ।
তুষ্ট যদি আশুতোষ মনসারে তুমি
প্রচার অর্চ্চনা তার, এ প্রাণ থাকিতে
নমিবে না ও চরণে তোমার সেবক।
এই দেহ এই মন সর্ব্বস্ব চরণে
করিয়াছি সমর্পণ, বাকিমাত্র প্রাণ,
লও আজি বিরূপাক্ষ দক্ষিণা তোমার।
পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন আমি, দীন চিত্তে তবু
নাহি শঙ্কা হে শঙ্কর বঞ্চিবে আমারে !—
ভস্ম তব অঙ্গরাগ, ভালে বৈশ্বানর,
বিষকণ্ঠ বৃষধ্বজ ভুজঙ্গ ভূষণ।
তুমি হে কপর্দ্দী, আমি শূন্য কপর্দ্দক
রহিব, চাহিনা রাজ্য সন্তান সম্পদ,
নিস্তার বিপদে আজি শিব শুভঙ্কর।"

এতেক কহিয়া চাঁদ কাঁদে উচ্চরবে
সে মন্দিরে, শুনি বধূ সনকা সুন্দরী
সকলে আকুল চিত্তে উত্তরিল তথা।
পুত্র স্নেহে বদ্ধ ভাবি বৃদ্ধ নরপতি,
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস, পরে কহিলা মহিষী।
"সরিৎ জনমে নাথ জানি শিলাতলে,
নহে এ বিচিত্র তব করুণ ক্রন্দন
প্রাণেশ্বর,—বিলাপের এই কি সময়?
সহে না এ অভাগীর তাপদগ্ধ মনে,
আছে ক্ষুব্ধ বাছাগণ ঐ সিন্ধুকূলে
তব আজ্ঞা পানে হেরি; কর আজ্ঞা, দাসী
এ শুভ সন্দেশ বহি পশি ও বন্দরে,
কেবা থাকে অন্ধকারে দূরে রাখি আলো।"
ধীরে উত্তরিলা চাঁদ—

"ক্ষমা কর প্রিয়ে,
পারিব না, পারিব না ছাড়িয়া মহেশে
অন্তিম ভরসা শিবে সেবিতে মনসা।
কোন লোভে জ্ঞানমূর্ত্তি মুক্তিপদ হরে
ছাড়ি জ্ঞানবতি, কহ পূজিব মনসা।
পাবে পুত্র পাবে বিত্ত সরাজ্য সম্মান,

এই ত মায়ার দান,—ততোধিক নয় !
ভেবে দেখ, চির স্বত্ব তাতে কি তোমার।
এ দেহ নশ্বর তুমি জান প্রাণেশ্বরি,
এই ত অশীতিপর, কাল সিন্ধু মুখে
উপনীত দুইজন, জীবন-প্রবাহ
অচিরে থামিবে মুখ্খে, কি সন্দেহ তার।
শক্তি বল পুত্র বল বিত্ত বল প্রিয়ে,
সুখের আস্পদ সুধু উন্মাদ যৌবনে,
স্থবিরের যোগ্য নহে, তাই আর্য্য-নীতি—
পঞ্চাশোর্দ্ধে বানপ্রস্থে করিবে প্রস্থান।
যুগান্ত-পূজিত বিধি লঙ্ঘিয়া আমরা,
সংসার-অরণ্যে কেন লইব শরণ।
ছাড়ি চন্দ্র-কিরীটিনী সন্ধ্যার আরতি,
প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন-রবি কর আবাহন ?
না পূজি মনসা যদি, ধন পুত্র সব
যাবে ফিরে—সে আদেশ, বল দেখি সতি,
পূজিলে কি চিরদিন রহিবে সকলি ?
তবে প্রিয়ে, এ অনিত্য অলীক স্বপনে
কেন মুগ্ধ হব আজি ত্যজি নিত্য পদ ?
কোথায় যাবে ফিরে তারা ? বনে মরুস্থলে

সাগরে সঙ্কটে নহে, সেই স্বর্গপুরে—
নরের চরম লক্ষ্যে, কি চিন্তা তোমার।
ফিরে যাক্ নিত্য সুখে, অবোধ সন্তানে
অনিত্য মায়ার পাশে করোনা বন্ধন,
বাঁধিও না আপনারে, দুর্গত আমরা
জনকজননী তার যাব পাছে পাছে,
মিলিব বিচ্ছেদ-শূন্য ও পবিত্র পদে,
ভুঞ্জিব অমোঘ শান্তি শান্তিময় ধামে।”
এত বলি চন্দ্রধর নীরবি ক্ষণেক,
সম্বোধিয়া বিপুলারে কহিলা আবার।
“এস মা, এস মা লক্ষ্মি বিপুলা আমার,
এস কাছে ভাগ্যবতি, পশি স্বর্গপুরে
সশরীরে, মহেশ্বরে করিলি দর্শন,
তোর সম পুণ্যবতী কে আছে জগতে?
হায় মা এ হতভাগ্য একটী জীবন
সেবিল রে সদাশিবে, কাঁদে নিশিদিন,
কই দিল না ত দেখা দীনহীন জনে!
সার্থক নয়ন আজি হেরি মা তোমায়,
স্বর্গের মন্দার তুই, নন্দনকানন
তোর মা সুযোগ্য স্থান, এই ভাগ্যহীন

গহন কণ্টকারণ্য সাজে কি তোমায় ?
কি কাজ তুদিন রাখি দৈন্যময় দেশে,
ভুঞ্জিব সে পুণ্যভূমে অনন্ত মিলন।
কালসিন্ধুকূলে বসি কাঁদে চন্দ্রধর
কহিও মা চন্দ্রধরে, ভব কর্ণধার
ত্যজি রোষ আশুতোষ করে যেন পার।”
ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন চাঁদের উত্তরে
অভাগিনী সনকার, হেরে অন্ধকার
সৌর বিশ্ব চরাচর, ঘুরিল মস্তক,
ঝরিল ঘর্ম্মের বিন্দু, নিশ্চল নিশ্বাস,
নিষ্পলক উর্দ্ধ দৃষ্টি, নিষ্কম্প নির্ব্বাক্।
হেরি সে ভৈরবীমূর্ত্তি কোমল-অন্তরা
অধোমুখে বন্দি পদ কহে চন্দ্রধরে—
“যাই পিতঃ, অনুমতি মাগিতেছে দাসী,
সেবিতে ও পদযুগ পাইবে নিশ্চয়
অচিরে অমর ধামে, কর আশীর্ব্বাদ।”
নমি শ্বশ্রু সনকারে, নমি বধূগণে,
চলে অশ্রুমুখী বালা গম্ভীর বদনে
তরীতে পতির পাশে, দেখিয়া মহিষী
তীব্র বেগে পদে পদে ছুটে উন্মাদিনী—

শান্তি

উন্মুক্ত অলকগুচ্ছ শিথিল বসন,
গোধূলির পাছে যথা তমিস্র রজনী।
বিপুলা ধরিলা বক্ষে, ঊর্দ্ধশ্বাসে রাণী
ছুটে লক্ষ্যহীন পথে, কহে উপদেশ—
মরুভূমে বারি যথা নিষ্ফল সকলি।
বাঁচায়ে চাঁদের সপ্ত মৃত পুত্রগণে,
নাবিক সেনানী সহ ফিরেছে বিপুলা,
শুনি নাগরিক বৃন্দ মিলিল বন্দরে
দলে দলে, ঘোষে জয় আনন্দে সতীর।
উন্মত্তা শাশুড়ী সহ আসি হেন কালে
উত্তরিলা সিন্ধুকূলে বিপুলা সুন্দরী।
কহিয়া প্রবোধ বাণী অধোমুখে সতী,
বন্দিয়া রাণীর পদ উঠিলে তরীতে
মুহূর্ত্তে সমস্ত তরী হল অদর্শন।—
বসিলা সৈকতে রাণী, বসেন যেমতি
যষ্টি হারা অন্ধ জন শিরে দিয়া কর ;
ধরাতলে তপ্ত বুক রাখিয়া চকিতে
হেরি বিশ্বময় পুত্র বিশ্বময় বধূ
অন্তিম শয়নে মুগ্ধা মুদিলা নয়ন।
স্বপ্নময় তিরোধান স্বপনে যেমন

হেরি তরণীর, হেরি মৃত্যু সনকার,
সন্তাপিত জনস্রোত তুলি হাহাকার
ছুটে চন্দ্রধর পাশে, যথা অগ্নিময়
তরল গৈরিক-স্রোত ধায় সিন্ধু পানে
কাটি অগ্নি-গিরি তপ্ত তরঙ্গ তুলিয়া।
সর্ব্বস্ব আহুতি করি হোমকুণ্ড পাশে
ধ্যানমগ্ন চন্দ্রধর বাহ্য-জ্ঞান-হীন,—
তরঙ্গিত সিন্ধু তলে মৈনাক যেমতি।
প্লাবিয়া হৃদয় তট শান্তিসুধাস্রোত
প্রতি লোমকূপ-পথে ছুটিয়াছে যেন
প্লাবিতে অনন্তবিশ্ব অনন্ত ধারায়।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ মর্ত্ত্য উপচারে
ক্ষুদ্র বেদীমূলে আর নাই সে অর্চ্চনা—
নৈবেদ্য হৃদয় মন, প্রাণ পুষ্পাঞ্জলি,
মন্দির অনন্তবিশ্ব—বিশ্বময় শিব।

হিরণ্ময় জ্যোতিঃখণ্ড দিগন্ত উজলি
স্নিগ্ধকরে, বহি গন্ধ নামিয়া চকিতে
শূন্যপথে, অন্তর্দ্ধান হইল নিমেষে
মিশায়ে চাঁদের অণু কণায় কণায়,

আবিষ্ট দর্শকবৃন্দ রহিল চাহিয়া,—
অলক্ষে বাজিল বাদ্য 'শান্তি শান্তি' রবে।

সমাপ্ত।

